উত্তরবঙ্গের আত্মার আত্মীয়

উত্তরবঙ্গ সংবাদ

APD

দাদ হাজা চুলকানি
মাত্র তিনবার ব্যবহারেই আরাম পান
মনমোহন জাদু মলম
Ph : 9830303398
Since 90 Years

রংদার রোববার

পৌষ শেষ হয়ে আসছে। এখন সকাল, বিকেল, সন্ধে জমে ওঠে কুয়াশার জঙ্গল। পুরো এলাকাই যেন পাহাড়ের আবহাওয়ার মতো। এবারের প্রচ্ছদে আলোচনা সেই মায়ামাখা পরিবেশ নিয়ে।

কুয়াশা আঁচল খোলো

১৩ থেকে ১৬-র পাতায়

ইউনূসের নয়া বার্তা

সংখ্যালঘু নির্যাতন নিয়ে ঘরে-বাইরে চাপের মুখে বাংলাদেশ। এবার নিজেদের ভাবমূর্তি উদ্ধারে সংখ্যালঘু নির্যাতন বন্ধে জিরো টলারেন্স নীতি নিল মুহাম্মদ ইউনূসের অন্তর্বর্তী সরকার। ৭

মালালার নিশানায় তালিবান

পাকিস্তানের মাটিতে দাঁড়িয়ে তালিবান শাসিত আফগানিস্তানে মেয়েদের প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষা নিষিদ্ধ করার বিরুদ্ধে সরব হলেন মালালা ইউসুফজাই। ৭

আজকের সম্ভাব্য তাপমাত্রা

	শিলিগুড়ি	জলপাইগুড়ি	কোচবিহার	আলিপুরদুয়ার
সর্বোচ্চ	২৭°	২৬°	২৬°	২৭°
সর্বনিম্ন	১৩°	১২°	১২°	১৩°

পঞ্চায়েতের কেউ দায়িত্বে নয়

আবাসের কাজের কোনও তদারকি বা সমীক্ষার কাজে পঞ্চায়েত প্রধান, উপপ্রধান, সদস্য, পঞ্চায়েতের সচিব, নির্বাহী আধিকারিক, নির্মাণ সহায়করা যুক্ত থাকতে পারবেন না। ৩

২৭ পৌষ ১৪৩১ রবিবার ৬.০০ টাকা 12 January 2025 Sunday 20 Pages Rs. 6.00 ইন্টারনেট সংস্করণ www.uttarbangasambad.in Vol No. 45 Issue No. 234

গোলের পর সতীর্থদের সঙ্গে উল্লাস জেমি ম্যাকলারেনের। গুয়াহাটিতে।

ডার্বিতে সেই বাগান-বিলাস

মোহনবাগান সুপার জায়েন্ট-১ (ম্যাকলারেন) *ইস্টবেঙ্গল-০*

সুস্মিতা গঙ্গোপাধ্যায়

গুয়াহাটি, ১১ জানুয়ারি : গ্যালারিতে তখনই সবে ঝেড়েঝুড়ে বসেছেন ওঁরা। এরইমধ্যে পাশে বসা এক ইস্টবেঙ্গল সমর্থকদের চিৎকারে বিরক্ত মোহনবাগানিটি নির্দেশ দিলেন, 'এই মনবীর তিন গোল দিবি তো ওদের।'

মনবীর সিং নয়, কথাটা শুনলেন জেমি ম্যাকলারেন। ডার্বিতে মাত্র ২ মিনিটের মাথায় গোল। আশিস রাইয়ের তোলা বল ম্যাকলারেন ধরলেন যখন হেক্টর ইউস্তে তাঁর নাগালই পেলেন না তাড়া করেও। ঠান্ডা মাথায় ডানদিক থেকে ডান পায়ের শটে করা গোলটা এত দ্রুত হওয়ায় দেখা হল না বহু দর্শকেরই। জলপানের বিরতিতে ম্যাকলারেন দেখা গেল কিছু বোঝাচ্ছেন জেসন কামিংসকে। হয়তো বলছিলেন, এরকম ম্যাচে এক গোলে এগিয়ে থাকা মোটেই নিরাপদ নয়। অজি বিশ্বকাপার সম্ভবত বড় মঞ্চের ফুটবলার। এদিন দুই মিনিটে মোহনবাগান সুপার জায়েন্টের হয়ে গোলটা করাই নয়, এদিন যেন বাড়তি তাগিদ নিয়ে নেমেছিলেন জেমি ম্যাকলারেন। আসলে তিনি ততক্ষণে দেখে নিয়েছেন, কীভাবে মনবীর ২১ মিনিটে করমর্দন দূরত্বে দাঁড়িয়ে প্রভসুখান সিং গিলের হাতে বল তুলে দিয়েছেন। বিরতির ঠিক আগে সাহাল আবদুল সামাদও তাড়াহুড়ো করে উত্তেজনায় যে বলটা বারের উপর দিয়ে তুলে দিলেন সেটাই অন্য সময় হলে হয়তো গোলটা হয়ে যায়। আর বিরতির আগেই তিন গোল হয়ে গেলে তখনই মাজা ভেঙে যায় ইস্টবেঙ্গলের। সেটা কিন্তু হল না। *এরপর বারোর পাতায়*

পপি চাষে গ্রেপ্তার সিভিক

পুলিশের অন্দরে জোর চর্চা আলিপুরদুয়ারে

অভিজিৎ ঘোষ ও সমীর দাস

সোনাপুর ও কালচিনি, ১১ জানুয়ারি : সম্প্রতি কালচিনি ব্লকে পপি চাষের বিশাল কারবারের হদিস মিলেছে। তদন্তে নেমে সেখানে পপি চাষের অবৈধ কারবারের শিকড় মিলল পুলিশেরই অন্দরে। পপি চাষে যুক্ত থাকার অভিযোগে গ্রেপ্তার করা হল এক সিভিক ভলান্টিয়ারকে। আলিপুরদুয়ার-১ ব্লকের সোনাপুর ফাঁড়ির অধীনে কর্মরত ওই সিভিক ভলান্টিয়ারের নাম বিনয় বর্মন। বছর পঁয়ত্রিশের ওই তরুণকে শুক্রবার রাতে গ্রেপ্তার করেছে কালচিনি থানার পুলিশ।

পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, শুক্রবার রাতে বিনয়কে আলিপুরদুয়ার-১ ব্লকের পাতলাখাওয়া থেকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। ওই এলাকাতেই তার বাড়ি। এই নিয়ে পপি চাষের ঘটনায় দুজনকে গ্রেপ্তার করল পুলিশ। কালচিনি থানার ওসি গৌরব হাঁসদা এদিন বলেন, 'ধৃত বিনয় বর্মনকে এদিন আলিপুরদুয়ার আদালতে তোলা হয়েছে। তদন্তের স্বার্থে অভিযুক্তকে ৭ দিনের পুলিশ হেপাজতে নেওয়া হয়েছে। ধৃতকে জেরা করে পপি চাষে আরও কেউ যুক্ত রয়েছে কি না, তা জানার চেষ্টা করা হবে।' ওসি আরও জানান, বিনয় যে সিভিক ভলান্টিয়ার সেটা তাঁরা নিশ্চিত হয়েছেন ভালোভাবে যাচাই করার পর। সিভিক ভলান্টিয়ার এই কাজে যুক্ত থাকায় পুলিশের মধ্যে বিভিন্ন প্রশ্ন উঠতে শুরু করেছে। আরও কোনও পুলিশকর্মী এই কাজে যুক্ত কি না, সেই নিয়েও প্রশ্ন উঠছে।

এদিকে সোনাপুর ফাঁড়ি সূত্রে খবর, বিনয় গত ৫ জানুয়ারি থেকে ডিউটি করছে না। পাতলাখাওয়া এলাকায় বিনয়ের বন্ধুদের সঙ্গে কথা বলে জানা গেল, কালচিনিতে যে সে জমি লিজ নিয়ে চাষ করছে, সেকথা আগেই বলেছিল। তবে পপি চাষের ব্যাপারে কিছু বলেনি। জেলার অতিরিক্ত পুলিশ সুপার (জয়গাঁ) মানবেন্দ্র দাস বলেছেন, 'ঘটনার তদন্ত সঠিক দিকেই এগোচ্ছে।'

গত ৭ জানুয়ারি কালচিনি ব্লকের প্রত্যন্ত দক্ষিণ মেন্দাবাড়ি গ্রামের কালজানি নদী সংলগ্ন এলাকায় ভুট্টা চাষের আড়ালে নিষিদ্ধ পপি চাষ হচ্ছে বলে খবর পায় পুলিশ। এরপর পুলিশ সেখানে ৩টি ট্র্যাক্টর নিয়ে প্রায় ৩০ বিঘা জমির পপিখেত নষ্ট করে দেয়। ঘটনায় ওই জমির মালিক অভিজিৎ চিকবড়াইককে গ্রেপ্তার করে ৫ দিনের হেপাজতে নেয় পুলিশ। অভিজিৎকে জেরা করতেই উঠে আসে বিনয় বর্মনের নাম। *এরপর বারোর পাতায়*

RAMKRISHNA IVF CENTRE
Delivering A Miracle
আপনার শূন্য ঘরে সন্তান আসুক আলো করে
IVF TEST TUBE BABY IUI • ICSI
isar আইএসএআর মানতা প্রাপ্ত IVF সেন্টার
আশ্রমপাড়া, শিলিগুড়ি | M: 9800711112

আপাত শান্ত আলিপুরদুয়ারে কথায় কথায় খুন। যেন চরিত্রই বদলে গিয়েছে শহরের। এবার স্রেফ মাতলামোর প্রতিবাদ করে খুন হলেন তরুণ।

মাতলামোর প্রতিবাদ করায় খুন তরুণকে

প্রণব সূত্রধর

আলিপুরদুয়ার, ১১ জানুয়ারি : মদ খেয়ে অশ্লীল গালিগালাজ করছিলেন এক প্রবীণ ব্যক্তি। তার প্রতিবাদ করেছিলেন স্থানীয় এক তরুণ। তার জেরে সেই প্রবীণের হাতে খুন হতে হল সেই প্রতিবাদী তরুণকে। শুক্রবার রাতে এই ঘটনা ঘটেছে চাপরেরপার-১ গ্রাম পঞ্চায়েতের চালনি পাক এলাকায়। পুলিশ ও স্থানীয় সূত্র জানিয়েছে, মৃতের নাম প্রসেনজিৎ রায়। আর অভিযুক্ত বানাতু রায় নামের সেই প্রবীণকে গ্রেপ্তার করেছে পুলিশ।

এদিকে, সেই ঘটনার পর স্থানীয়দের রোষ গিয়ে পড়ে বানাতুর ওপর। সে তখন পালিয়ে যায়। কিন্তু তার বাড়ি ভাঙচুর করে ক্ষিপ্ত জনতা। তখন পুলিশ এলাকায় গিয়ে পরিস্থিতি শান্ত করে। বানাতু পরে ধরা পড়েছে। তবে তার বাড়ির লোকজন আতঙ্কে এলাকাছাড়া। এদিকে, বছর ত্রিশের ওই প্রতিবাদী তরুণ খুনের ঘটনায় এলাকায় শোকের ছায়া নেমে এসেছে। আলিপুরদুয়ার থানার আইসি অনির্বাণ ভট্টাচার্য বলেন, 'অভিযুক্তকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। তদন্ত চলছে।' বানাতুকে আলিপুরদুয়ার আদালতে পেশ করার পর বিচারক তাকে পুলিশ হেপাজতে পাঠিয়েছেন।

পুলিশ ও স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, বানাতু ও প্রসেনজিৎ প্রতিবেশী। শুক্রবার রাতে বানাতু মদ খেয়ে অশালীন আচরণ করছিল। দীর্ঘক্ষণ সেই গালিগালাজে এলাকাবাসী অতিষ্ঠ হয়ে ওঠে। প্রসেনজিৎ এগিয়ে এসে প্রতিবাদ করেন। তারপর বচসা শুরু হয়। তারই মাঝে ক্রুদ্ধ বানাতু প্রসেনজিতের পেটে ছুরি দিয়ে আঘাত করে বলে অভিযোগ। রক্তাক্ত প্রসেনজিৎ মাটিতে লুটিয়ে পড়েন। তাঁর গায়ে রক্ত দেখে এলাকায় হইচই পড়ে যায়। তখনই ভয়ে এলাকা ছাড়ে বানাতু ও তার বাড়ির লোকজন।

এদিকে জখম প্রসেনজিৎকে তাঁর বাড়ির লোকজন ও প্রতিবেশীরা আলিপুরদুয়ার জেলা হাসপাতালে চিকিৎসার জন্য নিয়ে যান। *এরপর বারোর পাতায়*

নিষিদ্ধ স্যালাইন নিয়ে শঙ্কা উত্তরেও

উত্তরবঙ্গ ব্যুরো

১১ জানুয়ারি : সরকারি নির্দেশিকা দিয়ে নিষিদ্ধ ঘোষণা করার পরেও দার্জিলিং জেলায় বিভিন্ন হাসপাতাল, উত্তরবঙ্গ মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালে বিতর্কিত সংস্থার স্যালাইন ব্যবহার হয়েছে। শনিবার সকালে পুনরায় নির্দেশিকা দিয়ে ওই সংস্থার তৈরি সমস্ত স্যালাইন ব্যবহার বন্ধ করতে বলা হয়েছে। সেই জায়গায় আপাতত ন্যায্যমূল্যের ওষুধের দোকান থেকে প্রয়োজনীয় স্যালাইন কিনে হাসপাতালে ব্যবহারের নির্দেশ দিয়েছে স্বাস্থ্য দপ্তর।

তবে, রোগীর চিকিৎসায় সন্দেহজনক উপসর্গ দেখা দেওয়ায় ইসলামপুর মহকুমা হাসপাতালে আট মাস আগেই চিকিৎসকরা এই সংস্থার স্যালাইন ব্যবহার বন্ধ করে দিয়েছেন। *এরপর বারোর পাতায়*

সব চাষের সঠিক সুরক্ষা
ORMACOMIN
সব চাষের সঠিক ফলন মানেই আধুনিক জৈব প্রযুক্তির জৈব সার
অরম্যাকোমিন
Trasco
Super Agro India Pvt. Ltd

মানুষ-বন্যপ্রাণী সংঘাত বাড়ছে। সমস্যার মোকাবিলায় একাধিক পদক্ষেপ করা হচ্ছে। হাতির অবস্থান জানতে যেমন রেডিও কলার পরানো হচ্ছে, তেমনি গন্ডারের বংশবিস্তারের হার জানতে গন্ডার শুমারি শীঘ্রই চালু হচ্ছে।

হাতিদের দলপতিকে রেডিও কলার

পূর্ণেন্দু সরকার

জলপাইগুড়ি, ১১ জানুয়ারি : এবার হাতির পালের গতিবিধি জানতে দলটির দলপতিকে রেডিও কলার পরানোর চিন্তাভাবনা শুরু হল। গত সপ্তাহে জেলা শাসকের অফিসে জেলা প্রশাসন এবং গরুমারা বন্যপ্রাণ বিভাগের আধিকারিকদের মধ্যে এই বিষয়ে গুরুত্বপূর্ণ বৈঠক হয়। সেই বৈঠকে মানুষ-হাতি সংঘাত এড়াতে এবং হাতির পালের গতিবিধি দ্রুত জানতে রেডিও কলার নিয়ে আলোচনা হয়। গরুমারা বন্যপ্রাণ বিভাগের ডিএফও দ্বিজপ্রতিম সেন বলেন, 'ইতিমধ্যে চাপড়ামারি অভয়ারণ্যের এলিফ্যান্ট করিডরে দশটি হাতির পালের মধ্যে দলপতিকে রেডিও কলার পরিয়ে গতিবিধির খবরাখবর দ্রুত পাওয়া যাচ্ছে। আমরা বন দপ্তরে জেলা প্রশাসনের প্রস্তাব পাঠাচ্ছি। হাতির পালের মধ্যে দলপতিকে কীভাবে রেডিও কলার পরানো যায়, সেই ব্যবস্থা করা হবে।'

সম্প্রতি ডুয়ার্সে চাপড়ামারি অভয়ারণ্যে এলিফ্যান্ট করিডর ব্যবহার করে এমন ১০টি হাতির পালের মহিলা দলপতি হাতিকে রেডিও কলার পরিয়েছে গরুমারা বন্যপ্রাণ বিভাগ। ডুয়ার্সে সাধারণত সাতটি এলিফ্যান্ট করিডর দিয়ে হাতির পাল জলদাপাড়া, বক্সা, বৈকুণ্ঠপুর এবং মহানন্দা অভয়ারণ্যের জঙ্গলে চলাচল করে। প্রতিটি হাতির পালে আটটি থেকে দশটি করে হাতি থাকে। কোনও ক্ষেত্রে ১৫-২০টি হাতিও থাকে। মর্দা হাতি ছাড়াও মা এবং শাবক থাকে। তবে প্রতিটি হাতির পালে একজন করে দলপতি থাকে। এবার বন দপ্তর এবং জেলা

ডুয়ার্সের চাপড়ামারির জঙ্গল লাগোয়া এলাকায় হাতির পাল। -ফাইল চিত্র

কী সুবিধা

- দলের 'মাথা'র গলায় রেডিও কলার পরানো থাকলে তাদের গতিবিধি সহজেই জানা যাবে
- ট্রান্সমিটারের মাধ্যমে জানা যাবে তারা কোথায় কখন থাকছে, লোকালয়ে ঢুকছে কি না

প্রশাসনের টার্গেট ওই দলপতিরাই। তাদের রেডিও কলার পরালে ট্রান্সমিটারের মাধ্যমে হাতির পালের গতিবিধি জানা যাবে। কখন কোন সময়ে দলটি রেললাইনে উঠছে, কখন লোকালয়ে ঢুকে পড়ছে, সবই জানা যাবে। এতে বন্যপ্রাণ বিভাগের ওয়াইল্ডলাইফ স্কোয়াডগুলি তৎক্ষণাৎ ঘটনাস্থলে যেতে পারবে। এবং হাতির পালকে জঙ্গলে ফিরিয়ে দিতে পারবে, জানালেন গরুমারা বন্যপ্রাণ বিভাগের ডিএফও দ্বিজপ্রতিম সেন।

ডুয়ার্সে মোরাঘাট, খুট্টিমারি, ডায়না, কলাবাড়ি, পানঝোরা, নিউ গ্লেনকো, চুনাভাটি, মোগলকাটা, গয়েরকাটা, রামশাই ইত্যাদি রুটে হাতির পাল চলাফেরা করে। হাতির পাল লোকালয়ে ঢুকলে স্থানীয় কিউআরটির সদস্য এবং বনকর্মীরা তাদের জঙ্গলে ফেরান। স্থানীয় স্তরে হোয়াটসঅ্যাপের মাধ্যমে হাতির করিডরের খবরাখবর আদানপ্রদান হয়ে থাকে। এবার হাতির পালের মধ্যে কোনও হাতির রেডিও কলার পরানো থাকলে তাদের গতিবিধিতে জানতে আরও সুবিধা হবে। এককেটি রেডিও কলার পরাতে খরচ হবে ১৫ থেকে ২০ লক্ষ টাকা। এই প্রকল্পে আর্থিক বন্দোবস্ত বন দপ্তর নিজে থেকে করবে নাকি জেলা প্রশাসন সহযোগিতা করবে, সে বিষয়ে এখনও সিদ্ধান্ত হয়নি। অতিরিক্ত জেলা শাসক (সাধারণ) ধীমান বাড়ুই বলেন, 'বন্যপ্রাণ বিভাগের সঙ্গে আলোচনা হয়েছে। পুরো বিষয়টি গরুমারা বন্যপ্রাণ বিভাগ দেখছে।' বন দপ্তরে গরুমারা বন্যপ্রাণ বিভাগ থেকে প্রস্তাব পাঠানোর পর কী খবর আসে, সেদিকেই তাকিয়ে জেলা প্রশাসন ও গরুমারা বন্যপ্রাণ বিভাগ।

মার্চে গন্ডার শুমারি গরুমারায়

শুভদীপ শর্মা

লাটাগুড়ি, ১১ জানুয়ারি : আগামী মার্চে জলদাপাড়ার সঙ্গে গরুমারাতেও গন্ডার শুমারি শুরু হচ্ছে। মার্চের প্রথম সপ্তাহে শুমারি হবে, জানিয়েছেন উত্তরবঙ্গ বন্যপ্রাণ বিভাগের বনপাল ভাস্কর জেভি। তিন বছর আগে ২০২২ সালে গরুমারায় গন্ডার শুমারি হয়েছিল। সে বছর গরুমারায় ৫৫টি গন্ডারের সন্ধান মিলেছিল। চলতি বছর সেই সংখ্যাটা অনেকটাই বাড়বে বলে আশা বন দপ্তরের।

গরুমারায় প্রতি দু'বছর অন্তর গন্ডার শুমারি হত। হিসেবমতো ২০২৪ সালে শুমারি হওয়ার কথা ছিল গরুমারায়। কিন্তু গত বছর শুমারি হয়নি। গরুমারায় গন্ডারের প্রকৃত সংখ্যা জানার জন্য শুমারির দাবি জানিয়েছিলেন পরিবেশপ্রেমীরা। ময়নাগুড়ি রোড পরিবেশপ্রেমী সংগঠনের সম্পাদক নন্দু রায় বলেন, '২০২২ সালে গরুমারায় শেষ গন্ডার শুমারি হয়েছিল। হিসেবমতো ২০২৪ সালে গন্ডার শুমারি হওয়ার কথা ছিল। কিন্তু সেবছর গরুমারায় শুমারি হয়নি।' লাটাগুড়ি গ্রিন লেভেল ওয়েলফেয়ার সোসাইটির সম্পাদক অনির্বাণ মজুমদারের কথায়, শুমারি হলে গন্ডারের সংখ্যার পাশাপাশি তাদের কী কী সমস্যা রয়েছে সেগুলো জানা যাবে। সেই কারণে শুমারি প্রয়োজন।

বন দপ্তর সূত্রে জানা গিয়েছে, জলদাপাড়ায় মার্চ মাসের ৫ ও ৬ তারিখ গন্ডার শুমারি হবে। ঠিক ওই সময় গরুমারাতেও গন্ডার শুমারি করা হবে। শুমারির কাজে পরিবেশপ্রেমী, বন দপ্তরের কর্মীদের পাশাপাশি স্বেচ্ছাসেবী সংগঠনের প্রতিনিধিদের কাজে লাগানো হবে। পাশাপাশি দুর্গম এলাকায় কুনকি হাতির পিঠে চড়ে গণনার কাজ হবে। সরাসরি গন্ডার দেখে গণনার পাশাপাশি প্রযুক্তিরও সাহায্য নেওয়া হবে। গরুমারায় বরাবরই মাদি-মর্দা গন্ডারের অনুপাত নিয়ে চিন্তিত বন দপ্তর। যেখানে গন্ডারদের নিয়মমাফিক একটি মর্দা গন্ডারের অনুপাতে তিনটি মাদি গন্ডার প্রয়োজন। সেখানে গরুমারায় ওই অনুপাতটি অনেকটাই কম। চলতি বছর শুমারিতে এবার গরুমারায় গন্ডারের সেই অনুপাত কোথায় গিয়ে দাঁড়ায় সেটি এখন দেখার।

মাটিগাড়ায় একটি শপিং মলে হিমালয়ান ফোক মিউজিক ফেস্টিভালের দ্বিতীয় দিন। শনিবার। ছবি : সূত্রধর

মাটিগাড়ায় জমজমাট লোকসংগীত উৎসব

হিমালয়ের ঐতিহ্য রক্ষার বার্তা প্রেমের

তমালিকা দে

শিলিগুড়ি, ১১ জানুয়ারি : হিমালয়ান ফোক মিউজিক ফেস্টিভালে এসে ঐহিত্য রক্ষার বার্তা দিলেন সিকিমের মুখ্যমন্ত্রী প্রেমসিং তামাং (গোলে)। শনিবার মাটিগাড়ায় একটি শপিং মলে উৎসবের দ্বিতীয় দিনে এসেছিলেন তিনি। প্রেম বলেন, 'আমাদের সংস্কৃতি আমাদেরই রক্ষা করতে হবে। স্কুলগুলিকেও এ ব্যাপারে এগিয়ে আসতে হবে।' স্কুলের সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে পড়ুয়াদের নিজস্ব সংস্কৃতি তুলে ধরার জন্য উৎসাহিত করার কথাও বলেছেন তিনি।

হিমালয়ের বিভিন্ন জনজাতির সংস্কৃতি তুলে ধরার লক্ষ্যে আয়োজন করা হয়েছে এই উৎসব। তিনদিনব্যাপী এই উৎসবে শুধুমাত্র হিমালয়ের পিছিয়ে থাকা জনজাতির নিজস্ব ভাষার লোকসংগীত তুলে ধরা হচ্ছে। যাঁরা সংস্কৃতি রক্ষায় বিভিন্ন ধরনের কাজ করে চলেছেন, তাঁদের হাতে এদিন পুরস্কার তুলে দেন পড়শি রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী। অনুষ্ঠানে বিভিন্ন জনজাতির গান তাঁকে মুগ্ধ করেছে বলে উল্লেখ করেন তিনি।

রবিবার ফোক ফেস্টিভালের সমাপ্তি অনুষ্ঠান হবে। উৎসবে এসে আপ্লুত অ্যাসোসিয়েশন ফর কনজারভেশন অ্যান্ড ট্যুরিজম (অ্যাক্ট)-এর কনভেনার রাজ বসু। বলছিলেন, 'হিমালয়ের ঐতিহ্য, সংস্কৃতি, জীবনযাপনের ধরন থেকে শুরু করে লোকসংগীত সবটাই এই উৎসবে তুলে ধরা হয়েছে।' মেচ, রাভা, টোটো, দামাই, লেপচা সহ বিভিন্ন জনজাতির লোকসংগীত পরিবেশিত হয়েছে এই উৎসবে।

হোয়াটসঅ্যাপের মাধ্যমে তিন মাস আগে বাছাইপর্ব সম্পন্ন হয়। সেখানে প্রতিযোগিতায় অংশ নেওয়ার জন্য ১৫০-র বেশি আবেদন জমা পড়েছিল। যার মধ্যে তিনটি ব্যান্ড ও তিন ব্যক্তিকে উৎসবে পারফর্মের জন্য বাছাই করা হয়। এছাড়াও অস্ট্রেলিয়া, নেপাল, ইতালির মিলান শহর থেকে আগত লোকশিল্পীরা অংশ নেন। লাদাখ, অরুণাচলপ্রদেশের শিল্পীরাও উৎসবে শামিল হয়ে সংগীত পরিবেশন করেন।

উদ্যোক্তাদের তরফে জানানো হয়েছে, এ ধরনের প্রতিযোগিতামূলক উৎসবের মাধ্যমে হিমালয়ের ঐতিহ্য, জীবনযাত্রা, সংস্কৃতিকে লোকসংগীতের মাধ্যমে বিশ্বের দরবারে তুলে ধরা হচ্ছে। এদিন প্রতিযোগিতায় প্রথম স্থান অধিকার করেছেন টোটোপাড়ার সোনে টোটো। দ্বিতীয় নেপালের ফুর্তি শেরপা এবং তৃতীয় সরনুরাম চান্দা। সকলকে এদিন পুরস্কৃত করা হয়েছে।

পাত্র চাই

■ ব্রাহ্মণ, কাশ্যপ, মকর, দেব, ২৮+/৫'-৫", M.Sc., B.Ed., Health Dept. চাকরিরত পাত্রীর জন্য উপযুক্ত স্বঃ/অসঃ পাত্র চাই। কোচঃ অগ্রগণ্য। Ph : 9475247544. (C/113479)

■ জলপাইগুড়ি নিবাসী, এমএসসি, বায়োটেকনলজি, গুরগাঁও-এ (এনসিআর দিল্লির নিকটে) কর্মরতা, ২৯/৫'-২", কর্মকার, সুশ্রী, ফর্সা পাত্রীর জন্য স্ববর্ণ/অসবর্ণ, অনূর্ধ্ব ৩৩, উপযুক্ত পাত্র চাই। বাবা রিটায়ার্ড সরকারি চিকিৎসক, মা জেলা স্বাস্থ্য দপ্তরের নার্সিং অফিসার। যোগাযোগের নং-৯৪৭৪৮৪৪৫০৪ (8 P.M. - 10 P.M.). (C/113652)

■ সরকারি নার্স, ৩২/৫'-৪", সুশ্রী মেয়ের জন্য সুচাকরি বা ভালো ব্যবসায়ী উত্তরবঙ্গ নিবাসী ভালো পাত্র কাম্য। 8906343903/ modak8906@gmail.com (K)

■ বারুজীবী (দাস), 27/5'-4", M.A., ধূপগুড়ি নিবাসী, ঘরোয়া, ফর্সা, সুশ্রী পাত্রীর জন্য চাকরিজীবী/ প্রতিষ্ঠিত ব্যবসায়ী অনূর্ধ্ব 35-এর মধ্যে সুপাত্র কাম্য। (M) 7679016601, 8918985069 (10 A.M. to 8 P.M.). (C/113742)

■ কায়স্থ, ২৯+/৫'-২", M.Sc. (Geo.), B.Ed., টেকনো ইন্ডিয়াতে কর্মরতা। Doctor, Engineer, শিক্ষক অগ্রগণ্য। কায়স্থ উপযুক্ত পাত্র চাই। (M) 9593236325. (C/114449)

পাত্র চাই

বৈশ্য সাহা, 28+, 5'-2", স্বাস্থ্য দপ্তরের স্থায়ী চাকরিজীবী (CHO), আলিপুরদুয়ার নিবাসী, ফর্সা, সুন্দরী পাত্রীর জন্য সরকারি চাকরিজীবী সুপাত্র চাই। M : 9434228700.

■ পাত্রী ব্রাহ্মণ, 28/5'-2", অতীব সুন্দরী, এমএ, এমবিএ পাঠরতা, পিতা সেন্ট্রাল গভর্নমেন্ট-এর ইলেক্ট্রিক্যাল ইঞ্জিনিয়ার-এর একমাত্র কন্যার জন্য সুযোগ্য সুপ্রতিষ্ঠিত ডাক্তার, ইঞ্জিনিয়ার, সায়েন্টিস্ট, সুপ্রতিষ্ঠিত ব্যবসায়ী অথবা সেন্ট্রাল গভর্নমেন্ট-এর উচ্চপদে কর্মরত, বয়স 33-এর মধ্যে পাত্র কাম্য। সুযোগ্য পাত্র ছাড়া যোগাযোগ নিষ্প্রয়োজন। Ph.No. 9614393027. (C/114449)

■ পূঃ বঃ সাহা, বয়স 34+, উচ্চতা 5'-1", M.A., B.Ed., পাত্রীর জন্য দাবিহীন পাত্র চাই। উত্তরবঙ্গ কাম্য। (M) 9434183574. (C/113748)

■ গ্র্যাজুয়েট, ফর্সা, 27+/5'-4", উত্তরবঙ্গ নিবাসী, কায়স্থ (শুধু রেজিস্ট্রি হওয়া) বিবাহ না হওয়া পাত্রীর জন্য চাকরিজীবী পাত্র চাই। (M) 9474141283. (S/N)

■ কুলীন কায়স্থ, 30/5', ফর্সা, সুন্দরী, M.A. Pass পাত্রীর জন্য সরকারি চাকরিজীবী, উত্তরবঙ্গ-এর মধ্যে কায়স্থ পাত্র চাই। ফোন : 7679418943. (C/114330)

■ উত্তরবঙ্গ নিবাসী, নামমাত্র ডিভোর্সি, শিক্ষিতা, সুন্দরী, বয়স ৩৩, প্রাইভেট সেক্টরে কর্মরতা পাত্রীর জন্য যোগ্য পাত্র কাম্য। (M) 9836084246. (C/114330)

পাত্র চাই

■ রাজবংশী, উত্তরবঙ্গ নিবাসী, ২২ বছর বয়সি, শিক্ষিতা, সুন্দরী, পিতা প্রতিষ্ঠিত ব্যবসায়ী এবং মাতা গৃহবধূ, এইরূপ কন্যাসন্তানের জন্য যোগ্য পাত্র কাম্য। (M) 9332120790. (C/114330)

■ উত্তরবঙ্গ নিবাসী, ২৬ বছর, B.Tech., কলকাতা-তে একটি MNC-তে কর্মরতা। পিতা অবসরপ্রাপ্ত সরকারি চাকরিজীবী। এইরূপ পাত্রীর জন্য পাত্র কাম্য। (M) 7679478988. (C/114330)

■ শিলিগুড়ি নিবাসী, ২৮, B.Tech., ফর্সা, সুন্দরী, WBSCDCL-এ ক্লার্ক পদে কর্মরতা পাত্রীর জন্য চাকরিজীবী, ব্যবসায়ী যোগ্য পাত্র চাই। (M) 9874206159. (C/114330)

■ বয়স ৩২, উত্তরবঙ্গ-এর বাসিন্দা, সরকারি কলেজের অ্যাসিস্ট্যান্ট প্রফেসর। এইরূপ পরিবারের একমাত্র কন্যার জন্য যোগ্য পাত্র কাম্য। (M) 7596994108. (C/114330)

■ উত্তরবঙ্গ নিবাসী, বয়স ২৬, M.Sc., B.Ed., সুন্দরী, প্রাইভেট স্কুলটিচার, পিতা গভঃ চাকরিজীবী ও মাতা গৃহবধূ। শীঘ্র বিবাহে আগ্রহী। এইরূপ পাত্রীর জন্য যোগ্য পাত্র চাই। (M) 9330394371. (C/114330)

■ মালদা নিবাসী সাহা, 29+/5', MBBS, MD পাঠরতা পাত্রীর জন্য উচ্চপদস্থ ডাক্তার বা প্রতিষ্ঠিত বড় ব্যবসায়ী পাত্র চাই। SC, ST বাদে। (M) 9635575795. (C/114336)

পাত্র চাই

■ SC রাজবংশী, 24/5'-4", ফর্সা, B.A. (H), M.A., পিতা-মাতা টিচার (গভঃ) গঃ নরঃ, রাঃ ধনু, সঃ চাঃ (যে কোনও মানের) পাত্র কাম্য। জাতিভেদ নাই। উভয় বঙ্গ চলবে। মোঃ 9434858310, দিনহাটা/ বহরমপুর (সংস্থা নহে)।

■ পাত্রী ব্রাহ্মণ, উচ্চশিক্ষিতা, বেসরকারি হাইস্কুলের শিক্ষিকা, বয়স ৩১/৫'-০", উজ্জ্বল শ্যামবর্ণা, স্বঃ/অসবর্ণ পাত্র কাম্য। রায়গঞ্জ, কালিয়াগঞ্জ অগ্রগণ্য। (M) 8918508148. (C/113376)

■ ব্রাহ্মণ, 26+/5'-8", ফর্সা, সুশ্রী, M.A., পিতা রিটায়ার্ড। পাত্রীর জন্য ব্রাহ্মণ পাত্র কাম্য। (M) 8145300523, কোচবিহার। (C/113152)

■ সাহা, ৩৪/৫', সঃ চাকরি, পাত্রীর জন্য সঃ চাকরি, অনূর্ধ্ব ৪০, কোচবিহার/আলিপুরদুয়ার শহরের পাত্র চাই। (M) 9932390707. (C/113154)

■ কোচবিহার, কায়স্থ, 30+/5'-2", M.Sc. (H), চাকরিজীবী, ডিভোর্সি পাত্রীর জন্য উত্তরবঙ্গ নিবাসী, 35 অনূর্ধ্ব, চাকরিজীবী, ডিভোর্সি পাত্র কাম্য। (M) 8768159484, 9641224806. (C/113155)

■ কায়স্থ 29+/5'3", B.Sc (H) B.Ed সঃ করণিক পদে চাকুরিরতা, মালদা নিবাসী, অমাঙ্গলিক, একমাত্র কন্যার জন্য সঃ চাকুরিজীবী উপযুক্ত পাত্র চাই। M- 7384692560. (M/112598)

পাত্র চাই

■ উত্তরবঙ্গ নিবাসী, 32+ বয়স, M.Com., সরকারি Bank Officer পাত্রীর জন্য সরকারি বা PSU Job পাত্র কাম্য। ঘটক নহে। (M) 9433882610. (K)

■ পাত্রী EB কর্মকার, 29/5'-3", M.A. (Eng.), B.Ed., স্কুলে কর্মরতা। উচ্চশিক্ষিত, উপযুক্ত 32-33/5'-8"-এর মধ্যে MNC/চাকরিজীবী পাত্র কাম্য। Ph : 9832541759. (C/114436)

■ বারুজীবী, 33/4'-10", M.A. (Edu.), ফর্সা, সুশ্রী পাত্রীর জন্য শিক্ষিত (স্নাতক), চাকুরে/ব্যবসায়ী পাত্র কাম্য। (M) 9733329153. (C/114331)

■ EB, 26/5'-4", M.A. ইংলিশ, Pvt. ব্যাংকে কর্মরতা, সুন্দরী পাত্রীর জন্য সুপাত্র চাই। (M) 9734488968. (C/114336)

■ সাহা, 23/5'-3", B.A. পাশ, সুন্দরী, গৃহকর্মে নিপুণা পাত্রীর জন্য নেশাহীন সুপাত্র চাই। (M) 7003763286. (C/114336)

■ কায়স্থ, বসু, ২৯+/৫'-২", M.Sc. (Geog.), B.Ed., টেকনো ইন্ডিয়াতে কর্মরতা। Doctor, Engineer, শিক্ষক অগ্রগণ্য। কায়স্থ উপযুক্ত পাত্র চাই। M : 9593236325. (C/114440)

পাত্রী চাই

■ ব্যবসায়ী, 31+/6', পাত্রের জন্য সুশ্রী, গ্র্যাজুয়েট, উচ্চতাযুক্ত পাত্রী কাম্য। মোঃ নং-9093545403. (C/114330)

পাত্রী চাই

■ নমশূদ্র, মজুমদার, 34/5'-6", জলপাইগুড়ি পুলিশ কনস্টেবল পদে কর্মরত, পাত্রের জন্য ফর্সা, সুশ্রী পাত্রী কাম্য। (M) 7001025643. (C/113368)

■ কায়স্থ, বিএ পাশ, ব্যবসায়ী, 33+, রায়গঞ্জ নিবাসী পাত্রের জন্য উপযুক্ত কায়স্থ পাত্রী চাই। যোগাযোগ-7908964564. (C/114411)

■ 47, ডিভোর্সি, কায়স্থ, 5'-5", B.Com., ব্যবসায়ী, শিলিগুড়ি নিবাসী পাত্রের জন্য উপযুক্ত পাত্রী চাই। Ph : 7477606609. (C/114420)

■ বৈশ্য সাহা, 29+/5'-8", APD, রাজ্য সরকারের Gr. 'A' অফিসার পাত্রের জন্য উপযুক্ত পাত্রী কাম্য। (M) 9832420828. (C/113741)

■ পাল, 33/5'-2", M.A., B.Ed., বেসরকারি স্কুলে কর্মরত। বাড়ি শিলিগুড়ি। শিক্ষিত পাত্রী চাই, বয়স ২৭-এর মধ্যে। শিলিগুড়ি অগ্রগণ্য। Ph : 9749387344. (K)

■ কায়স্থ, 30/5'-5", B.Tech + MBA, MNC-তে কর্মরত। শিলিগুড়ি নিবাসী পাত্রের জন্য সুশিক্ষিতা, রুচিশীলা, সুশ্রী, 27 অনূর্ধ্বা পাত্রী কাম্য। অভিভাবক যোগাযোগ করিবেন। 9434012555. (C/114450)

■ রাজবংশী, 32/5'-8", B.Tech., Civil, W.B. Govt. Eng. চাকরিরত একমাত্র পুত্রের জন্য সুশ্রী, শিক্ষিতা, ২৫-২৭ মধ্যে পাত্রী কাম্য। চাকরিজীবী অগ্রগণ্য। (M) 9474717054. (C/113664)

পাত্রী চাই

■ ২৬ বৎসর, M.Sc., সরকারি চাকরিজীবী পাত্রের জন্য পাত্রী কাম্য। 8910371316. (K)

■ EB, সিভিল ইঞ্জিনিয়ার, ৩২/৫'-৬", সুদর্শন, শিলিগুড়ির বাসিন্দা, নিজের গৃহ ও কেন্দ্রীয় সরকারি কর্মী। ২২-২৬, ফর্সা, সুশ্রী পাত্রী চাই। ৯৮৩২৬৬৫০০১, ৯৭৪৮৮৬৬৯৮৮. (C/114428)

■ স্থায়ী সরকারি চাকরি, 33+/5'-9", ফর্সা, সুদর্শন, B.Tech., পিতা-মাতা পেনশনার, শিলিগুড়িতে নিজ বাড়ি, গাড়ি। ২৮ অনূর্ধ্বা, সুমুখশ্রী, ভদ্র, শিক্ষিত, সম্ভ্রান্ত পরিবারের যোগ্য পাত্রী কাম্য। (M) 7679715410, 8240172773. (C/114330)

■ সাহা, 37, বিকম, 5'-6", ব্যবসায়ীর জন্য সুশ্রী, অনূর্ধ্বা 30 পাত্রী কাম্য, শিলিগুড়ি বাদে। (M) 9531621709. (C/114448)

■ উত্তরবঙ্গ নিবাসী, ৩২ বছর, B.Tech., গভঃ চাকরিজীবী। পিতা অবসরপ্রাপ্ত ও মাতা গৃহবধূ। এইরূপ দাবিহীন পাত্রের জন্য উপযুক্ত পাত্রী কাম্য। (M) 9330394371. (C/114330)

■ পাত্র কায়স্থ, বয়স 36+, উচ্চতা 5'-1", পেশা গৃহশিক্ষকতা। উপযুক্ত পাত্রী কাম্য। ফোন-7432934723. (C/114434)

■ ব্রাহ্মণ, 31/5'-11", M.A., B.Ed., সরকারি চাকুরে পাত্রের জন্য শুধুমাত্র পাত্রীর অভিভাবক যোগাযোগ কাম্য। (M) 8653336705. (C/113151)

পাত্রী চাই

■ উত্তরবঙ্গ নিবাসী, ৩২ বছর বয়স, M.Tech., কলকাতা-তে একটি MNC-তে কর্মরত, পিতা অবসরপ্রাপ্ত চাকরিজীবী। এইরূপ পাত্রের জন্য যোগ্য পাত্রী কাম্য। (M) 7679478988. (C/114330)

■ কায়স্থ, দে, আলিম্যান, মকর, দেবগণ, 5'-8"+, ফর্সা, 35+, B.A., LLB(H), পিতা কেঃ সঃ Gr.A Officer (Retd.), শিলিগুড়িতে নিজস্ব দ্বিতল বাড়ি। সুন্দরী, স্নাতক, 30+-এর মধ্যে পাত্রী চাই। পাত্র বর্তমানে পুণেতে বেঃ সঃ Infosys-এ কর্মরত। পুণেতে কর্মরত পাত্রী অগ্রগণ্য। পাত্রের বড় ভাই 5 Star Hotel-এর Manager, বৌমা Software Eng. উভয়ে বেঙ্গালুরুতে কর্মরত, বিয়ের পর পাত্রীকে পুণে গিয়ে থাকতে হবে, কোনও দাবি নেই। (M) 9679101208. (M/M)

■ কলকাতা নিবাসী, মধ্যবিত্ত পরিবারের দাবিহীন, আন্ডার গ্র্যাজুয়েট, 30+, বিদেশি কোম্পানিতে কর্মরত পাত্রের সুশ্রী, ঘরোয়া পাত্রী চাই। (M) 9681205489, 9051713248. (C/114331)

■ জেঃ, 34/5'-11", M.A. (অসমাপ্ত), নিজ ঔষধ ব্যবসা, একমাত্র পুত্র, পাত্রী চাই। অভিভাবক ফোন করুন। Mb : 8145837035. (C/113663)

■ সরকারি কর্মরত, কায়স্থ, শিলিগুড়ি নিবাসী, ৪০, অবিবাহিত পাত্র-র জন্য পাত্রী কাম্য, স্বল্পকালীন ডিভোর্সি চলিবে। Ph : 7439719516. (K)

পাত্রী চাই

■ কায়স্থ, 48/5'-6", স্বল্পকালীন ডিভোর্সি। সরকারি চাকরি (Group-A), পাত্রের 40-এর মধ্যে উপযুক্ত পাত্রী চাই। (M) 8250285546. (C/114334)

■ ব্রাহ্মণ, 29/5'-8", M.Com., UCO ব্যাংকের অফিসার পদে কর্মরত, জলপাইগুড়ি নিবাসী পাত্রের জন্য সুপাত্রী চাই। (M) 9593965652. (C/114336)

■ কায়স্থ, 33/5'-8", BE, কেন্দ্রীয় সরকারি অফিসার পদে কর্মরত, উত্তরবঙ্গ নিবাসী পাত্রের জন্য শিক্ষিতা পাত্রী চাই। (M) 9432076030. (C/114336)

■ সরকার (শীল), ৩১, গ্র্যাজুয়েট, একমাত্র পুত্র, লম্বা, নিজস্ব ব্যবসা, ধূপগুড়ি নিবাসী পাত্রের জন্য সুশ্রী, ঘরোয়া পাত্রী চাই। যোগাযোগ-৯৬৪৭৭২৯৩১৪. (C/113377)

■ শিলিগুড়ি নিবাসী, ৩০, MD গভঃ মেডিকেল অফিসার, পিতা অবসরপ্রাপ্ত প্রফেসর। এইরূপ প্রতিষ্ঠিত ও রুচিশীল পরিবারের একমাত্র পাত্রের জন্য যোগ্য পাত্রী কাম্য। (M) 9874206159. (C/114330)

■ উত্তরবঙ্গ নিবাসী, ডিভোর্সি, শিক্ষিত, বয়স ৩৯, গভঃ সার্ভিস হোল্ডার। এইরূপ পাত্রের জন্য যোগ্য পাত্রী কাম্য। (M) 9836084246. (C/114330)

■ জন্ম ১৯৮৭, উত্তরবঙ্গ নিবাসী, B.Tech. পাশ, স্টেট গভঃ-এর ইলেক্ট্রিসিটি বোর্ড-এ ইঞ্জিনিয়ার পদে কর্মরত। আর্থিকভাবে স্থিতিশীল পরিবারের কনিষ্ঠ পুত্রের জন্য পাত্রী চাই। (M) 7596994108. (C/114330)

■ ব্রাহ্মণ, 35/5'-8", একমাত্র সন্তান, B.A. পাশ, ব্যবসা। সুশ্রী, ঘরোয়া পাত্রী চাই। Caste no bar, পিতা Retd. Govt. Service, কোচবিহার। (M) 9547093227. (C/113153)

■ পাত্র পূর্ববঙ্গীয় খুলনা জেলার দাস, এমএ, ৫'-৩" উচ্চতা, বয়স ৩৫+, ভারতীয় রেলওয়েতে গ্রুপ-D-তে কর্মরত। উপযুক্ত পাত্রী চাই। যোগাযোগ-9933781656. (C/114432)

■ জেনারেল, 32/5'-9", জলপাইগুড়ি নিবাসী, রাজ্য সরকারি কর্মচারী, রাজ্য সচিবালয়ে (HQ) কর্মরত উপযুক্ত শিক্ষিতা পাত্রী কাম্য। Mbl : 9641333564. (C/114429)

■ পাত্র ঘোষ, শিলিগুড়ির বাসিন্দা, বয়স 30, উচ্চতা 5'-9", Education-M.A.+MBA, Private কোম্পানিতে কর্মরত। সুযোগ্য পাত্রী কাম্য। (M) 8509413989. (C/114323)

■ পাত্র কায়স্থ, প্রতিষ্ঠিত স্কুল ব্যবসা আছে, দাবিহীন পাত্রের জন্য ঘরোয়া অনূর্ধ্ব ৩৫ সুশ্রী পাত্রী কাম্য। M : 8945873084. (S/M)

■ পূঃ বঃ কায়স্থ, 5'-6"/40+, AIG-তে কর্মরত, H.S. হিলিতে (দঃ দিনাজপুর) বাসস্থান, সুদর্শন পাত্রের জন্য পাত্রী চাই। (M) 8942808724, 9932361270. (C/114439)

■ সাহা, ৩৮+/৫'-৪", হাইস্কুল শিক্ষকের (H.S.) জন্য উপযুক্ত পাত্রী চাই। Mob : 7602816129.

■ উত্তরবঙ্গ নিবাসী, ৪২ বছর বয়সি, M.Sc., ফুড কর্পোরেশন অফ ইন্ডিয়া-তে কর্মরত, পিতা ও মাতা মৃত। এইরূপ একমাত্র পুত্রসন্তানের জন্য সুশ্রী পাত্রী কাম্য। (M) 9332120790. (C/114330)

■ রাজবংশী, উত্তরবঙ্গ নিবাসী, ৩১ বছর বয়স, M.Tech., ভারতীয় রেলওয়েতে কর্মরত, পিতা প্রতিষ্ঠিত ব্যবসায়ী এবং মাতা গৃহবধূ। এইরূপ পুত্রসন্তানের জন্য পাত্রী কাম্য। (M) 9332120790. (C/114330)

■ কায়স্থ, 5'-6"/33, MBA, বেসরকারি সংস্থায় কর্মরত, একমাত্র পুত্রের জন্য ফালাকাটা সংলগ্ন সুপাত্রী কাম্য। (M) 8597519854. (B/S)

■ কায়স্থ, 37/5'-10", জলপাইগুড়ি নিবাসী, রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাংকে Sr. Manager, একমাত্র পুত্রের 30-32 মধ্যে সুশ্রী, ফর্সা, উপযুক্ত পাত্রী চাই। চাকরিরতা অগ্রগণ্য। 9382396776. (C/113658)

■ শিলিগুড়ির নেশাহীন পাত্র, Polytechnic Civil পাশ, মাহিষ্য, বর্তমানে Marriage Video Shoot & Different Ceremonial Photoshoot করে, গৌরবর্ণ, বয়স 30/5'-7", পিতা সরকারি কর্মী। ভাড়া বাড়িতে থাকে। মাসিক 40 হাজার। 4 Wheeler ও 2 Wheeler আছে। চাকরি করিতে বা চাকরিরতা পাত্রী চাই। অসবর্ণে আপত্তি নাই। (M) 8250736938. (C/114333)

বিবাহ প্রতিষ্ঠান

■ একমাত্র আমরাই পাত্রপাত্রীর সেরা খোঁজ দিই মাত্র 599/- Unlimited Choice. (M) 9038408885. (C/114330)

৩ হাজারের বেশি স্কুলে নেই একজন ছাত্রও

দীপ্তিমান মুখোপাধ্যায়

কলকাতা, ১১ জানুয়ারি : রাজ্যের প্রাথমিক স্কুলগুলিতে স্কুলছুটের সংখ্যা শূন্য বলে কেন্দ্রীয় রিপোর্টেই উল্লেখ থাকায় উচ্ছ্বসিত হয়েছিল রাজ্য সরকার। কিন্তু ওই রিপোর্টেই উল্লেখ রয়েছে হতাশাজনক চিত্রও। রিপোর্টে বলা হয়েছে, রাজ্যে ২০২৩-২০২৪ শিক্ষাবর্ষে ৩ হাজারেরও বেশি স্কুল রয়েছে, যেখানে কোনও ছাত্রই ভর্তি হয়নি। অথচ সেই স্কুলগুলির জন্য ১৪৬২৭ জন শিক্ষক-শিক্ষিকা রয়েছেন। ফলে ওই শিক্ষক-শিক্ষিকাদের আদৌ কি কাজ রয়েছে, তা নিয়েই প্রশ্ন উঠতে শুরু করেছে। আবার এমন স্কুলও আছে, যেখানে ২০০ জন ছাত্র থাকলেও শিক্ষক মাত্র একজন। ফলে সেখানে যে সুষ্ঠু পঠনপাঠন হয় না, তা স্পষ্ট। কেন্দ্রীয় রিপোর্টে বলা হয়েছে, ২০২৩-২০২৪ শিক্ষাবর্ষে একজন শিক্ষক নিয়ে চলা স্কুলের সংখ্যা ৬৩৬৬। রাজ্যের শিক্ষাব্যবস্থার এই হতশ্রী চেহারার দিকে বারবার আঙুল তুলেছে কেন্দ্রীয় সরকার।

কেন্দ্রীয় সরকারের রিপোর্ট

এরই মধ্যে শিক্ষাব্যবস্থায় ব্যাপক দুর্নীতির অভিযোগ সামনে আসতেই সরব হয়েছে নাগরিকসমাজ।

যদিও রাজ্য শিক্ষা দপ্তরের দাবি, কয়েকদিন আগেই রাজ্যের প্রতিটি জেলার বিদ্যালয় পরিদর্শকদের কাছে স্কুলগুলি নিয়ে বিস্তারিত রিপোর্ট চাওয়া হয়েছে। কোন স্কুলে কত ছাত্র রয়েছে, সেখানে কতজন শিক্ষক-শিক্ষিকা রয়েছেন, ছাত্রশূন্য স্কুল কতগুলি, তা নিয়ে ১৫ জানুয়ারির মধ্যে স্কুলগুলিকে রিপোর্ট দিতে বলা হয়েছে। ওই রিপোর্ট জেলা বিদ্যালয় পরিদর্শক বিকাশ ভবনে পাঠাবেন। সেইমতো স্কুলগুলিতে শিক্ষক-শিক্ষিকাদের বদলি ও একাধিক স্কুলকে একসঙ্গে জুড়ে দেওয়ার প্রক্রিয়া শুরু হবে। আগামী শিক্ষাবর্ষ থেকেই এই ব্যবস্থা চালু করতে চায় শিক্ষা দপ্তর।

কেন্দ্রীয় সরকারের ২০০ পাতার রিপোর্টে বলা হয়েছে, গোটা দেশে ১২৯৫৪টি স্কুলে কোনও পড়ুয়া ভর্তি হয়নি। অথচ সেখানে ৩২ হাজারের কাছাকাছি শিক্ষক-শিক্ষিকা ছিলেন। আবার গোটা দেশে ১ লক্ষ ১০ হাজার স্কুলে শুধুমাত্র একজন শিক্ষককে দিয়ে কাজ চালাতে হয়েছে। ফলে শিক্ষকদের স্কুলে বণ্টন যে গোটা দেশেই সঠিকভাবে হয়নি, তা স্পষ্ট। ছাত্রশূন্য স্কুলের সংখ্যার নিরিখে পশ্চিমবঙ্গের পরে রয়েছে রাজস্থান। সেখানে ২১৬৭টি স্কুলে কোনও পড়ুয়া ভর্তি হয়নি। তেলেঙ্গানায় ২০৯৭টি স্কুল ছিল ছাত্রশূন্য। তবে স্কুলগুলির ছাত্রশূন্য হওয়ার পিছনে কী কারণ রয়েছে, তা খোঁজ করতে রাজ্য শিক্ষা দপ্তরকে পরামর্শ দিয়েছে কেন্দ্র।

কুয়াশামাখা ভোরে মাছের খোঁজে। শনিবার কলকাতার কাছে। -পিটিআই

দায়িত্বে থাকছেন না পঞ্চায়েতের কেউ

আবাসে দুর্নীতি রুখতে পদক্ষেপ

দীপ্তিমান মুখোপাধ্যায়

কলকাতা, ১১ জানুয়ারি : আবাস যোজনার প্রথম কিস্তিতে ৬০ হাজার টাকা করে ১২ লক্ষ উপভোক্তাকে দিয়েছে রাজ্য সরকার। এই প্রকল্পে যাতে কোনও দুর্নীতি না হয়, তার জন্য একাধিকবার সমীক্ষা হয়েছে। কিন্তু তারপরও এই প্রকল্প পাইয়ে দিতে পঞ্চায়েত স্তরের নেতাদের বিরুদ্ধে কাটমানি খাওয়ার অভিযোগ উঠেছে। ইতিমধ্যেই এই নিয়ে ৫০টির বেশি অভিযোগ থানায় জমা হয়েছে। কাটমানি নেওয়ার অভিযোগে উত্তর দিনাজপুরের এক পঞ্চায়েত সদস্যার আত্মীয়কেও পুলিশ গ্রেপ্তার করেছে। এই ঘটনার পরই আবাস যোজনার যে কোনওরকম কাজ থেকে পঞ্চায়েত স্তরের নেতা ও আধিকারিকদের বাদ দিয়ে দিল নবান্ন। শুক্রবার রাতেই রাজ্যের পঞ্চায়েত ও গ্রামোন্নয়ন দপ্তর থেকে নির্দেশিকা জারি করে বলা হয়েছে, এই কাজের কোনও তদারকি বা সমীক্ষার কাজে পঞ্চায়েত প্রধান, উপপ্রধান, সদস্য, পঞ্চায়েতের সচিব, নির্বাহী আধিকারিক, নির্মাণ সহায়করা যুক্ত থাকতে পারবেন না। সমস্ত কাজের পর্যালোচনা করবেন বিডিওরা।

রাজ্যের পঞ্চায়েত মন্ত্রী প্রদীপ মজুমদার বলেন, 'আবাস যোজনার প্রকল্পে যাতে কোনওরকম দুর্নীতির অভিযোগ না ওঠে, সেদিকে আমরা নজর রেখেছি। সেই কারণেই পঞ্চায়েত স্তরের কোনও অফিসার বা পদাধিকারীকে এই কাজের সঙ্গে যুক্ত করা হচ্ছে না। প্রকল্পের টাকায় উপভোক্তারা ঠিকমতো বাড়ি করছেন কি না, তাঁদের বাড়ির কাজ কত শতাংশ এগিয়েছে, তা খতিয়ে দেখবেন বিডিওরা।'

নবান্নের এক কর্তা জানান,

২০২৬ সালের বিধানসভা নির্বাচনের দিকে লক্ষ্য রেখে প্রথম পর্যায়ে রাজ্যের ১২ লক্ষ উপভোক্তাকে রাজ্য সরকার নিজের কোষাগার থেকে ১ লক্ষ ২০ হাজার টাকা করে দিচ্ছে। চলতি বছরে আরও ১৬ লক্ষ উপভোক্তা এই প্রকল্পে টাকা পাবেন। ২০২১ সালের বিধানসভা নির্বাচনের আগে লক্ষ্মীর ভাণ্ডার প্রকল্পের প্রতিশ্রুতি দিয়ে মুখ্যমন্ত্রী মহিলা ভোটব্যাংকের অধিকাংশ নিজেদের দিকে এনেছিলেন। আবাস যোজনায় রাজ্যের প্রায় ২৮ লক্ষ পরিবারকে বাড়ি তৈরির টাকা দিয়ে গ্রামাঞ্চলে নিজেদের ভোটব্যাংক আরও মজবুত করার মরিয়া প্রয়াস চালাচ্ছে তৃণমূল। তৃণমূল নেতৃত্ব চাইছেন না, বিধানসভা ভোটের আগে এই প্রকল্পে কোনও দুর্নীতির অভিযোগ উঠুক। কারণ প্রকল্পে দুর্নীতির অভিযোগ উঠলে তৃণমূলের মুখ পুড়বে। একইসঙ্গে বিধানসভা ভোটের আগে বিরোধীরা তৃণমূলের বিরুদ্ধে অস্ত্র পেয়ে যাবে। বিরোধীদের হাতে এই অস্ত্র তুলে দিতে চাইছেন না মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়।'

নবান্ন সূত্রে খবর, প্রাথমিকভাবে পঞ্চায়েত প্রধান, উপপ্রধান ও সদস্যদের সমীক্ষার কাজে নিয়োগ করা হয়েছিল। তাঁদের কাজ দেখভাল করছিলেন বিডিওরা। কিন্তু এবার থেকে পঞ্চায়েতের কেউই এই কাজে যুক্ত থাকতে পারবেন না। সরাসরি বিডিওরাই সমস্ত কাজ তদারকি করবেন। সেক্ষেত্রে বিডিওদের ওপরে চাপ বেশি থাকবে। বিডিওদের কাজের ওপর নজরদারি করবেন মহকুমা শাসক ও মহকুমা শাসকদের কাজের ওপর নজরদারি করবেন জেলা শাসক। প্রতিমাসে কাজের অগ্রগতি নিয়ে জেলা শাসকরা পঞ্চায়েত দপ্তরে রিপোর্ট দেবেন।

বিজেপি দপ্তরে বিক্ষোভ

কলকাতা, ১১ জানুয়ারি : তিন বছর ধরে কাজ বন্ধ। বকেয়াও মিলছে না। তারই প্রতিবাদে শনিবার সল্টলেকে বিজেপির দপ্তর ঘেরাও করে বিক্ষোভ দেখালেন সমাজকর্মী অনুরাধা তলোয়ারের নেতৃত্বে জবকার্ডধারীরা। তাঁদের দাবি, অবিলম্বে তাঁদের ১০০ দিনের কাজের বকেয়া টাকা মিটিয়ে দিতে হবে কেন্দ্রকে। পরে অনুরাধা সহ পাঁচ বিক্ষোভকারীর প্রতিনিধিদল বিজেপি দপ্তরে গিয়ে তাঁদের বক্তব্য জানিয়ে বিজেপি সাংসদ শমীক ভট্টাচার্যকে স্মারকলিপি দেন।

ঢিলেঢালা পোশাক

কলকাতা, ১১ জানুয়ারি : গর্ভবতী মহিলা পুলিশকর্মীদের আর আঁটোসাঁটো 'পুলিশি পোশাক' পরতে হবে না। শারীরিক অসুবিধার কারণে তাঁরা যাতে অস্বস্তিতে না পড়েন, সেজন্য এই অনুমতি। গর্ভধারণের ১২ সপ্তাহ পর থেকে বাচ্চার জন্ম নেওয়ার ১২ সপ্তাহ পর্যন্ত এই ছাড়ের ঘোষণা করা হয়েছে। বাংলা হল তামিলনাড়ু ও মহারাষ্ট্রের পর দেশের তৃতীয় রাজ্য, যারা এই ঢিলেঢালা পোশাকের অনুমতি দিল। এক্ষেত্রে খাকি শাড়ি ও সালোয়ার কামিজ পরা যাবে।

ধৃত ৫

কলকাতা, ১১ জানুয়ারি : বাংলাদেশে ফিরে যাওয়ার পথে বনগাঁ সীমান্তে ধরা পড়লেন ৫ জন। সম্প্রতি নান্নু মৃধা চার মেয়েকে বাংলাদেশে ফিরিয়ে নিয়ে যাওয়ার জন্য চোরাপথে ভারতে এসেছিলেন। পুলিশ সকলকেই গ্রেপ্তার করেছে।

সমবায়ের তথ্য তলব

কলকাতা, ১১ জানুয়ারি : রাজ্যে সমবায় ব্যাংকগুলির মাধ্যমে কোটি কোটি কালো টাকা সাদা করা হয়েছে বলে অনুমান সমবায় দপ্তরের। এবার ওই কালো টাকা চিহ্নিত করতে প্রতিটি সমবায় ব্যাংকে থাকা সন্দেহজনক ব্যাংক অ্যাকাউন্টগুলির বিস্তারিত তথ্য চেয়ে পাঠাল রাজ্যের সমবায় দপ্তর। কয়েকদিন আগেই রাজ্যের সমবায়মন্ত্রী প্রদীপ মজুমদার দপ্তরের কর্তাদের নিয়ে বৈঠক করেন। সেখানেই এই নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা হয়। এরপরই ব্যাংকগুলিকে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে, ১৫ জানুয়ারির মধ্যে সব তথ্য সমবায় দপ্তরে জমা দিতে হবে। সন্দেহজনক ব্যাংক অ্যাকাউন্টগুলিকে চিহ্নিত করতে নতুন করে কেওয়াইসি (নিজের গ্রাহককে জানুন) জমা দেওয়া বাধ্যতামূলক করা হয়েছে। সমবায় দপ্তরের কর্তারা মনে করছেন, নতুন করে কেওয়াইসি জমা করতে বলা হলে ও সন্দেহজনক ব্যাংক অ্যাকাউন্টগুলি চিহ্নিত হলে কালো টাকার কারবারিদের চিহ্নিত করা সহজ হবে।

সমবায় দপ্তর সূত্রে খবর, সম্প্রতি যেসব অ্যাকাউন্টে বড় অঙ্কের লেনদেন হয়েছে, দীর্ঘদিন ধরে যেসব অ্যাকাউন্ট নিষ্ক্রিয় রয়েছে ও সেইসব নিষ্ক্রিয় অ্যাকাউন্টে আগের লেনদেনের তথ্য সমবায় দপ্তরে পাঠাতে বলা হয়েছে। একইসঙ্গে এই সময়ের মধ্যে ব্যাংকের গ্রাহকদের কাছ থেকে কেওয়াইসি জমা করে নিতে হবে। আধার কার্ডের সঙ্গে প্যান কার্ডের লিংক রয়েছে কি না, তাও খতিয়ে দেখে নিতে হবে। রাজ্যের সমস্ত ছোট-বড় ব্যাংককে গত ২২ মাসের মধ্যে এককালীন বড়সড়ো লেনদেনের তথ্য জমা দিতে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। সমবায় মন্ত্রী বলেন, 'সমস্ত ব্যাংককে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে, কতগুলি অ্যাকাউন্টে সন্দেহজনক লেনদেন হয়েছে, কতগুলি অ্যাকাউন্ট দীর্ঘদিন ধরে নিষ্ক্রিয় রয়েছে এবং গ্রাহকদের মধ্যে কতজনের কেওয়াইসি নেই, তা ১৫ জানুয়ারির মধ্যে জানাতে হবে।'

তবে এর পিছনে রাজনৈতিক কারণ থাকতে পারে বলেও অনেকে মনে করছেন। কারণ, বিধানসভার বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী দীর্ঘদিন ধরে কাঁথি কেন্দ্রীয় সমবায় ব্যাংকের গুরুত্বপূর্ণ পদে ছিলেন। এর আগেও তাঁর বিরুদ্ধে একাধিক অভিযোগ তুলেছিল রাজ্য সরকার। এই পরিস্থিতিতে হঠাৎ করে সমবায় ব্যাংকের এই সক্রিয়তার পিছনে অন্য কারণ রয়েছে বলেও অনেকে মনে করছেন।

মসজিদ-মন্দিরের আদলের লড়াই

কলকাতা, ১১ জানুয়ারি : তৃণমূল বিধায়ক হুমায়ুন কবীর মুর্শিদাবাদে বাবরি মসজিদের আদলে একটি মসজিদ তৈরি করার ঘোষণার পরই আসরে নামল বিজেপি। মুর্শিদাবাদেই অযোধ্যার রাম মন্দিরের আদলে নতুন একটি মন্দির তৈরির ঘোষণা করল 'বঙ্গীয় রামসেবক পরিষদ চ্যারিটেবল ট্রাস্ট'। ২২ জানুয়ারি ওই মন্দিরের ভূমিপুজো করা হবে বলেও ঘোষণা করা হয়েছে। ২০২৬ সালের বিধানসভা ভোটের দিকে তাকিয়েই শাসক তৃণমূল ও বিরোধী বিজেপি ধর্মীয় আবেগ নিয়ে লড়াইয়ের ময়দানে নেমেছে বলে মত রাজনৈতিক মহলের।

মুর্শিদাবাদের ভরতপুরের তৃণমূল বিধায়ক হুমায়ুন কবীর জানান, বাবরি মসজিদের আদলে যে মসজিদ গড়া হবে তার জন্য ১২ বিঘা জমি লাগবে। ওই জমির মধ্যে ৬ বিঘা জমিতে হবে মূল মসজিদ। বাকি জমিতে হবে হাসপাতাল ও গেস্ট হাউস। এ বছরের ৬ ডিসেম্বর মসজিদের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করার লক্ষ্য নিয়েই এগোচ্ছেন তাঁরা। ওইদিনই অযোধ্যায় বাবরি মসজিদ ধ্বংস হয়েছিল।

মসজিদ নির্মাণের জন্য একটি ট্রাস্ট তৈরি হচ্ছে। ট্রাস্টে ৩০০ জন সদস্য থাকবেন। ফেব্রুয়ারি মাসের মধ্যে ট্রাস্ট তৈরি হয়ে যাবে। বহু মানুষ মসজিদের জন্য জমি দিতে আগ্রহী। হুমায়ুন জানিয়েছেন, বেলডাঙা অথবা রেজিনগরের মধ্যে ওই মসজিদ তৈরি হবে। মসজিদ তৈরির খরচ দেওয়ার জন্যও বহু মানুষ আগ্রহ প্রকাশ করেছেন। হুমায়ুন নিজে দেবেন ১ কোটি টাকা।

অপরদিকে রাম মন্দিরের আদলে যে মন্দির হবে, তার জন্য ৩০ বিঘার মতো জমি পাওয়া গিয়েছে। গ্রামের মানুষ ওই জমি দান করেছেন। বঙ্গীয় রামসেবক পরিষদ চ্যারিটেবল ট্রাস্টের সভাপতি অম্বিকানন্দ মহারাজ জানান, মন্দিরে রাম ছাড়াও লক্ষ্মণ ও সীতার মূর্তি থাকবে। এছাড়া বাংলার সংস্কৃতির কথা ভেবে মা দুর্গার মূর্তিও স্থাপন করা হবে। মোট ১০ কোটি টাকা খরচ হবে মন্দির নির্মাণে। এক্ষেত্রেও মানুষের দানের টাকায় তৈরি হবে মন্দির। ট্রাস্টের অন্যতম সহ সভাপতি তথা বিজেপি মুখপাত্র দেবজিৎ সরকার জানান, সব ধর্মের মানুষকেই উদ্বোধনে ডাকা হবে। মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়, কংগ্রেস নেতা অধীররঞ্জন চৌধুরী সহ বিভিন্ন সংগঠনের নেতা-নেত্রী ও রাজনৈতিক দলগুলিকে উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে আমন্ত্রণ জানানো হবে।

বৃক্ষরোপণের বার্তা

কলকাতা, ১১ জানুয়ারি : বর্তমান বিশ্বের অন্যতম চ্যালেঞ্জ উষ্ণায়ন। যার জন্য প্রধান দায়ী বাতাসে কার্বনের মাত্রা বৃদ্ধি। পরিস্থিতি সামাল দিতে পড়ুয়াদের বৃক্ষরোপণের মতো নানা কর্মসূচি করার কথা বললেন কেন্দ্রীয় সংস্কৃতি ও পর্যটন দপ্তরের মন্ত্রী গজেন্দ্র সিং শেখাওয়াত।

শনিবার কলকাতায় সায়েন্স সিটিতে নবনির্মিত গ্যালারি 'অন দি এজ?'-এর উদ্বোধন করে তিনি বলেন, 'কার্বন নিঃসরণের মাত্রা কমাতে আগামী প্রজন্মকেও সংকল্প করতে হবে। এর ফলে পৃথিবী আরও সবুজ, সতেজ হবে।' গ্যালারির প্রবেশপথে আছে বর্তমান বিশ্বের একটি প্রতিরূপ। যার মাধ্যমে উষ্ণতা বৃদ্ধি, জলস্তর বৃদ্ধি ইত্যাদি বিষয়ে বোঝানো হয়েছে। মন্ত্রী বলেন, 'গাছ লাগানোর পাশাপাশি আগামী প্রজন্মকে অতিরিক্ত মোবাইল ব্যবহার ও বিদ্যুতের অপচয় বন্ধ করতে হবে।'

দার্জিলিং মেলে বিপত্তি

হলদিবাড়িতে ছিঁড়ল ওভারহেড তার

অমিতকুমার রায়

হলদিবাড়ি, ১১ জানুয়ারি : ওভারহেড তার ছিঁড়ল হলদিবাড়ি রেলস্টেশনে। শনিবার সাতসকালে দার্জিলিং মেলের ইঞ্জিন শান্টিং করতে গিয়ে ওই বিপত্তি ঘটে। বিশেষজ্ঞদের নিয়ে এসে এদিন দুপুরেই তার মেরামত করা হয়েছে। ইতিমধ্যে অভ্যন্তরীণ তদন্ত শুরু হয়েছে। তবে দুর্ঘটনার কারণ খতিয়ে দেখতে রেলের একটি দলের হলদিবাড়ি স্টেশনে আসার কথা রয়েছে।

সূত্রের খবর, এদিন সকালে নির্ধারিত সময়ে দার্জিলিং মেল হলদিবাড়ি স্টেশনে এসে পৌঁছায়। প্ল্যাটফর্মে ট্রেনের সমস্ত কামরা রেখে শান্টিংয়ের জন্য ইঞ্জিনটি স্টেশনের দক্ষিণ দিকে নিয়ে যাওয়া হয়। সেই সময় কোনওভাবে ইঞ্জিনটির প্যান্টোগ্রাফ ওভারহেড তারের ভেতরে আটকে যায়। যার জেরে ছিঁড়ে যায় তার। প্যান্টোগ্রাফও ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। সঙ্গে সঙ্গে ওই

টাওয়ার ওয়াগন দিয়ে প্যান্টোগ্রাফ ও ওভারহেড তার মেরামত করা হচ্ছে।

তারের বিদ্যুৎ সংযোগ বিচ্ছিন্ন করা হয়। বড়সড়ো দুর্ঘটনা থেকে রক্ষা পান ইঞ্জিনের চালকরা। সেই ঘটনার পর বাকি প্যাসেঞ্জার ট্রেনগুলি ডিজেল ইঞ্জিনের মাধ্যমে চলাচল শুরু করে। অল্প সময়ের মধ্যে টাওয়ার ওয়াগন এনে ক্ষতিগ্রস্ত তার মেরামত করা হলে পরিষেবা স্বাভাবিক হয়। স্টেশনমাস্টার সত্যজিৎ তিওয়ারির বক্তব্য, 'দ্বিতীয় প্যান্টোগ্রাফ দিয়ে ইঞ্জিনটির শান্টিং করা হয়। নির্ধারিত সময়েই ট্রেন কলকাতার উদ্দেশে রওনা দিয়েছে।'

গত বছর ৯ মার্চ হলদিবাড়ি স্টেশনে বৈদ্যুতিক ট্রেন পরিষেবার উদ্বোধন করেছিলেন প্রধানমন্ত্রী। সেদিন এই স্টেশন থেকে ডিজেল ইঞ্জিনের পরিবর্তে বৈদ্যুতিক ইঞ্জিনে যাত্রা শুরু করে বহুচর্চিত দার্জিলিং মেল। প্রধানমন্ত্রীর উদ্বোধনের বছর ঘুরতে না ঘুরতেই ওভারহেড তার ছেঁড়ার ঘটনায় প্রশ্নের মুখে উত্তর-পূর্ব সীমান্ত রেল কর্তৃপক্ষ।

মুখ্য জনসংযোগ আধিকারিক কপিঞ্জলকিশোর শর্মা বলছেন, 'যান্ত্রিক যে ত্রুটি ছিল, ঠিক করা হয়েছে। দুর্ঘটনার কারণ খতিয়ে দেখা হবে।'

এ সপ্তাহ কেমন যাবে

শ্রীদেবাচার্য্য, ৯৪৩৪৩১৭৩৯১

মেষ : দীর্ঘদিন ধরে বন্ধ থাকা কোনও কাজ পূর্ণ উদ্যমে শুরু করে দিন। সাফল্য আসবে। কর্মক্ষেত্রে আপনার ব্যবহারেই বিরোধীরা পরাস্ত হবে। বাবার স্বাস্থ্য নিয়ে দুশ্চিন্তা বাড়তে পারে। চিকিৎসক পরিবর্তনেরও সম্ভাবনা। বাড়িতে অতিথিসমাগমে আনন্দ। হঠাৎ ব্যবসায় ভালো সুযোগ আসতে পারে। সুযোগ গ্রহণ করার আগে অভিজ্ঞের সঙ্গে আলোচনা করে নিন।

বৃষ : অপ্রিয় সত্যি কথা বলে প্রিয়জনের সঙ্গে মানসিক দূরত্ব বাড়বে। কোনও সংকট থেকে মুক্তি। প্রেমের সঙ্গীকে অকারণে ভুল বুঝে মানসিক কষ্ট। রাজনীতির ব্যক্তি হলে উগ্র আচরণের কারণে সমস্যা তৈরি করবেন নিজেই। নতুন জমি ও বাড়ি কিনতে পারেন।

মিথুন : অযথা কোনও বিতর্কে জড়ালেই সমস্যার সম্মুখীন হবেন। এমনকি আইনি সমস্যা হতে পারে। দীর্ঘদিন বাদে কোনও বন্ধুকে খুঁজে পেতে পারেন। নতুন সম্পত্তি কিনে লাভবান।

কর্কট : বাবার পরামর্শে সাংসারিক কোনও সমস্যার পূরণ হবে। বিপন্ন কোনও সংসারের পাশে দাঁড়াতে পেরে মানসিক তৃপ্তি। অহেতুক কাউকে উপদেশ দিতে গেলেই বিপত্তিতে পড়বেন। কর্মক্ষেত্রে কোনও নতুন পরিকল্পনা মাথায় এলেই কর্তাব্যক্তিকে জানালে ভালো হবে।

সিংহ : শান্ত মাথায় থাকুন। অহেতুক অর্থব্যয়ে বিপত্তি। সংসারের প্রয়োজনে দূরস্থানে যেতে হতে পারে। বস্ত্র, রত্ন, লৌহ ব্যবসায় বাড়তি অর্থাগম হবে। মায়ের পরামর্শে সংসারের কোনও জটিলতা কাটিয়ে উঠতে পারবেন।

কন্যা : দীর্ঘদিনের ভ্রমণের পরিকল্পনা বাস্তবায়িত হবে। সন্তানের শিক্ষার উন্নতি লক্ষ করে গর্ববোধ করবেন। ঈশ্বরে বিশ্বাস গভীর হবে। এ সপ্তাহে কোনও গুরুজনের পরামর্শ আপনাকে সংকট থেকে বের করে আনতে পারে। বিদেশে চাকুরিরত বন্ধুর কাছ থেকে আসতে পারে মূল্যবান উপহার। নতুন কর্মক্ষেত্রে যাওয়ার সুযোগ।

তুলা : বাবার পরামর্শ মেনে নিলে সংসারের দীর্ঘদিনের কোনও সমস্যার জট কাটবে। ব্যবসায় আয় বৃদ্ধি হবে। বাড়তি বিনিয়োগে তেমন কোনও ঝুঁকি নেই। কর্মক্ষেত্রে কোনও জটিল কাজ সমাধান করে আপনার গুরুত্ব বৃদ্ধি পাবে। বাড়িতে সামান্য কারণে অশান্তি হলেও তা মিটে যাবে। বন্ধুদের সঙ্গে সপ্তাহের শেষে আনন্দে কাটবে।

বৃশ্চিক : ব্যবসায় সামান্য সমস্যা। ঋণ গ্রহণের প্রয়োজন হতে পারে। মায়ের রোগের কারণে অর্থব্যয় হবে। কর্মপ্রার্থীরা কাজের সুযোগ পেতে পারেন। জাতিকাদের ক্ষেত্রটি শুভ। চাকরিপ্রাপ্তির সম্ভাবনা দেখা যায়। অহেতুক বিতর্কে জড়িয়ে সমস্যা। ভাইবোনের সঙ্গে সম্পত্তি নিয়ে বিবাদ হলেও তা মিটে যাওয়ার সম্ভাবনা।

ধনু : কোনও মহৎ ব্যক্তির সংস্পর্শে এসে ঈশ্বরে বিশ্বাস ফিরে আসবে। পৈতৃক সম্পত্তি নিয়ে চলা বিবাদের মীমাংসা হতে পারে। অধ্যাপক, শিক্ষক, প্রযুক্তিবিদগণ তাঁদের কৃতিত্বের জন্য সম্মানিত হবেন। পুরোনো রোগ ফিরে আসার আশঙ্কা। বাড়ি সংস্কারের যোগ।

মকর : বাবা ও মাকে নিয়ে তীর্থস্থান ভ্রমণের আশা পূরণ হবে। ব্যবসার কাজে পরিশ্রম বাড়বে। সামান্য অলসতায় হাতছাড়া হবে বড় সুযোগ। বাড়িতে পুজার্চনার উদ্যোগ হলে তার থেকে নিজেকে সরিয়ে রাখলে ভুল করবেন। সাংস্কৃতিক ব্যক্তিগণ তাদের কাজের জন্যে সম্মানিত হবেন। বাবার রোগমুক্তিতে স্বস্তি।

কুম্ভ : বিপন্ন কোনও সংসারের পাশে দাঁড়িয়ে মানসিক তৃপ্তি পাবেন। পুরোনো বন্ধুদের সঙ্গে সময় কাটানোর সুযোগ পাবেন। পুরোনো কোনও সম্পদ কিনে লাভবান হতে পারেন। কর্মক্ষেত্রে পদোন্নতির সংবাদ পেতে পারেন। দাঁতের রোগ সমস্যা তৈরি করবে।

মীন : বাবার সঙ্গে অহেতুক মতানৈক্য এবং মানসিক কষ্টপ্রাপ্তি। কর্মক্ষেত্রের কাজে এ সপ্তাহে দূরে যেতে হতে পারে। অকারণে মূল্যবান জিনিস কিনে আর্থিক সমস্যায় পড়বেন। বাড়িতে পুজার্চনায় আত্মীয়সমাগমে আনন্দ। দীর্ঘদিনের কোনও বন্ধুকে ফিরে পেয়ে খুশি। সৎসঙ্গে থাকার চেষ্টা করুন। পেটের রোগে দুর্ভোগ বৃদ্ধি।

দিনপঞ্জি

শ্রীমদনগুপ্তের ফুলপঞ্জিকা মতে ২৭ পৌষ, ১৪৩১, ভাঃ ২২ পৌষ, ১২ জানুয়ারি, ২০২৫, ২৭ পুহ, সংবৎ ১৪ পৌষ সুদি, ১১ রজব। সূঃ উঃ ৬।২৫, অঃ ৫।৭। রবিবার, চতুর্দশী শেষরাত্রি ৪।৫২। মৃগশিরানক্ষত্র দিবা ১১।৩১। ব্রহ্মযোগ দিবা ৯।৩৯। গরকরণ সন্ধ্যা ৫।৩২ গতে বণিজকরণ শেষরাত্রি ৪।৫২ গতে বিষ্টিকরণ। জন্মে-মিথুনরাশি শূদ্রবর্ণ মতান্তরে বৈশ্যবর্ণ দেবগণ অষ্টোত্তরী রবির ও বিংশোত্তরী মঙ্গলের দশা, দিবা ১১।৩১ গতে নরগণ অষ্টোত্তরী চন্দ্রের ও বিংশোত্তরী রাহুর দশা। মৃতে- একপাদদোষ। যোগিনী-পশ্চিমে, শেষরাত্রি ৪।৫২ গতে বায়ুকোণে। বারবেলাদি ১০।২৬ গতে ১।৬ মধ্যে। কালরাত্রি ১।২৬ গতে ৩।৬ মধ্যে। যাত্রা-নাই। শুভকর্ম- দীক্ষা। বিবিধ (শ্রাদ্ধ) – চতুর্দশীর একোদ্দিষ্ট ও সপিণ্ডন। স্বামী বিবেকানন্দের আর্বিভাব দিবস ও পুজো। জাতীয় যুব দিবস। অমৃতযোগ- দিবা ৭।৫ গতে ৯।১৩ মধ্যে ও ১২।৩ গতে ২।৫৪ মধ্যে এবং রাত্রি ৭।৪২ গতে ৯।২৮ মধ্যে ও ১২।৯ গতে ১।৫৫ মধ্যে ও ২।৪৯ গতে ৬।২৫ মধ্যে এবং রাত্রি৭।৪২ গতে ৯।২৮ মধ্যে ও ১২।৯ গতে ১।৫৫ মধ্যে ও ২।৪৯ গতে ৬।২৫ মধ্যে। মাহেন্দ্রযোগ- দিবা ৩।৩৬ গতে ৪।১৯ মধ্যে।

টেন্ডার নং. : এন_১০_এইচকিউ_আইডিএস_২০২৪-২৫, তারিখঃ ০৯-০১-২০২৫ -এর জন্য সংশোধনী নং-১

টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি নং. : এন_১০_এইচকিউ_২০২৪-২৫। কাজের নাম : কাটিহার এবং আলিপুরদুয়ার ডিভিশনে উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়েতে নিরাপত্তা এবং ক্ষমতা বৃদ্ধির জন্য ট্র্যাকিং ও লেভেল ক্রসিং সতর্কতা সহ হাতির গতিবিধি সনাক্তকরণের জন্য হাতির অনুপ্রবেশ সনাক্তকরণ সিস্টেমের ব্যবস্থা করা। ই-টেন্ডার বন্ধ হবে ২৪-০১-২০২৫ তারিখে ১৫:০০ টায়। সংশোধনীর বিস্তারিত তথ্যের জন্য অনুগ্রহ করে www.ireps.gov.in দেখুন।

জেনারেল ম্যানেজার (এস এন্ড টি), মালিগাঁও
উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে
প্রসন্ন চিত্তে মানুষের সেবায়

৭৮৩৫ কেডব্লিউপি গ্রিড সংযুক্ত ছাদে সৌর বিদ্যুৎ প্ল্যান্টের ব্যবস্থা

টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি নং : আরএনওয়াই-ইএল-টি-০৯-২০২৪-২৫-আরটি; তারিখ : ০৯-০১-২০২৫; নিম্নলিখিত কাজের জন্য নিম্নস্বাক্ষরকারী দ্বারা ই-টেন্ডার আহ্বান করা হয়েছে। কাজের নাম : রঙিয়া ডিভিশনে - রঙিয়া ডিভিশনে আবাসিক ভবনগুলিতে ৫ বছরের এএমসি/সিএমসি সহ ৭৮৩৫ কেডব্লিউপি গ্রিড সংযুক্ত ছাদে সৌর বিদ্যুৎ প্ল্যান্টের ব্যবস্থা। বিজ্ঞাপিত মূল্য : ৩৫,৫১,৪৬,৬০৩.৭০/- টাকা; বায়না মূল্য : ১৯,২৫,৭০০/- টাকা; টেন্ডার বন্ধের তারিখ ও সময় ০৭-০২-২০২৫ তারিখে ১৩:০০ টায় এবং খোলা ০৭-০২-২০২৫ তারিখে বন্ধের পরে। বিস্তারিত জানার জন্য অনুগ্রহ করে www.ireps.gov.in ওয়েবসাইট দেখুন।

সিনিয়র ডিইই, রঙিয়া
উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে
প্রসন্ন চিত্তে মানুষের সেবায়

Tender Notice

E-tenders are hereby invited by the Prodhan where - NIeT NO. 01(e)/MGP/2024-25 Dated. - 07/01/2025, PUBLISHING DATE- 09/01/2025, STARTING DATE- 09/01/2025, CLOSING DATE- 17/01/2025, OPENING DATE- 20/01/2025. Details are available in Gram Panchayat office within working days from 11.00 AM to 2.00 PM & Online

Sd/-
Prodhan
Mahendrapur Gram Panchayat
Harishchandrapur-I Dev. Block, Malda

ডুয়েল ডিটেকশন প্রদানের উপায় দ্বারা নির্ভরযোগ্যতার উন্নতকরণ

ই-টেন্ডার নং. এসএনটি-৪৫-এলএমজি-২০২৪-২৫ তারিখঃ ০৯-০১-২০২৫।। নিম্নলিখিত কাজের জন্যে নিম্নস্বাক্ষরকারীর দ্বারা ই-টেন্ডার আহ্বান করা হয়েছে। কাজের নামঃ জ্যেষ্ঠ ডিএসটিই/লামডিঙের অধীনে লামডিং মণ্ডলের ১৮ টি সংকটপূর্ণ স্থানে ডুয়াল ডিটেকশন প্রদানের উপায় দ্বারা নির্ভরযোগ্যতার উন্নতকরণ। টেন্ডার রাশিঃ ৪,৩১,৪১,৯৬৭.১৮/- টাকা। বায়না রাশিঃ ৩,৬৫,৭০০/- টাকা। টেন্ডার বন্ধ হওয়ার তারিখ এবং সময়ঃ ৩১-০১-২০২৫ তারিখের ১৫.০০ ঘন্টায় এবং খোলা যাবেঃ ৩১-০১-২০২৫ তারিখের ১৫.৩০ ঘন্টায়। উপরোক্ত ই-টেন্ডারের টেন্ডার প্র-পত্রের সঙ্গে সম্পূর্ণ বিবরণ www.ireps.gov.in ওয়েবসাইটে উপলব্ধ থাকবে।

ডিএসটিই, লামডিং
উত্তর-পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে
"প্রসন্নচিত্তে গ্রাহক পরিষেবায়"

সেতুর কাজ

ই-টেন্ডার নোটিস নং. ডিসিবিএল/১৮/২০২৪/এমএলজি তারিখঃ ০৯-০১-২০২৫। নিম্নলিখিত কাজের জন্যে নিম্নস্বাক্ষরকারীর দ্বারা ই-টেন্ডার আহ্বান করা হয়েছে। টেন্ডার সংখ্যা. ডিসিবিএল৩৫ ২০২৪এমএলজি। কাজের নামঃ লামডিং মণ্ডলের অধীনের কামাখ্যা-আগিয়াঠুরি স্টেশনের মধ্যের প্রসিদ্ধ সেতু, সেতু নং. "০" (শরাইঘাট) এর ট্র্যাকপারেল হেলথ মণিটরিং সিস্টেমের (এসএইচএমএস) স্থাপন এবং কমিশনিং। আনুমানিক টেন্ডার রাশিঃ ৯৩,৩৫,০০০/- টাকা। ডাক সুরক্ষা জমাঃ ১,৮৬,৭০০/- টাকা। টেন্ডার বন্ধ হওয়ার তারিখ এবং সময়ঃ ০৩-০২-২০২৫ তারিখের ১৫.০০ ঘন্টায় এবং খোলা যাবেঃ ০৩-০২-২০২৫ তারিখের ১৫.০৫ ঘন্টায় উপ মুখ্য অভিযন্তা/ব্রিজ-লাইন/মালিগাওঁ, গুয়াহাটি-৭৮১০১১ (অসম) এর কার্যালয়ে। উপরোক্ত ই-টেন্ডারের টেন্ডার প্র-পত্রের সঙ্গে সম্পূর্ণ বিবরণ www.ireps.gov.in ওয়েবসাইটে উপলব্ধ থাকবে।

ডিওয়াই.সিই/ব্রিজ-লাইন/মালিগাওঁ
উত্তর-পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে
"প্রসন্নচিত্তে গ্রাহক পরিষেবায়"

আজ টিভিতে

ওয়ার্ল্ড টিভি প্রিমিয়ার **হাবজি গাবজি** দুপুর ১.০০ **জলসা মুভিজ**

সিনেমা

জলসা মুভিজ : দুপুর ১.০০ হাবজি গাবজি, বিকেল ৩.৪৫ বলো না তুমি আমার, সন্ধে ৭.০০ পারব না আমি ছাড়তে তোকে, রাত ৯.৩৫ রংবাজ

জি বাংলা সিনেমা : বেলা ১১.৩০ ইনস্পেক্টর নটি কে, দুপুর ২.০০ জীবন যুদ্ধ, বিকেল ৫.০০ মায়ের অধিকার, রাত ৯.৩০ প্রজাপতি, ১২.০০ বাবার নাম গান্ধীজী

কালার্স বাংলা সিনেমা : সকাল ১০.০০ কেঁচো খুঁড়তে কেউটে, দুপুর ১.০০ শ্বশুরবাড়ি জিন্দাবাদ, বিকেল ৪.০০ সঙ্গী, সন্ধে ৭.৩০ মানিক, রাত ১০.৩০ চোরে চোরে মাসতুতো ভাই, ১.০০ সুপারস্টার-আ লভ স্টোরি

ডিডি বাংলা : দুপুর ২.৩০ মনের মতো মন, সন্ধে ৭.৩০ মায়ের দিব্যি

কালার্স বাংলা : দুপুর ২.০০ এমএলএ ফাটাকেষ্ট

আকাশ আট : বিকেল ৩.০৫ বন্দি

ডিডি ন্যাশনাল : দুপুর ১.০০ পরম ধরম

কালার্স সিনেপ্লেক্স : সকাল ৯.৫৮ গোলমাল-থ্রি, দুপুর ১২.৫৩ সিন্ধুবাদ, ২.৫৬ গার্ডিয়ান, বিকেল ৫.০৪ গডফাদার, সন্ধে ৭.৫৮ সূর্যস স্যাটারডে, রাত ১১.০৩ যুদ্ধ-এক জঙ্গ

মুভিজ নাও : বেলা ১১.৫০ স্পাইডারম্যান-থ্রি, দুপুর ২.০৫ দ্য ট্রান্সপোর্টার, বিকেল ৩.৩৫ লিটল মনস্টার্স, ৫.০৫ গোল্ডেন আই, সন্ধে ৭.১০ অ্যানাকোন্ডাস- দ্য হান্ট ফর দ্য ব্ল্যাক অর্কিড, রাত ৮.৪৫ নো টাইম টু ডাই, ১১.২৫ দ্য ইকুয়ালাইজার-থ্রি

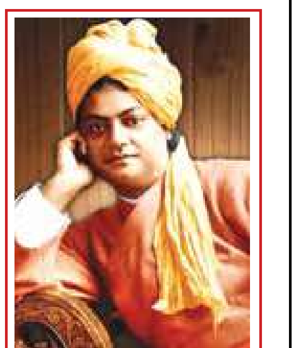

স্বামী বিবেকানন্দ মিউজিক ফেস্টিভাল ২০২৫
সকাল ১০.৩০ ডিডি বাংলা

প্রজাপতি রাত ৯.৩০
জি বাংলা সিনেমা

জওয়ান রাত ৮.০০ **জি সিনেমা**

গডফাদার বিকেল ৫.০৪
কালার্স সিনেপ্লেক্স

লাখ টাকার লক্ষ্মীলাভ সন্ধে ৬.০০ **সান বাংলা**

পতঞ্জলির স্বর্ণ শলাকা

হরিদ্বার, ১১ জানুয়ারি : পতঞ্জলি বিশ্ববিদ্যালয়ে চতুর্থ স্বর্ণ শলাকা প্রতিযোগিতা শুরু হয়েছে। বিশ্ববিদ্যালয়ের কুলাধিপতি স্বামী রামদেব বলেন, 'শাস্ত্র পাঠের পরম্পরাকে অধ্যয়ন করে যোগ মার্গ, বেদ মার্গ, ঋষি মার্গে চলার প্রেরণা মেলে। পুরুষার্থ জ্ঞান এবং ভক্তিযুক্ত হতে হবে।' বিশ্ববিদ্যালয়ের কুলপতি আচার্য বালকৃষ্ণ বলেন, 'শাস্ত্রের অনুসরণ করলে শাস্ত্র আমাদের সংরক্ষণ ও সংবর্ধন করবে।'

ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্ক Indian Bank
ইলাহাবাদ ALLAHABAD

শিলিগুড়ি মূল শাখা : রজনী বাগান, হিলকার্ট রোড, ভেনাস মোড়ের নিকটে, শিলিগুড়ি-৭৩৪০০১ (পশ্চিমবঙ্গ)
টেলি : (০৩৫৩) ২৩৪০১৯৭ * ই-মেল : S692@indianbank.co.in
পরিশিষ্ট - IV-A (দ্রষ্টব্য রুল ৮ (৬) এর প্রতি অনুবিধি দেখুন)
স্থাবর সম্পত্তি বিক্রয়ের জন্য বিক্রয় নোটিশ

সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলস, ২০০২-এর রুল ৮(৬)-এর প্রতি অনুবিধি সহ পঠিত সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অফ ফিনান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অফ সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট অ্যাক্ট, ২০০২-এর অধীন স্থাবর সম্পত্তি বিক্রয়ের জন্য ই-অকশন সেল নোটিশ।

সাধারণভাবে জনসাধারণ এবং নির্দিষ্টভাবে ঋণগ্রহীতা (গণ) এবং জামিনদাতা (গণ)-কে এতদ্বারা নোটিশ দেওয়া হচ্ছে যে নিম্নে বর্ণিত স্থাবর সম্পত্তি বন্ধকী ঋণদাতাকে বন্ধক/চার্জ দেওয়া সম্পত্তির গঠনমূলক (প্রতীকী) দখল ইন্ডিয়ান ব্যাংকের শিলিগুড়ি প্রধান শাখার অনুমোদিত আধিকারিক বন্ধকী ঋণদাতা নিয়েছেন ৩০/০১/২০২৫ তারিখের হিসেবে, 'যেখানে যেমন আছে', 'যেখানে যা কিছু আছে', 'যেখানে যাই থাকুক' ভিত্তিতে টাঃ ৭৭,৯২,৩১২.০০ (টাকা সাতাত্তর লক্ষ বিরানব্বই হাজার তিনশত বারো মাত্র) (০৮.০১.২০২৫-এর হিসেবে) পুনরুদ্ধারের জন্য যা বন্ধকী ঋণদাতা ইন্ডিয়ান ব্যাংক, শিলিগুড়ি প্রধান শাখার কাছে, ১. মেসার্স পান্না ট্রেডিং কর্পোরেশন সম্পত্তি - শ্রী পান্নালাল খাটিক ওরফে পান্নালাল সোনকার (ঋণগ্রহীতা) ১০৭/১৫২, দলবীর নেপালি প্রাথমিক বিদ্যালয়, প্রধাননগর, ওয়ার্ড নং-৩, শিলিগুড়ি, পশ্চিমবঙ্গ-৭৩৪০০৩-এ একটি ব্যবসা চালান এবং ২. শ্রী পান্নালাল খাটিক ওরফে পান্নালাল সোনকার, কানহাইয়া লাল খাটিকের পুত্র (ঋণগ্রহীতা/বন্ধকদাতা) ১০৭/১৫২, দলবীর নেপালি প্রাথমিক বিদ্যালয়, প্রধাননগর, ওয়ার্ড নং- ৩, শিলিগুড়ি, পশ্চিমবঙ্গ-৭৩৪০০৩-এ বসবাসরত ব্যক্তির কাছে পাওনা আছে।

ই-অকশন পদ্ধতিতে বিক্রয়ের জন্য আনীত সম্পত্তির বিস্তারিত বিবরণ নিম্নে তালিকাভুক্ত করা হল :

সম্পত্তির বিশদ বিবরণ :-	জমির সমস্ত অবিভাজ্য অংশের পরিমাপ মোট ২ কাঠা ১২ ছটাকের মধ্যে ২ কাঠা ৮ ছটাকে একটি চারতলা বিশিষ্ট ভবন অবস্থিত, প্রতিষ্ঠিত হওয়া মোট এলাকা ৫১০১.৭১২ স্কোয়ার ফুটের মধ্যে প্রতিটি তলা ১২৭৫.৪২৮ স্কোয়ার ফুট শ্রী পান্নালাল খাটিক ওরফে পান্নালাল সোনকারের স্বত্বাধিকারে মৌজা- শিলিগুড়ি, খতিয়ান নং- ৪৫২/২, প্লট নং- ৪২৭, জে.এল নং- ১১০, তৌজি : ৩ (জেএ), থানা- প্রধাননগর, এডিএসআর এবং মহকুমা- শিলিগুড়ি, জেলা- দার্জিলিং, আরও সঠিকভাবে ওয়ার্ড নং-৩, প্রধাননগর, নিবেদিতা রোড, শিলিগুড়ি, পশ্চিমবঙ্গ- ৭৩৪০০৩-এ অবস্থিত। আসল উপহার প্রদত্ত দলিল এডিএসআর, শিলিগুড়িতে নিবন্ধিত বুক নং-I, সি.ডি, ভলিউম নং- ৬২, পৃষ্ঠা- ৬৭ থেকে ৭৬, স্বত্ব নং-I- ২১০১ ২০০৬ সালের জন্য শ্রী পান্নালাল খাটিক ওরফে পান্নালাল সোনকারের নামে নিবন্ধিত। সীমানা (দলিলের হিসেবে) : উত্তর - শ্রী প্রভু দয়াল আগরওয়ালের জমি। দক্ষিণ - হিমালয়ান ফ্রি চার্চের ভবন। পূর্ব - ১২ ফিট চওড়া ব্যক্তিগত রাস্তা। পশ্চিম - ছত্র বাহাদুর সন্ন্যাসীর জমি এবং বাড়ি।
সম্পত্তির উপর দায়বদ্ধতা	জানা নেই
সংরক্ষিত অর্থমূল্য	টাঃ ১,২০,০০,০০০/- (টাকা এক কোটি কুড়ি লক্ষ মাত্র)
ই-এমডি অর্থমূল্য	টাঃ ১২,০০,০০০/- (টাকা বারো লক্ষ মাত্র)
দর বৃদ্ধির পরিমাপ	টাঃ ১,০০,০০০.০০ (টাকা এক লক্ষ মাত্র)
ই-অকশনের তারিখ এবং সময়	৩০/০১/২০২৫ সকাল ১১:০০টা থেকে বিকেল ০৫:০০।
সম্পত্তির আইডি নং	আইডিআইবি ৫০৫১৬৮৮৩৬৫৭

দরদাতাদের পরামর্শ দেওয়া হচ্ছে, আমাদের ই-অকশন পরিষেবা প্রদানকারী ওয়েবসাইট (https://www.ebkray.in) PSB Alliance Pvt Ltd. অনলাইনে দর দেওয়ার জন্য পরিদর্শন করার অনুরোধ করা হচ্ছে। কারিগরি সহায়তার জন্য অনুগ্রহ করে ফোন করুন ৮২৯১২২০২২০-এতে। রেজিস্ট্রেশন স্থিতি এবং ইএমডি স্থিতির জন্য দয়া করে ই-মেল করুন support.ebkray@psballiance.com
সম্পত্তির বিস্তারিত বিবরণ এবং সম্পত্তিটির ছবি এবং নিলামের নিয়ম ও শর্তাবলির জন্য অনুগ্রহ করে পরিদর্শন করুন- https://www.ebkray.in এবং পোর্টাল সংক্রান্ত স্পষ্টতার জন্য অনুগ্রহ করে যোগাযোগ করুন PSB Alliance Pvt Ltd., যোগাযোগের নং- ৮২৯১২২০২২০।
দরদাতাদের পরামর্শ দেওয়া হচ্ছে, ওয়েবসাইট https://www.ebkray.in-এ সম্পত্তিটি খুঁজে পাওয়ার জন্য উপরে উল্লেখিত সম্পত্তি আইডি নম্বরটি ব্যবহার করুন।

তারিখ : ১০.০১.২০২৫
স্থান : শিলিগুড়ি

অনুমোদিত আধিকারিক

কিউআর কোড: ব্যাংক ওয়েবসাইট www.indianbank.in | ই-অকশন ওয়েবসাইট | সম্পত্তিটির অবস্থান | সম্পত্তিটির ছবি

যোগাযোগের ব্যক্তি : ১) সমন কুমার, ব্রাঞ্চ ম্যানেজার এবং অনুমোদিত আধিকারিক, মোবাইল নং- ৯০৮৩৭০১৮১৫

Tender Notice

E-tenders are hereby invited by the Prodhan where - NIeT NO. 02(e)/MGP/2024-25 Dated. - 07/01/2025, PUBLISHING DATE- 09/01/2025, STARTING DATE- 09/01/2025, CLOSING DATE- 17/01/2025, OPENING DATE- 20/01/2025. Details are available in Gram Panchayat office within working days from 11.00 AM to 2.00 PM & Online

Sd/-
Prodhan
Mahendrapur Gram Panchayat
Harishchandrapur-I Dev. Block, Malda

Tender Notice

E-tenders are hereby invited by the Prodhan where - NIeT NO. 03(e)/MGP/2024-25 Dated. - 07/01/2025, PUBLISHING DATE- 09/01/2025, STARTING DATE- 09/01/2025, CLOSING DATE- 17/01/2025, OPENING DATE- 20/01/2025. Details are available in Gram Panchayat office within working days from 11.00 AM to 2.00 PM & Online

Sd/-
Prodhan
Mahendrapur Gram Panchayat
Harishchandrapur-I Dev. Block, Malda

সোনা ও রুপোর দর

পাকা সোনার বাট (৯৯৫০/২৪ ক্যারেট ১০ গ্রাম)	৭৮২৫০
পাকা খুচরো সোনা (৯৯৫০/২৪ ক্যারেট ১০ গ্রাম)	৭৮৬৫০
হলমার্ক সোনার গয়না (৯১৬/২২ ক্যারেট ১০ গ্রাম)	৭৪৭৫০
রুপোর বাট (প্রতি কেজি)	৯০৯৫০
খুচরো রুপো (প্রতি কেজি)	৯১০৫০

* দর টাকায়, জিএসটি এবং টিসিএস আলাদা

পঃবঃ বুলিয়ান মার্চেন্টস্ অ্যান্ড জুয়েলার্স অ্যাসোসিয়েশনের বাজার দর

অনারারি ভিজিটিং স্পেশালিস্ট (এইচভিএস) চিকিৎসকের নিযুক্তি

ইওআই বিজ্ঞপ্তি নং. সিএমএস- ০৮ অব ২০২৫ তারিখঃ ০৯-০১-২০২৫

ভারতের রাষ্ট্রপতির পক্ষ থেকে চিফ মেডিক্যাল সুপারিনটেনডেন্ট, এন. এফ. রেলওয়ে, আলিপুরদুয়ার জং. নিম্নলিখিত বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকদের জন্য অনারারি ভিজিটিং স্পেশালিস্ট (এইচভিএস) হিসেবে ডিভিশনাল রেলওয়ে হাসপাতাল আলিপুরদুয়ার জংশনে বিশেষজ্ঞ চিকিৎসক নিযুক্তির জন্য আবেদন আহ্বান করছেন।

১। অনারারি ভিজিটিং স্পেশালিস্টের (এইচভিএস) নামঃ (i) স্ত্রীরোগ বিশেষজ্ঞ = ১ (এক)। (ii) অর্থপেডিক সার্জন স্পেশালিস্ট = ১ (এক)। (iii) নিউরোলজি = ১ (এক) এবং (iv) চর্মরোগ বিশেষজ্ঞ= ১ (এক)।

২। আবেদন প্রাপ্তির শুরুর তারিখঃ ১৩-০১-২০২৫ তারিখের ১০.০০ ঘন্টা থেকে।

৩। আবেদন জমা করার অন্তিম তারিখ ও সময় : ২৭-০১-২০২৫ তারিখের ১২.০০ ঘন্টা পর্যন্ত।

৪। বৈধতা ও সময়সীমাঃ এই আবেদন ৩০-০৬-২০২৫ তারিখ পর্যন্ত।

৫। বয়সের সীমাঃ প্রথম নিযুক্তি ৩০ থেকে ৬০ বছর পর্যন্ত।

৬। (i) অভিজ্ঞতার যোগ্যতা : ন্যূনতম যোগ্যতা হবে পোস্ট-ডক্টরাল যোগ্যতা অথবা সমতুল্য। (ii) বিশেষজ্ঞঃ স্বীকৃতিপ্রাপ্ত বিশ্ববিদ্যালয় থেকে স্নাতকোত্তর ডিগ্রি, পি.জি. ডিগ্রি লাভ করার পর সংশ্লিষ্ট বিশেষজ্ঞ সম্পর্কিত পেশাগত কাজে ন্যূনতম ৩ (তিন) বছর অভিজ্ঞতা। (iii) পিজি ডিগ্রি সহ উপযুক্ত প্রার্থী না থাকলে : পি.জি. ডিগ্রি লাভ করার পর সংশ্লিষ্ট বিশেষজ্ঞ সম্পর্কিত পেশাগত কাজে ৫ বছরের অভিজ্ঞতা সহ পিজি ডিপ্লোমাধারী।

৭। বয়সের প্রোফাইলঃ প্রথম নিযুক্তির সময় পছন্দের বয়স ৩০ থেকে ৬৪ বছরের মধ্যে। বয়সের উচ্চ সীমাঃ অবিরত নিযুক্তির ক্ষেত্রে বয়সের উচ্চ সীমা হলো ৬৫ বছর।

৮। কাজের মেয়াদঃ (i) প্রত্যেকবার প্রস্তাব দেওয়ার সময় শুধুমাত্র ১ (এক) বছরের জন্য দেওয়া হতে পারে। (ii) মেয়াদ বৃদ্ধির বৈধতা অতিক্রম করার পর দেওয়া হতে পারে।

৯। নিম্নলিখিত পদ্ধতিতে সম্মানী প্রদান করা হবে : কাজের সময় : সপ্তাহে ৬ দিনের জন্য প্রতিদিন ৪ ঘন্টা। বিশেষজ্ঞ : ৭৮,০০০ টাকা প্রতি মাস।

উপরে উল্লেখিত পদের জন্য বিশদ বিবরণ সহ আবেদনটি উপরে উল্লেখিত সময়ের মধ্যে উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ের ওয়েবসাইট www.nfr.indianrailways.gov.in এও পাওয়া যাবে।

চিফ মেডিক্যাল সুপারিনটেনডেন্ট, আলিপুরদুয়ার জং.
উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে
প্রসন্নচিত্তে গ্রাহকদের সেবায়

শিক্ষা

■ LL.B (3yrs) সরাসরি ভর্তি, যোগ্যতা যে কোনও ইউনিভার্সিটির গ্র্যাজুয়েট ও 45% নম্বর, SC/ST 40%, LL.B (5yrs), LL.M Ph.D (Law) ল'পয়েন্ট- 9830132343/ 6290760935. (K)

■ নির্ভুল ইংরেজি দ্রুত শেখার অপূর্ব সহজ নতুন পদ্ধতি। প্রবীণ শিক্ষকের গ্রুপে কোচিং। সুভাষপল্লি, শিলিগুড়ি। M : 9733565180. (C/114330)

শিক্ষা/দীক্ষা

■ পঃ বঃ সরকার স্বীকৃত ইলেকট্রিক্যাল সুপারভাইজার/ ওয়্যারম্যান পরীক্ষার জন্য সত্বর যোগাযোগ করুন - YVTC-8167258938. (C/113747)

ভ্রমণ
ডলফিন হলিডেস (জলপাইগুড়ি)

■ কাশ্মীর 17/4, লে-লাদাখ 21/5, 29/6, মধ্যপ্রদেশ 9/2, অরুণাচল 16/4, সিমলা-মানালি 25/3 ও যে কোনও দিন আন্দামান। 9733373530. (K)

ভাগীরথী দুধ

■ শিলিগুড়ি এবং সংলগ্ন এলাকার জন্য ভাগীরথী দুধ ও পণ্যজাত দ্রব্য বিক্রয় করার এলাকাভিত্তিক ডিস্ট্রিবিউটর প্রয়োজন। Ph. 7908180066. (C/114330)

জ্যোতিষ

■ কুষ্ঠি তৈরি, হস্তরেখা বিচার, পড়াশোনা, অর্থ, ব্যবসা, মামলা, সাংসারিক অশান্তি, বিবাহ, মাঙ্গলিক, কালসর্পযোগ সহ যে কোনও সমস্যা সমাধানে পাবেন জ্যোতিষী শ্রীদেবঋষি শাস্ত্রী (বিদ্যুৎ দাশগুপ্ত)-কে তাঁর নিজগৃহে অরবিন্দপল্লি, শিলিগুড়ি। 9434498343, দক্ষিণা - 501/-। (C/114323)

■ আলোড়ন-বিখ্যাত বেদান্তিক তান্ত্রিক জ্যোতিষ ও বাস্তু বিশারদ (প্রঃ ডঃ শিব শঙ্কর শাস্ত্রী), গুরুজির সান্নিধ্যে বহু ছেলে, মেয়ের, গ্রহদোষ কাটিয়ে বিবাহে আবদ্ধ হইয়া সুখী সংসার করিতেছেন, অনেক অবাধ্য ছেলে, মেয়ে সুস্থ হয়ে পড়াশোনায় মনোযোগী হয়েছেন, কেউ ব্যবসায় মনোযোগী হয়েছেন। মাঙ্গলিক এবং কালসর্প দোষ খণ্ডনের উত্তর-পূর্ব ভারতের একমাত্র বিশেষজ্ঞ। সংসারে অযথা অশান্তি, অবৈধ সম্পর্ক নিধনের জন্য আপনার একমাত্র বিশ্বস্ত স্থান। অগ্রিম যোগাযোগ - 9434043593 শিলিগুড়ি সেবক রোড, আনন্দলোক নার্সিংহোমের পিছনের রাস্তায়, গ্রিনভ্যালিতে নিজস্ব চেম্বার।

ক্রয়/বিক্রয়

■ পুরোনো, নতুন যে কোনও বাড়ি, ঘর, বিল্ডিং ভেঙে পরিষ্কার করে দিয়ে থাকি। SLG. 6294310899. (C/114336)

বিক্রয়

■ মধ্য শান্তিনগরে বাড়ি সহ ৩ কাঠা জমি বিক্রয় হবে। M : 98323-39367. (C/114413)

■ House for Sale in Deshbandhu Para, Siliguri, Ph.- 8759507554. (C/114447)

■ আলিপুরদুয়ার জংশন ডি.আর.এম অফিস থেকে ৫ মিনিট দূরত্বে, চেচাখাতা বসতি এলাকায় ৮.২৫ ডেসিমেল মিয়াদি জমি অবিলম্বে বিক্রয় হইবে। যোগাযোগ - 7896183852/ 7872491321. (K)

■ শিলিগুড়ি দাদাভাই ক্লাবের কাছে 3 BHK 2nd Hand Ground Floor Flat বিক্রি - 7908529624. (C/114438)

■ শিলিগুড়ি, শাস্ত্রীনগরে (ওয়ার্ড নং 41) 3.5 কাঠা জমির উপর তিনতলা বাংলো টাইপের টিপটিপ অবস্থায় বাড়ি বিক্রি হবে। M : 9434234106/ 9339812799. (C/114327)

■ রথখোলা নবীন সংঘ ক্লাবের পাশে ৭½ কাঠা জমি বিক্রয় হবে। একদিকে ১৮' রাস্তা, অন্যদিকে ৮'½ রাস্তা সঙ্গে ২ কাঠা জমি ৮'½ রাস্তায় বিক্রি হবে। (M) 9735851677. (C/114328)

■ 2 BHK ground floor flat for sale, Siliguri. M : 8597557133.

■ কোচবিহার বিমানবন্দর সংলগ্ন বারুইপাড়ায় 44 কাঠা জমি একলপ্তে বিক্রি হবে। যোগাযোগ : 9564634200.

বিক্রয়

■ 2 BHK ফ্ল্যাট দ্রুত বিক্রয়, গোপাল মোড় শিলিগুড়ি, 2nd floor, গ্যারাজ নেই। M : 9775569909. (C/114451)

■ জলপাইগুড়ি পঞ্চায়েত এলাকায় ৬ বিঘা আবাদি এবং ১ বিঘা বাস্তু জমি সত্বর বিক্রয় হইবে। M : 98320-59252. (C/113659)

চিকিৎসা

■ শিলিগুড়িতে প্রথম- আকুপ্রেসার থেরাপি দ্বারা রোগ নিরাময় (যে কোনও কঠিন বা দীর্ঘস্থায়ী রোগের ক্ষেত্রে এই থেরাপি সর্বোচ্চ কার্যকরী। ডাঃ প্রশান্ত মণ্ডল- 9433183487. (C/114335)

অ্যালার্জি টেস্ট

■ আপনি কি ক্রমাগত হাঁচি, নাক দিয়ে জল পড়া, সর্দি, শ্বাসকষ্ট বা চামড়ার অ্যালার্জিগত সমস্যায় ভুগছেন? 16 জানুয়ারি 2025, 11 A.M.-5 P.M., যোগাযোগ করুন :- ডঃ ইন্দ্রনাথ ঘোষ (পালমোনোলজিস্ট), আনন্দলোক হসপিটাল, সেবক রোড, শিলিগুড়ি। মো: 8944972490/ 9233516676. (C/114332)

ভাড়া

■ জলপাইগুড়ি শিল্পসমিতি পাড়ায় Ground Floor-এ বাড়ি ভাড়া দেওয়া হবে। যোগাযোগ - 9674310432. (C/113661)

ভাড়া

■ Tilok Rd. Siliguri 2 Bed Room with attached Broom kitchen for rent 8000/-. Small Family. M : 89679-66908. (6-8 P.M.). (C/114330)

FOR RENT

■ 2000 sq.ft. for Showroom Govt. Bank, any Financial Institution with big parking area in Main Road Coochbehar with washroom facility. M : 7908866788/ 9563833448. (C/113160)

কিডনি চাই

■ কিডনি চাই A+ বয়স - 30-45 পুরুষ বা মহিলা অতিসত্বর অভিভাবক সহ যোগাযোগ করুন- M : 9332367891. (C/114457)

কর্মখালি

■ হোম অ্যাপ্লায়েন্স কোম্পানিতে সার্ভিস টেকনিসিয়ান পদে শিলিগুড়ি ও ধূপগুড়িতে লোক নেওয়া হবে। Fixed Salary + কমিশন, PF + ESI-র সুবিধা আছে। ফোন-8116602333, মাধ্যমিক পাশ স্থানীয় ছেলেরা আবেদন করুন। (C/114330)

■ Urgent Requirement of Receptionist, Tele Caller, Marketing Executive 1 yr. Experience at T/W Showroom Whatsapp C.V-9733317771. (C/114444)

কর্মখালি

■ একজন কর্মদক্ষ, পড়াশোনা জানা, সর্বসময়ের জন্য মহিলা কর্মী চাই, বয়স ২৫-৩৫-এর মধ্যে হতে হবে, একজনমাত্র বিশিষ্ট সুস্থ ব্যক্তির সর্বসময়ের জন্য ব্যক্তিগত কাজকর্ম দেখাশোনার জন্য (রান্না বাদে), মাসিক বেতন-১৫ হাজার, সত্বর যোগাযোগ-9002004418, এই মোবাইল নম্বরে হোয়াটসঅ্যাপ আছে, ফোটো এবং বায়োডেটা পাঠাতে হবে, কর্মস্থান শিলিগুড়ি, সেবক রোড।

■ Required computer teachers for Sarada Sishutirtha, Sevoke Road, Hindi Med & Sarada Sishutirtha, Ghogomali, Beng Med. Graduate with Diploma in computer walk in interview on 15/01/2025 (Wednesday) at 2.30 P.M. M : 91263-36407. (C/114336)

■ Cafe Paan Palace, Siliguri require- 1. Food & Beverage Manager - Male/Female must have degree or diploma in Hotel Management. 2. Floor, P.A. & P.R. Manager -Smart female candidate with good communication skill. 3. Accountant - Male/Female must have knowledge in Tally & Computer billing. 4. Barista, Pastry Chef, Shakes & Mocktails Maker- Male/Female. 5. Driver must have knowledge to drive automatic Car. Email your C.V. thepaanpalaceslg2@gmail.com. or whatsApp/Call us at - 8918394139. (C/114332)

কর্মখালি

■ কুচিনা কোম্পানিতে শিলিগুড়ি ও ফালাকাটার জন্য ফিল্ড সেলস এগজিকিউটিভ পদে লোক নেওয়া হচ্ছে। H.S পাশ ব্যক্তিরা আবেদন করুন। Ph : 8116602333, Salary Fixed+Extra Sales Commission, PF +ESIC +ফ্রি থাকা ও খাওয়ার ব্যবস্থা। (C/114330)

■ হাকিমপাড়া শিলিগুড়িতে অবস্থিত একটি ব্যবসায়িক প্রতিষ্ঠান অবিলম্বে একজন অফিস পিওন ও একজন প্রাইভেট ড্রাইভার (অভিজ্ঞ, সমস্ত ধরনের এলাকায় ড্রাইভ করতে সক্ষম) পদের জন্য প্রার্থী (১৯ থেকে ৩০ বছর) নিয়োগ করবে। আগ্রহী প্রার্থীরা হোয়াটসঅ্যাপ করুন - Mob : 8637094096. (C/114332)

■ আলিপুরদুয়ারে শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে অফিসের জন্য লোক চাই। YVTC-8167258938. (C/113746)

■ বাগডোগরায় সুপ্রতিষ্ঠিত হোটেলে Indian Cook প্রয়োজন। বেতন সাক্ষাতে। Ph-7908516510. (C/114433)

■ ওষুধের দোকানের জন্য প্রকৃত কাজ জানা লোক চাই। শিলিগুড়ি। Ph. - 7908307159. (C/114330)

■ Required computer teachers for Madanmohan Para, Sarada Sishutirtha, Dinhata. Graduate with Diploma in computer walk in interview on 16/01/2025 (Thursday) at 12:00 noon. Email : schoolccsp@gmail.com M: 91263-36407. (C/114336)

কর্মখালি

■ শিলিগুড়ির 'AD Agency'-তে কম্পিউটার (Word, Excel, Power Point, Tally) জানা ভালো কাজের জন্য ছেলে/মেয়ে প্রয়োজন। শিলিগুড়ি নিবাসী থাকা আবশ্যক। (M)- 7679704691. (C/114323)

REQUIRED

■ 150 bedded Hospital at Siliguri, Urgent requirement - Receptionist. Interested candidate can apply at hr@anandaloke.com sroyrad@gmail.com (C/114332)

URGENT REQUIRED

SwitchON Foundation is seeking a Project Manager to drive B2B partnerships in the tea garden and solar energy sectors in N. Bengal regions based in Siliguri. Requirements : 7+ years in B2B relationship mgmt, project mgmt, & sustainability, Experience in tea gardens, solar energy, rural dev, & team leadership, Strong comms and negotiations. Fluent in English, Hindi/ Bengali. Bachelor's/Master's in Engineering, Business, or related field. Apply by : January 20, 2025. Email : **apply@switchon.org.in** Website : **www.switchon.org.in**

সতর্কীকরণ : উত্তরবঙ্গ সংবাদ অথবা পত্রিকার কোনও এজেন্ট পত্রিকায় প্রকাশিত কোনও বিজ্ঞাপনের সততা, যথার্থতার জন্য দায়ী নয়। কোনও প্রকার বিজ্ঞাপন দ্বারা প্রভাবিত হওয়ার আগে বিজ্ঞাপনের যথার্থতা যাচাই করে নিতে পাঠকদের অনুরোধ করা হচ্ছে।

উত্তরের শিকড়

মোহনবাগানের জয়ের সূচনায় কোচবিহার-যোগ

১৯০৪ সালে 'কুচবিহার কাপ' জিতেছিল মোহনবাগান। ফুটবলে এটাই ছিল মোহনবাগানের প্রথম জয়। এরপর ১৯১১ সালে আইএফএ শিল্ড জেতে মোহনবাগান। ইউরোপিয়ান প্রতিপক্ষ ইস্ট ইয়র্ক দলকে হারিয়ে কোনও দেশীয় দলের এই প্রথম কোনও শিল্ড জেতা। সেই খেলায় মোহনবাগানের একজন বাদে বাকি ১০ জন খেলোয়াড় কিন্তু ফুটবল খেলেছিলেন খালি পায়ে। প্রতিপক্ষের সকলে ছিলেন বুট পরিহিত। এই ঐতিহাসিক জয়ের নেপথ্যে যাঁরা ছিলেন, তাঁদের নাম বর্তমান প্রজন্মের যে প্রায় কেউই জানে না, তা কিন্তু হলফ করে বলা যায়। আর তার চেয়েও বড় কথা, এই জয়ী দলের পাঁচজন খেলোয়াড়ই যোগসূত্রে ছিলেন কোচবিহারের। তাঁরা হলেন রাজেন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত, শিবদাস ভাদুড়ি, বিজয়দাস ভাদুড়ি, কানু রায় এবং ভূতি সুকুল।

১৯১১ সালে আইএফএ শিল্ড জয়ী দলের অধিনায়ক ছিলেন শিবদাস ভাদুড়ি। জেনকিন্স স্কুলের ছাত্র ছিলেন রাজেন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত, খেলতেন সেন্টার হাফে। পরবর্তীতে রেডিও ফুটবলের বাংলা ধারাবিবরণী প্রচারের তিনি একজন পথিকৃৎ ছিলেন। রাইট উইং পজিশনে খেলতেন কানু রায়। ফুটবল ছাড়াও তিনি ক্রিকেট, টেনিস এবং হকিও খেলতেন। সেদিনের ম্যাচে মোহনবাগান এক গোলে জেতে। খেলার প্রথম অর্ধে কোনও গোল হয়নি। দ্বিতীয়ার্ধের শেষ দিকে প্রথমে ইস্ট ইয়র্ক একটি গোল করে। এরপর মোহনবাগান পরপর দুটি গোল করে ম্যাচটি জিতে যায়। শিবদাস ভাদুড়ির পাসে অভিলাষ ঘোষ জয়সূচক গোলটি করেছিলেন।

এপারে এসে ফসল নষ্ট ভারতীয়দের

দীপেন রায়

মেখলিগঞ্জ, ১১ জানুয়ারি : শুক্রবার মেখলিগঞ্জের কুচলিবাড়ি সীমান্তে কাঁটাতারের বেড়া দিতে বাধা দিয়েছিল বিজিবি। শনিবার বাগডোকরা-ফুলকাডাবরির কাংড়াতলি সীমান্তের কাঁটাতারের বেড়ার ভিতরে ঢুকে প্রায় ২ হাজার চা গাছ নষ্ট করেছে বাংলাদেশি দুষ্কৃতীরা। একইসঙ্গে তামাকখেতও নষ্ট করা হয়েছে। স্থানীয়দের দাবি, ঘেঘিরবাড়ি চা বাগানের গাছ নষ্ট করার পাশাপাশি স্থানীয় কয়েকজন কৃষকের চা বাগানও নষ্ট করেছে দুষ্কৃতীরা। ওই সীমান্তে কাঁটাতারের বেড়া থেকে বাংলাদেশ সীমান্তের জিরো পয়েন্ট কোথাও কোথাও এক থেকে দেড় কিলোমিটার দূরে। বিএসএফ জওয়ানরা কাঁটাতারের এপারে ডিউটি করেন। সেদিক থেকে ঘন কুয়াশা ও অন্ধকারের সুযোগে ভারতের সীমানা পেরিয়ে এপাশে ঢুকে ফসলের ক্ষতি করছে বাংলাদেশি দুষ্কৃতীরা। বিএসএফ অবশ্য কাঁটাতারের ভিতরে থাকা কৃষকদের ফসল রক্ষার জন্য উদ্যোগী হয়েছে। বিএসএফের জলপাইগুড়ি সেক্টরের এক আধিকারিক জানিয়েছেন, শনিবার ওই এলাকায় কাঁটাতারের ভেতরে তিনটি সোলার লাইট লাগানো হয়েছে। ড্রোন ক্যামেরায় নজরদারি চালানো হচ্ছে। একইসঙ্গে কাঁটাতারের ভেতরেও বিএসএফ জওয়ানরা ডিউটি করবেন।

স্থানীয়দের দাবি, এমনটা এর আগে হয়নি। বাংলাদেশের সরকার পরিবর্তনের পর সীমান্তে কড়াকড়ি হয়েছে। কমেছে পাচার। সেই কারণে বাংলাদেশি পাচারকারীরা এমনটা করছে। ওই গ্রাম পঞ্চায়েতের অন্য প্রান্তে খোলা সীমান্তে কৃষকরা অস্থায়ী বেড়া দেওয়ার কাজ শুরু করেছেন। বিএসএফ সোলার লাইট লাগানোর কাজ করছে। এর প্রতিবাদে বাংলাদেশি দুষ্কৃতীরা প্রতিশোধমূলক আচরণ করছে বলে অভিযোগ। ঘেঘিরবাড়ি চা বাগানের ম্যানেজার নকুল রায় বলেন, 'আমাদের চা বাগান সহ পার্শ্ববর্তী কৃষকদের প্রায় ২ হাজার চা গাছ নষ্ট করেছে। আমরা বিএসএফের দ্বারস্থ হয়েছি।'

ওই চা বাগানের বেশিরভাগটাই কাঁটাতারের ভিতরে অর্থাৎ বাংলাদেশের দিকে। সেদিকে বাকি চা বাগানের গাছও নষ্ট করা হতে পারে বলে আশঙ্কা রয়েছে। এতে মালিক সমস্যায় তো পড়বেনই, চা বাগান বন্ধ হয়ে গেলে তার থেকে বেশি সমস্যায় পড়বেন চা বাগানের উপর নির্ভর করা মঙ্গলু বর্মন, সাঁতারু রায়, বিষাদু রায়ের মতো প্রায় শতাধিক শ্রমিক। মঙ্গলু বলেন, 'আমরা চা বাগানে কাজ করেই সংসার চালাই। তাই চা বাগান নষ্ট হয়ে গেলে আমরা সমস্যায় পড়ে যাব।'

চা বাগানের সঙ্গে তামাক গাছও ক্ষতি করেছে দুষ্কৃতীরা। সঞ্জিত রায় নামে এক কৃষক বলেন, 'আমার প্রায় সব জমি কাঁটাতারের ভিতরে। জমির সমস্ত তামাক গাছ নষ্ট করে দিলে সমস্যায় পড়ে যাব।' স্থানীয় কৃষকরা চাইছেন, বিএসএফ কাঁটাতারের ভিতরেও ডিউটি করুক। স্থানীয় মনতোষ রায় নামে এক কৃষক বলেন, 'আগে বাংলাদেশিরা এরকম আচরণ করেনি। সেদেশের সরকার পরিবর্তন হওয়ার পর এরকম ক্ষতি শুরু হয়েছে। বর্তমানে সেই মাত্রা বেড়েছে।' বাগডোকরা-ফুলকাডাবরি গ্রাম পঞ্চায়েতের ১৩৫ খরখরিয়া এলাকায় শুক্রবার কৃষকরা ফসল বাঁচাতে নিজেদের উদ্যোগে অস্থায়ী কাঁটাতারের বেড়া লাগিয়েছেন। এনিয়ে উত্তপ্ত হয়েছিল সীমান্ত এলাকা। এদিন দেখা গেল, ওই সীমান্তে বিএসএফের কড়া নিরাপত্তা রয়েছে। বাংলাদেশের দিকেও বিজিবি'র তৎপরতাও লক্ষ করা গিয়েছে।

কেটে ফেলা হয়েছে চা গাছ। -সংবাদচিত্র

পুলিশলাইনে ক্লোজ অভিযুক্ত এসআই

শিলিগুড়ি, ১১ জানুয়ারি : রক্ষকই ভক্ষকের ভূমিকায়। থানার অদূরেই ভাড়াবাড়িতে শিলিগুড়ির এক তরুণীকে ধর্ষণের অভিযোগ উঠল রাজগঞ্জ থানার এসআই সুব্রত গুনের বিরুদ্ধে। শুক্রবার সন্ধ্যায় অভিযুক্ত এসআই তাকে ধর্ষণের পর শারীরিক অত্যাচার চালায় বলে অভিযোগ তুলেছেন তরুণী। শুক্রবার রাতেই শিলিগুড়ি মহিলা থানায় সুব্রতর বিরুদ্ধে লিখিত অভিযোগ দায়ের করেন তিনি। শিলিগুড়ি মহিলা থানা থেকে পদ্ধতি মেনে অভিযোগ পাঠিয়ে দেওয়া হয় জলপাইগুড়ি মহিলা থানায়। তার ভিত্তিতেই শনিবার অভিযুক্তকে পুলিশ লাইনে ক্লোজ করলেন জলপাইগুড়ির পুলিশ সুপার খান্ডবাহালে উমেশ গণপত।

তাঁর বক্তব্য, 'ইতিমধ্যেই জলপাইগুড়ি মহিলা থানায় একটি মামলা দায়ের করা হয়েছে। অভিযুক্ত এসআইকে পুলিশ লাইন ক্লোজ করা হয়েছে। আমরা ঘটনার তদন্ত শুরু করেছি। অভিযোগকারী মহিলার সঙ্গেও কথা বলা হবে।'

শনিবার দুপুরে নির্যাতিতার বয়ান রেকর্ড করেন জলপাইগুড়ি মহিলা থানার তদন্তকারী আধিকারিক। তদন্তের স্বার্থে নির্যাতিতার অন্তর্বাস সহ কিছু জিনিস হেপাজতে নেন তিনি। তবে নির্যাতিতাকে যে সিজার লিস্ট দেওয়া হয়েছে তাতেও রয়েছে অসংগতি। লিস্টে স্বাক্ষরের পর ২৫-০১-২০২৫ তারিখ উল্লেখ করেছেন তদন্তকারী। নির্যাতিতার কথায়, 'গতকাল থেকে বারবার আমার শারীরিক পরীক্ষার জন্য পুলিশ, চিকিৎসকদের অনুরোধ করছি। নানা অছিলায় তাঁরা পরীক্ষা করছেন না। বড় কোনও চক্রান্ত হচ্ছে। অভিযুক্তের চরম শাস্তি চাই।'

বিজ্ঞাপন

ডিয়ার সাপ্তাহিক লটারির ₹১ কোটির বিজয়ী হলেন মালদা-এর এক বাসিন্দা

পশ্চিমবঙ্গ, মালদা - এর একজন বাসিন্দা অখিল দে - কে 16.10.2024

তারিখের ড্র তে ডিয়ার সাপ্তাহিক লটারির 95B 34906 নম্বরের টিকিট এনে দেয় এক কোটি টাকার প্রথম পুরস্কার। তিনি কলকাতায় অবস্থিত নাগাল্যান্ড রাজ্য লটারির নোডাল অফিসারের কাছে পুরস্কার দাবির ফর্ম সহ তার বিজয়ী টিকিটটি জমা দিয়েছেন। বিজয়ী বললেন "ডিয়ার লটারি থেকে এক কোটি টাকার প্রথম পুরস্কার জেতার সুসংবাদটি জানতে পেরে আমি বিস্মিত হয়ে উঠেছিলাম। ডিয়ার লটারি আমার মতো অনেক সাধারণ মানুষের জন্য একজন ত্রাণকর্তা, যা আমাদের ভাগ্য পরীক্ষা করার জন্য একটি স্বচ্ছ পদ্ধতি প্রদান করেছে। আমি সকলকে ডিয়ার লটারি কেনার পরামর্শ দেবো।" ডিয়ার লটারির প্রতিটি সরাসরি দেখানো হয়।

* বিজয়ীর তথ্য সরকারি ওয়েবসাইট থেকে সংগৃহীত।

মালে নথি নিল অডিট টিম

মালবাজার, ১১ জানুয়ারি : টানা চারদিনের স্পেশাল অডিট শেষ হল শনিবার। এদিন দুপুরে অডিটের কাজ শেষ করে প্রয়োজনীয় নথিপত্র নিয়ে যায় তদন্তকারী দল। পশ্চিমবঙ্গ সরকারের অর্থ দপ্তরের অধীনে যে সমস্ত প্রকল্পের কাজ হয়েছে তার নথিপত্র খতিয়ে দেখেন তাঁরা। বিরোধীদের অভিযোগ ছিল, বেশ কিছু প্রকল্পের কাজ হয়েছে অর্থ দপ্তরের নির্দেশ ছাড়াই। সেই প্রকল্পগুলি সম্পর্কেই মূলত খোঁজখবর নিয়েছে বিশেষ দলটি। সেইসঙ্গে অন্যান্য দপ্তরের মাধ্যমে যে প্রকল্প মাল পুরসভার জন্য বরাদ্দ হয়েছিল সেগুলিরও আয়ব্যয়ের খতিয়ান দেখেন তদন্তকারীরা। বিশেষ করে প্রধানমন্ত্রী আবাস যোজনার ঘরের তালিকা, উপভোক্তাদের নথিপত্র, ঘর বণ্টনের প্রক্রিয়া, হাইমাস্ট বাতিস্তম্ভের টেন্ডার প্রক্রিয়া সহ বিভিন্ন দিক খতিয়ে দেখেন আধিকারিকরা।

রাজ্য সরকারের অর্থ দপ্তরের তিন সদস্যের অডিট টিম এদিন দুপুরেই কাজ সেরে পুরসভা থেকে বেরিয়ে যায়। আগামী সোমবার অডিটের সমস্ত নথি অর্থ দপ্তরে জমা দিতে পারেন তাঁরা।

গত সেপ্টেম্বর মাসে কলকাতা হাইকোর্টে দায়ের করা জনস্বার্থ মামলায় প্রধানমন্ত্রী আবাস যোজনার ঘর বণ্টন নিয়ে গুরুতর অভিযোগ ছিল। মামলাটি করেন আইনজীবী সুমন শিকদার। মামলার শুনানির পর হাইকোর্ট রাজ্য সরকারের পুর ও নগরোন্নয়ন দপ্তরের প্রধান সচিবের তত্ত্বাবধানে বিশেষ অডিটের নির্দেশ দেয়।

ময়ূর দর্শন

শনিবার জলদাপাড়া শালকুমার গেটের কাছে। সৌজন্যে : বন দপ্তর

একমাত্র নির্ভরযোগ্য পঞ্জিকা

বেণীমাধব শীলের ফুল পঞ্জিকা

সর্বাধিক প্রচলিত

ARMY PUBLIC SCHOOL, BINNAGURI
VACANCY FOR CLUSTER-11 B (APS BINNAGURI, BENGDUBI, SUKNA & BAGRAKOTE)
COMBINED SCREENING BOARD (CSB) INTERVIEW

1. Applicatioris are invited from the candidates who have cleared CSB/OST examination in 2024 and earlier (Applications can also be forwarded from Individual who have not cleared OST but they will have to fulfill the criteria as in **Note 2 below**) in prescribed format of Application available on AWES website **(www.awesindia.com)** and APS Binnaguri website **(www.apsbinnagurl.org)** for the following regular vacancies of Cluster 11B:-

Ser	Category	Vacancy for CSB Interview			
		APS Binnaguri	APS Bengdubi	APS Sukna	APS Bagrakote
(a)	PGT	Psychology, Mathematics, Physical Education	Physics, Biology, Painting/Fine Arts	Painting	Nil
(b)	TGT	Mathematics, Science, Hindi	Mathematics	Nil	Nil
(C)	PRT	All Subjects	Nil	Special Educator	Nil

2. **Educational/Professional Qualification**. Detailed qualification for candidates and format of application are uploaded in school website **www.apsbinnaguri.org**, **www.apsbengdubi.org**, **www.apssukna.com**, & **www.apsbagrakote.org**. Candidates are requested to see the qualification from school websites and apply accordingly.

Note 1.

(a) In addition to the minimum aggregate percentage mentioned, a candidate should have scored **not** less than 50% marks in each of the subjects in which they have graduated/post graduated. Detailed mark sheets will be scrutinized during the interview.

(b) A Post Graduate with less than 50% aggregate marks in Graduation can also apply for the post of a TGT/PRT provided the candidate has scored a minimum of 50% or more aggregate marks in Post-Graduation.

c) CTET/TET conducted by Centre / State government is **mandatory for appointment as TGTS/PRTs** in the REGULAR and FIXED TERM category. Candidates who have not qualified CTET/TET but found fit in all other aspects may be considered for appointment on vacancies which may be ADHOC in nature.

(d) Candidates are required to ensure that they atleast fulfill NCTE Rules & Regulations for minimum qualifications, KV Sangathan Recruitment Rules & Regulations and CBSE. Affiliation Bye-Laws (Latest).

(e) Aggregate percentage will be based on the marks for the entire duration of Graduation/Post-Graduation.

(f) For teachers being appointed on Adhoc Appointment with possession of a Score Card of AWES, CTET/TET would not be a mandatory requirement but a preferred requirement.

Note 2. Educational/Professional Qualification required for PGT (Painting)/PGT Fine Art is specified in Affiliation Bye Laws and AWES Rules & Regulation.

Note 3.

(a) Passing the Online Screening Test is henceforth **NOT MANDATORY** for appearing for the interview and evaluation of teaching skills & computer proficiency. **OST qualified candidates will be peferred**. However, after selection in the post of a teacher (regular & fixed term), the candidate must pass the OST as per details given below:-

(I) **Regular Candidate**. Within two years of being appointed with a minimum overall raw score of 50% (100 marks).
(ii) **Fixed Term Candidate**. Within one year of being appointed with a minimum overall raw score of 40% (80 marks).

Note 4. **Age and Experience Criteria of Candidates**. As on 01 April of the year of appointment, the age and experience of the candidates and weightage to Army Spouses should be as under :-

(a) **Army Spouses (Experience)**

Ser No	Age (in years)	Minimum (Teaching) Experience Required	Remarks
(i)	0-40 Years	Nil	–
(ii)	40 to 57 Years	05 Years	Experience is cumulative

(b) **Others (Experience)**

Ser No	Age (Years)	Minimum (Teaching) Experience Required	Remarks
(I)	Below 40 Years	Fresh Candidates (No Teaching Experience)	–
(ii)	40 to 57 Years	05 Years	In last ten years

Note 5. 05 years experience is mandatory in the appropriate category in the last ten years.

Note 6. **Salary Details**. As per Army Welfare Education Society Norms.

Notes 7. (a) Interested candidates can download Application forms from the websites mentioned above at Para 1-2 and send same duly filled in all respects alongwith attested photocopies of educational and experience certificates, Two copies of recent passport sized photographs alongwith DD of Rs 250/- (Non-Refundable) in **favour of school concerned/school applied** (refer website for details) for by **31 Jan 2025**. Incomplete application forms and application form send through email will NOT be accepted.

(b) Interview for shortlisted candidates will be held at APS Binnaguri in 2nd/3rd week of Feb 2025 (tentatively). No TA/DA is admissible. The exact date & time of interview will be intimated to the shortlisted candidates by APS Binnaguri through Call Letters/E-Mail accordingly.

c) Candidates are required to apply for only one school in Cluster.

(d) A written test for Language teachers (English & Hindi) and Computer Proficiency Test for all subject teachers will also be held at APS Binnaguri on the date of interview. The School Management reserves all rights of selection/rejection based on QR/experience/merit.

(e) **Contact Details & Address of School.**
(I) APS Binnaguri, Binnaguri Cantt, Dist-Jalpaiguri, West Bengal, PIN-735232,
(ii) APS Bengdubi, Bagdogra-Panighata Main Road, Bengdubi, West Bengal, PIN-734424,
(iii) APS Sukna, PO-Sukna, Dist-Darjeeling, West Bengal, PIN-734009

বাবলা খুনে ফোনের তথ্য পুলিশকে

অরিন্দম বাগ

মালদা, ১১ জানুয়ারি : দুলাল সরকার খুনের অন্যতম প্রমাণ অমিত রজকের হেপাজত থেকে উদ্ধার হওয়া মোবাইল ফোন খতিয়ে দেখল সিআইডি'র সাইবার বিশেষজ্ঞ দল। শনিবার সেই ফোনের সমস্ত তথ্য তদন্তকারী অফিসারদের হাতে তুলে দিতে মালদায় এলেন সেই বিশেষজ্ঞ দল। সেই ফোনে ঘটনার আগে ও পরের একাধিক কথোপকথন রয়েছে বলে শুক্রবার দাবি করেছিলেন আইনজীবী।

পুলিশসূত্রে খবর, শুক্রবার মালদায় এসে পৌঁছান সিআইডির সাইবার বিশেষজ্ঞ দলের প্রতিনিধিরা। ওই প্রতিনিধিদলের নেতৃত্বে ছিলেন মমতা চক্রবর্তী। শনিবার দুপুরে দুলাল সরকার মার্ডার কেসের ইনভেস্টিগেশন অফিসারের সঙ্গে আদালতে আসেন সাইবার বিশেষজ্ঞ দলের প্রতিনিধিরা। উদ্ধার হওয়া মোবাইল ফোন থেকে সমস্ত তথ্য আদালতের সামনে বের করে তদন্তকারী অফিসারদের হাতে তুলে দিয়েছেন বিশেষজ্ঞরা।

মালদায় সিআইডির বিশেষজ্ঞ দল

সাইবার বিশেষজ্ঞ মমতা চক্রবর্তী বলেন, 'ঘটনায় যে মোবাইল উদ্ধার হয়েছে তাতে যে সমস্ত তথ্য ছিল তা বের করে দিতে আমাদের ডাকা হয়েছিল। আদালতের সামনে ২৫৬ জিবির ফোনের সমস্ত তথ্য আমরা বের করে দিয়েছি। সেই সমস্ত তথ্য ধরে পুলিশ তদন্ত করবে। পুলিশের কোন তথ্য প্রয়োজনে আসবে, তা আমাদের জানা নেই। আমরা পুরো ফোন এক্সট্র্যাক্ট করে দিয়েছি।'

পুলিশসূত্রে খবর, উদ্ধার হওয়া মোবাইলে একাধিক ফোন কলের রেকর্ডিং রয়েছে। রয়েছে একাধিক চ্যাটও। সেই সমস্ত তথ্য খতিয়ে দেখে এই ঘটনার আরও বেশ কিছু সূত্র হাতে পেতে চলেছেন তদন্তকারী অফিসাররা। গা-ঢাকা দিয়ে থাকা অভিযুক্তদের লোকেশন ট্র্যাক করার চেষ্টা করা হচ্ছে। তাদের লোকেশন একেক সময় একেক জায়গা দেখাচ্ছে। কখনও নেপাল, কখনও উত্তরপ্রদেশ, কখনও শিলিগুড়ি, কখনও বিহার। পুলিশকে বিভ্রান্ত করতে বারবার জায়গা বদল করছে অভিযুক্তরা। পলাতকরা যাদের ফোন করছে তাদের ফোন চ্যাট ট্র্যাক করার চেষ্টা চালাচ্ছে সাইবার বিশেষজ্ঞরা। যদিও এনিয়ে সরাসরি মন্তব্য করতে রাজি হননি সাইবার বিশেষজ্ঞরা।

ভারতীয় থল সেনা
JOIN INDIAN ARMY AS AN OFFICER
www.joinindianarmy.nic.in

আধিকারিকের প্রবেশাধিকার

১। নিম্নবর্ণিত পাঠক্রমের জন্য আবেদনপত্র আহ্বান করা হচ্ছে ঃ
(ক) ৫৮তম শর্ট সার্ভিস কমিশন এনসিসি বিশেষ ভর্তি পাঠক্রম (পুরুষ এবং মহিলা) অক্টো ২০২৫ (যুদ্ধে হতাহত সেনাকর্মীদের আশ্রিত সহ)।

২। অনলাইন আবেদন নিম্নলিখিত অবধি খোলা থাকবে ঃ
(ক) এনসিসি বিশেষ ভর্তি পাঠক্রম - পুরুষ এবং মহিলা - ১৪ ফেব্রুয়ারি থেকে ১৫ মার্চ ২০২৫।

OFFICER ENTRIES

1. Applications are invited for the following courses:-
(a) 58th Short Service Commision NCC Special Entry Scheme Course Oct 2025 for Men & Women (including Wards of Battle Casualties of Army personnel).

2. Online applications will open as under:-
(a) NCC (Special) Course - Men & Women - 14 Feb to 15 Mar 2025

দ্রষ্টব্য ঃ
১। সেনায় নিয়োগ সম্পূর্ণ স্বচ্ছ এবং মুক্ত। দালালদের থেকে সাবধান।
২। বিস্তারিত বিবরণের এবং তথ্যের জন্য অনুগ্রহ করে www.joinindianarmy.nic.in-এতে দেখুন।

Note :-
1. Recruitment in the Army is totally transparent and free. Beware of touts.
2. For detailed Notification, please visit www.joinindianarmy.nic.in.

CBC 10601/11/0058/2425

আমাদের বিবেক

আজ স্বামী বিবেকানন্দের জন্মদিন। এই উপলক্ষ্যে উত্তর সম্পাদকীয়তে তাঁকে নিয়ে দুটি প্রতিবেদন

মানুষকে ঈশ্বরের আসনে বসিয়েছেন নির্দ্বিধায়

রীমা মুখোপাধ্যায়

প্রতিটি মানুষের মধ্যে প্রতিনিয়ত চলে শুম্ভ-নিশুম্ভর যুদ্ধ। সেই যুদ্ধে জয়পরাজয় আছে। তাই কখনও শুভ কাজ সম্পন্ন হয় এবং কখনও বা লোভ ঈর্ষা কামনা ও বাসনা দ্বারা মানুষ নিয়ন্ত্রিত হয়। আর তখনই সামনে আসে বিবেক। সাধারণ মানুষ বিবেককে ভয় পায়। কারণ বিবেক প্রশ্ন করে। কিন্তু যে মানুষ বিবেককে জয় করেন তিনি হন মহাপুরুষ। আমাদের প্রিয় স্বামীজি অর্থাৎ স্বামী বিবেকানন্দ ছিলেন সেই মহাপুরুষ যিনি বিবেককে জয় করেন, যিনি দেশের জন্য আত্মত্যাগ করেন এবং দেশের মানুষের জন্য প্রাণত্যাগ করেন।

আধুনিক ভারতের ইতিহাসে তাঁর নাম স্বর্ণাক্ষরে লেখা থাকবে চিরদিন। বহুমুখী ও বহুমাত্রিক প্রতিভার অধিকারী ছিলেন তিনি। তিনি ছিলেন একাধারে সন্ন্যাসী, সংগঠক, বাগ্মী, দেশপ্রেমিক, তেজস্বী এক পুরুষ। এসবের পাশাপাশি কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের এই কৃতী ছাত্রের সাহিত্য, দর্শন ও ইতিহাসের প্রতি ছিল গভীর অনুরাগ। কুসংস্কার ও অশিক্ষার বিরুদ্ধে তাঁর লড়াই ছিল আজীবন। তাঁর গড়া ইতিহাস শুধুমাত্র ইট কাঠ পাথরের ইতিহাস নয় --সে ইতিহাস কুসংস্কারাচ্ছন্ন ও অশিক্ষায় ডুবে থাকা আত্মপ্রত্যয়হীন অগণিত ভারতবাসীর ইতিহাস।

বাবা বিশ্বনাথ দত্ত ও মা ভুবনেশ্বরী দেবীর ছেলে 'বিলে' ছেলেবেলা থেকেই ছিলেন অত্যন্ত সাহসী ও স্বাধীনচেতা। যুক্তি ও বুদ্ধি দ্বারা বিবেচনা না করে তিনি কখনও কিছু মানতেন না। বয়ঃসন্ধিকালে ঈশ্বরবাদ নিয়ে তাঁর মনে গভীর সংশয় বোধ শুরু হয়। তাঁর এই সংশয় দূর করার জন্য তিনি দক্ষিণেশ্বরে শ্রীশ্রী রামকৃষ্ণ পরমহংসদেবের সংস্পর্শে আসেন এবং ধীরে ধীরে তাঁর মধ্যে গভীর অধ্যাত্মবোধ জাগ্রত হয়। ধর্ম ও ঈশ্বরকে বাদ দিয়ে ভারতের উন্নতি হবে না -এ ছিল তাঁর দৃঢ় বিশ্বাস।

ধর্ম বলতে যদিও তিনি পূজা, অর্চনা, উৎসব ব্রত বোঝাননি। তাঁর মতে মানুষের মধ্যে যে সেবা ধর্ম আছে তা প্রকাশ করাই হল ধর্ম। "জীবে প্রেম করে যেই জন সেই জন সেবিছে ঈশ্বর''। মানব মহিমাকে তিনি শীর্ষস্থান দিয়েছিলেন। এমনকি মানুষকে ঈশ্বরের সঙ্গে একাসনে বসিয়েছেন নির্দ্বিধায়। বলেছেন "আমরাই সর্বোচ্চ ঈশ্বর'' অর্থাৎ তাঁর ঈশ্বরবাদ ও অধ্যাত্মবাদ ছিল সর্বজনীন উদারতায় পূর্ণ, সহজ এবং সর্বজনগ্রাহ্য। তাই তিনি বলেন, ''যে ভগবান এখানে আমাকে অন্ন দিতে পারেন না তিনি যে আমাকে স্বর্গে অনন্ত সুখে রাখিবেন ইহা আমি বিশ্বাস করি না। ভারতকে উঠাইতে হইবে, গরিবকে খাওয়াইতে হইবে, শিক্ষার বিস্তার করিতে হইবে।'' (আলাসিঙ্গা পেরুমল কে লেখা পত্র ১৮৯৪ সাল)।

তৎকালীন ভারতবর্ষ ছিল কুসংস্কারে আচ্ছন্ন। পাশ্চাত্যের অপপ্রভাব ভারতীয় যুব সম্প্রদায়কে আপন সংস্কৃতির প্রতি বিরূপ করে তুলেছে। ভারতবর্ষের আত্মপ্রত্যয় তলানিতে এসে ঠেকেছে। তখনই তিনি সংকল্প করেন এই ভারতকে জাগাতে হবে। ভারতে পরিব্রাজনকালে মানুষের দারিদ্র্য তাঁকে গভীরভাবে নাড়া দেয়। তিনি বুঝেছিলেন মানুষের অর্থনৈতিক উন্নতি না করতে পারলে দেশ ও সমাজের সার্বিক উন্নতি বাধাপ্রাপ্ত হবে। শুধু তাই নয়, সমাজকে সংস্কার না করলে যে কিছুতেই ভারতবর্ষ তার হৃতগৌরব ফিরে পাবে না, তা তিনি উপলব্ধি করেন।

এইসব জেনে বুঝে অন্যকে জানাবার প্রয়োজনে তিনি ভারত পরিক্রমণ শুরু করেন। ভাগলপুর, বেনারস, অযোধ্যা, দেরাদুন, দিল্লি, জয়পুর, আহমেদাবাদ, জুনাগড়, ইন্দোর, উজ্জয়িনী, মহাবালেশ্বর, মহীশূর, কোচিন, মাদ্রাজ ইত্যাদি সারা ভারতের বিভিন্ন জায়গা ভ্রমণ করে তাঁর পরিব্রাজন শেষ হয় কন্যাকুমারীতে। আসমুদ্রহিমাচল পরিক্রমা করে আদিবাসী, বনবাসী, শ্রমিক, কৃষক, পণ্ডিত, মূর্খ- সর্বসাধারণকে প্রত্যক্ষরূপে জানতে পারেন এবং উপলব্ধি করেন ভারত আত্মার সত্য স্বরূপ।

বিবেকানন্দই প্রথম ভারতীয় যিনি ভারতবর্ষকে বিশ্বের দরবারে পৌঁছে দেন বলিষ্ঠভাবে। পাশ্চাত্যে তিনি ব্যক্তিরূপে নন, ভারতবর্ষের প্রতিনিধি রূপে উপস্থিত ছিলেন। ভারতের প্রাচীন সভ্যতা, ঐতিহ্য, ত্যাগের মহিমা তুলে ধরেন তাঁর অসাধারণ মর্মস্পর্শী বক্তৃতায়। পাশ্চাত্য সভ্যতার বৈভবের মুখোমুখি দাঁড়িয়ে তাঁর মনে কোনও হীনম্মন্যতার বোধ জাগ্রত হয়নি। কারণ তিনি অনুধাবন করেছিলেন জগতের জন্য পাশ্চাত্য জড় সভ্যতার চেয়ে ভারতের অধ্যাত্ম সভ্যতার প্রয়োজন কোনও অংশে কম নয়। তাই ভারতীয় সংস্কৃতি ও ঐতিহ্যের মহিমা তিনি ঘোষণা করেছেন সগর্বে, উচ্চস্বরে, দৃঢ় প্রত্যয়ের সঙ্গে। শিকাগো ধর্মমহাসভায় ধ্বনিত হয় ''যে ধর্ম জগৎকে চিরকাল পরমতসহিষ্ণুতা ও সর্ববিধ মত স্বীকার করার শিক্ষা দিয়ে আসছে, আমি সেই ধর্মভুক্ত বলে নিজেকে গৌরবান্বিত মনে করি।'' অচিরেই এই গৌরববোধ পরাধীন ভারতবাসীর মনে সঞ্চারিত হয় এবং তাদের উদ্দীপিত করে।

উনিশ শতকের প্রারম্ভে গোঁড়া হিন্দু সমাজের মধ্যে তিনি ছিলেন এক বিপ্লব। সমুদ্র পার হলে যে সময় সমাজে একঘরে করা হত, সেসময় স্বামীজি পাড়ি দিয়েছেন সুদূর শিকাগোতে। যে যুগে হিন্দু সমাজসংস্কারকরা বিদেশিদের সঙ্গে একাসনে বসার প্রায়শ্চিত্ত করেন, সে যুগে তিনি প্রকাশ্যে খ্রিস্টান ও মুসলমানদের সঙ্গে একত্রে আহার করেন। তিনি শিখিয়েছিলেন ''সম্প্রসারণই জীবন, সংকীর্ণতাই মৃত্যু।'' তিনি বিশ্বাস করতেন একটি জাতি অপর জাতি থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে বাঁচতে পারে না। দক্ষিণ ভারতে স্বামীজির গুরুভাই রামকৃষ্ণানন্দজি মহারাজ ব্রাহ্মণদের দিয়ে অব্রাহ্মণদের খাবার পরিবেশন করিয়েছিলেন- যা সে যুগে কল্পনাতীত। মানুষের মন থেকে কুসংস্কার দূর করার জন্য ছিল তাঁর অদম্য চেষ্টা।

স্বামী বিবেকানন্দ মানুষের জন্য, দেশের জন্য, সেবার জন্য, সত্যের জন্য নিজেকে যেভাবে বিসর্জন দেন, তার মূল্য সমকাল ভারতবর্ষ তাঁকে দিতে পারেনি। বরং বারবার তাঁকে নানা কটূক্তি ও অপমানের সম্মুখীন হতে হয়েছে। কিন্তু তিনি সংকল্পে ছিলেন অটুট। মাত্র ৩৯ বছরের জীবনে তাঁর একটি গুরুত্বপূর্ণ কাজ হল রামকৃষ্ণ সংঘ প্রতিষ্ঠা করা। আজ পৃথিবীর ছয়টি মহাদেশে প্রায় ১৭৪টি কেন্দ্র এবং ৩৩টি শাখাকেন্দ্র নিয়ে এই সংঘ নীরবে কাজ করে চলেছে স্বাস্থ্য ও শিক্ষা ক্ষেত্রে। এই সংঘের মাধ্যমে তিনি শিক্ষাবিস্তারে জোর দেন। বাংলা ভাষার উৎকর্ষের জন্য এই সংঘের মুখপত্র 'উদ্বোধন' হল প্রথম বাংলা পত্রিকা। চলিত ভাষাকে নির্মাণ করার উদ্দেশ্যে স্বামীজি তাঁর 'প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য', 'পরিব্রাজক' প্রভৃতি মৌলিক বাংলা রচনাসমূহ লিখেছিলেন।

নারী জাতির শিক্ষাকেও তিনি অত্যন্ত গুরুত্ব দেন। তাঁর মতে যে নারী যত উন্নত হবেন, তিনি ততই চরিত্র ও মনের নারীসুলভ দুর্বলতা অতিক্রম করতে পারবেন। নারীশিক্ষা প্রসারের জন্য তিনি মার্গারেট এলিজাবেথ ওরফে ভগিনী নিবেদিতাকে আহ্বান করেছিলেন ভারতবর্ষে। তিনি বিশ্বাস করতেন সমাজের উন্নতির জন্য নারী ও পুরুষ উভয়কে শিক্ষিত হতে হবে। ভারতমাতার কন্যাদের জন্য স্বামীজীর এই চিন্তা তাঁর জন্মের এত বছর পরেও সমানভাবে প্রাসঙ্গিক।

আজও আমাদের দেশের প্রান্তিক মেয়েরা শিক্ষার আলো পায় না, আজও তারা সমাজের শিশু জন্মের যন্ত্র বলেই পরিচিত। সমাজের উন্নতিতে আজও তারা ব্রাত্য। তাই সময় এসেছে আবার স্বামীজিকে স্মরণ করার।

সমাজের রন্ধ্রে রন্ধ্রে আজ স্বার্থপরতা। মানুষ আজ দিগভ্রষ্ট, আদর্শচ্যুত, লক্ষ্যহীন। পারস্পরিক বোঝাপড়া, সহনশীলতা, পরোপকার ইত্যাদি সহজ মানবধর্ম সমাজে অনুপস্থিত। তার বদলে জন্ম নিয়েছে হিংসা, দ্বেষ, ধর্মীয় আচার-আচরণের সমারোহ, অন্য ধর্মের প্রতি অসহিষ্ণুতা। বিবেকানন্দের সমগ্র জীবনদর্শন অবধারণ করার ক্ষমতা যে আমাদের নেই তা স্বীকার করে নেওয়াই ভালো। তবে আত্মবিশ্বাসী হওয়ার জন্য এতভাবে যিনি আমাদের অনুপ্রাণিত করেছেন, স্বপ্ন দেখতে ও তার বাস্তবায়নের ঝাঁপিয়ে পড়ার মন্ত্র শিখিয়েছেন, আত্মত্যাগের আহ্বান জানিয়েছেন- সেই সারথিকে কোথাও যেন আমরা বুঝতে পারিনি। তিনি থেমে থাকেননি স্বীকৃতির আশায়। তিনি বলে গেছেন, ''আমার সমাদর হোক আর নাই হোক, আমি যুবদলকে সংঘবদ্ধ করতেই জন্মেছি। যারা সর্বাপেক্ষা দীনহীন ও পদদলিত, তাদের দ্বারে দ্বারে এরা সুখ স্বাচ্ছন্দ্য, নীতি, শিক্ষা বহন করে নিয়ে যাবে --এটাই আমার আকাঙ্ক্ষা ও ব্রত। এটি আমি সাধন করব কিংবা মৃত্যুকে বরণ করব।'' আত্মবিস্মৃতি এবং স্বল্প স্মৃতির এই শতাব্দীতে তাই তিনি আজও প্রাসঙ্গিক।

(লেখক শিক্ষক, চাইল্ড সাইকোলজিস্ট)

সেরা শিক্ষায় শিক্ষিত হতে ভরসা তিনিই

দেবাশিস ঘোষ

শিক্ষার কাজ মানুষ তৈরি করা। মানুষের ভিতর যে পূর্ণতা প্রথম থেকেই বিদ্যমান তাই হল শিক্ষা। প্রতিটি মানুষের মধ্যে পূর্ণতা বা জ্ঞান অন্তর্নিহিত অবস্থায় রয়েছে। শিক্ষকের কাজ হল সেই সুপ্ত জ্ঞানকে প্রকাশিত হতে সহায়তা করা। স্বামীজি বলেছেন, শিশুদের শিক্ষা দেওয়ার সময় একটি বিষয় মনে রাখতে হবে। তারা যেন চিন্তা করতে শেখে। এ বিষয়ে শিশুদের উৎসাহ দিতে হবে। তাহলেই পরবর্তীকালে তারা জীবনসংগ্রামে নিজেদের সমস্যা সমাধান করতে সক্ষম হবে। শিক্ষার পদ্ধতিগত ত্রুটির কথাও তিনি উল্লেখ করেছেন। ক্লাসে গিয়ে দেখা যায়, শিক্ষক প্রশ্ন করছেন আর ছাত্র তার উত্তর দিচ্ছে। কিন্তু পদ্ধতিটি হওয়া উচিত তার ঠিক উলটো। ছাত্র প্রশ্ন করবে আর শিক্ষক তার উত্তর দেবে। অর্থাৎ ছাত্রদের মধ্যে কৌতূহল, অনুসন্ধিৎসা জাগিয়ে তোলাই শিক্ষকের কর্তব্য। বর্তমানে আমরা বিদ্যালয়ে গিয়ে যে শিক্ষা পাই তা হল 'চালকলা বাঁধা' বিদ্যা- অর্থাৎ বিদ্যালয় পাঠ্যসূচিতে যার দেখা মেলে। আর সে বিদ্যা নিয়েই জগতে ঝাঁপিয়ে পড়ি আমরা। এক-একটা মাইলস্টোন পার হয়ে খ্যাতির চূড়ায় পৌঁছাতে চাই। কেউ পারি, কেউ পেরে উঠি না। ফলে মানুষের মধ্যে পার্থক্য তৈরি হয়। ঈর্ষা, দ্বেষ, ঘৃণা, ক্রোধের। অথচ শিক্ষিত বলে সমাজে আদৃত ও সম্মানিত হই। এখন শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের কাজ এভাবেই মানুষকে সমাজের মূল্যবান সদস্য করে তোলা। শিক্ষাকে উৎপাদন ব্যবস্থার সঙ্গে যুক্ত করে দেওয়া। মনুষ্যত্ব থাকল কী থাকল না তা তাদের যেন দেখার প্রয়োজন নেই। যে শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান থেকে 'সফল' পড়ুয়া বেশি হয়, তারাই সেরা বলে বিবেচিত হয়। মনুষ্যত্ব নামক অচেনা বস্তুটির খবর কিন্তু কেউ রাখে না।

একটি ছোট্ট ঘটনা। একটি ছাত্র নীচু ক্লাসে পড়ে, খুবই বুদ্ধিমান, স্কুলে সব ক্লাসে প্রথম হয়। শিক্ষকেরা সকলেই তাকে ভালোবাসেন। কিন্তু তার একটি অভ্যাসগত রোগ আছে। সহপাঠীদের ব্যাগ থেকে কলম চুরি। মাঝেমাঝে ধরা পড়ে বকুনি খায়, কিন্তু লেখাপড়ায় ভালো বলে ছাড়ও পেয়ে যায়। এভাবেই সে বড় হল, ভালো নম্বর পেয়ে পাশও করল সব পরীক্ষায়। শেষে সে অ্যাডমিনিস্ট্রেটিভ পরীক্ষায় পাশ করে সরকারি উঁচু পদে চাকরি পেল। তার হাতে এখন প্রচুর ক্ষমতা। কিন্তু তার ভেতরের চোর তো মরেনি। বরং সে আরও চতুর হয়েছে। শানিত হয়েছে তার বুদ্ধি। ফলে সে নানা ফন্দিফিকির বের করে সরকারি অর্থ চুরির উপায় বের করে। সে এখন আর কলম চুরি করে না, এখন সে কলম দিয়ে চুরি করে। তার আর প্রকৃত মানুষ হয়ে ওঠা হয়নি।

স্বামীজি ধর্মশিক্ষা বা অধ্যাত্মশিক্ষার ওপর জোর দিয়েছেন। তিনি বারবার ধর্মশিক্ষা বা অধ্যাত্মশিক্ষার ওপর জোর দিয়েছেন। আমরা যাই করি না কেন, সমাজনীতি, রাজনীতি সব কিছুই ধর্মের মাধ্যমে করতে হবে। নচেৎ কিছুই হবে না। স্বামীজি কোনও সংকীর্ণ অর্থে 'ধর্ম' ব্যবহার করেননি। তাঁর দৃষ্টিতে পরোপকার ধর্ম, পরপীড়ন পাপ। শক্তি ও সাহসিকতা ধর্ম, দুর্বলতা ও কাপুরুষতা পাপ। অপরকে ভালোবাসা ধর্ম, ঘৃণা করা পাপ। স্বামীজির ভাষায়, 'ধর্ম এমন একটি ভাব- যা পশুকে মনুষ্যত্ব ও মানুষকে দেবত্বে উন্নীত করে।' স্বামীজির মতে, বিভিন্ন ধর্মের মূল সত্যগুলি সম্পর্কে অবহিত হওয়া এবং বিভিন্ন ধর্মনায়কদের জীবন ও জীবনী পাঠ করা তরুণ সম্প্রদায়ের অবশ্য কর্তব্য। তবেই মনুষ্যত্ব জাগ্রত হবে, মন থেকে কুসংস্কার দূর হবে, তরুণসমাজ ত্যাগ ও সেবার আদর্শে অনুপ্রাণিত হবে এবং তাদের মধ্যে মূল্যবোধ জাগবে।

বর্তমানে ধর্মশিক্ষায় যদি কারও আপত্তি থাকে তাহলে 'নৈতিক শিক্ষা' কথাটি ব্যবহার করা যেতে পারে। প্রসঙ্গত উল্লেখযোগ্য, শিক্ষায় উন্নতির জন্য গঠিত রাধাকৃষ্ণ কমিশন, মুদালিয়র কমিশন ও কোঠারি কমিশন তাদের রিপোর্টে ধর্মীয় ও নৈতিক শিক্ষাদানে সর্বাধিক গুরুত্ব আরোপ করেছে। শিক্ষা শুধুমাত্র শিক্ষকেরাই দেবেন তা নয়, বাবা-মা'র কাছ থেকে সন্তানকে অনুপ্রাণিত হতে হবে। ছাত্রদের ভিতর অনন্ত শক্তিকে জাগিয়ে তুলতে হবে। পূর্ণতা প্রথম থেকেই মানুষের মধ্যে আছে। তারই প্রকাশ-বিকাশই হল শিক্ষা। অনেক সময় আমরা শিক্ষা এবং ধর্মকে এক করে ফেলি। যদিও তা ঠিক নয়। Through Religion is evolved a divine man. আমাদের সেই ধর্মেরই প্রয়োজন যাকে হাতিয়ার করে আমরা জাগ্রত দেবতারূপে পৃথিবীর বুকে চলাফেরা করতে পারি। স্বামী বিবেকানন্দ এক আশ্চর্য চিন্তনবিদ ছিলেন। আমরা যেন যথার্থ শিক্ষিত হয়ে আমাদের দৈবীসত্তার উন্মোচন করতে পারি। তাঁর চরণে এটাই আমাদের প্রার্থনা।

(লেখক শিক্ষক ও সাংবাদিক)

সম্পাদক : সব্যসাচী তালুকদার। স্বত্বাধিকারী মঞ্জুশ্রী তালুকদারের পক্ষে প্রলয়কান্তি চক্রবর্তী কর্তৃক সুহাসচন্দ্র তালুকদার সরণি, সুভাষপল্লি, শিলিগুড়ি-৭৩৪০০১ থেকে প্রকাশিত ও বাড়িভাসা, জলেশ্বরী-৭৩৫১৩৫ থেকে মুদ্রিত। কলকাতা অফিস : ২৪ হেমন্ত বসু সরণি, কলকাতা-৭০০০০১, মোবাইল : ৯০৭৩২০৪০৪০। জলপাইগুড়ি অফিস : থানা মোড়-৭৩৫১০১, ফোন : ৯৬৪১২৮৯৬৩৬। কোচবিহার অফিস : সিলভার জুবিলি রোড-৭৩৬১০১, ফোন : ৯৮৮৩৫৫০৮০৫। আলিপুরদুয়ার অফিস : এনবিএসটিসি ডিপোর পাশে, আলিপুরদুয়ার কোর্ট-৭৩৬১২২, ফোন : ৯৮৮৩৫৩৯৮৭৮। মালদা অফিস : মিউনিসিপ্যাল মার্কেট কমপ্লেক্স, তৃতীয় তল, নেতাজি মোড়-৭৩২১০১, ফোন : ০৩৫১২-২২১৬৯৩ (সংবাদ), ৯৮০০৫৮৫৯৫০ (বিজ্ঞাপন ও অফিস)। শিলিগুড়ি ফোন : সম্পাদক ও প্রকাশক : ৯৫৬৪৫৪৬৮৬৮, জেনারেল ম্যানেজার : ২৪৩৫৯০৩, বিজ্ঞাপন : ২৫২৪৭২২/৯০৬৪৮৪৯০৯৬, সার্কুলেশন : ৯৭৭৫৭৮৫৮৭৭, অফিস : ৯৫৬৪৫৪৬৮৬৮, নিউজ : ৭৮৭২৯৩৩৮৮৮, হোয়াটসঅ্যাপ : ৯৭৩৫৭৩৯৬৭৭। Uttar Banga Sambad: Published & Printed by Pralay Kanti Chakraborty on behalf of Manjusree Talukdar from Siliguri, West Bengal, Pin 734001, Printed at Jaleswari, West Bengal, Pin 735135, Editor: Sabyasachi Talukdar, Regn. No. 35012/1980 and Postal Regn. No. WB/NBSR/D-03/2003-08. E.Mail : uttarbanga@hotmail.com, Website : http://www.uttarbangasambad.in

মেয়েদের শিক্ষা সংক্রান্ত সেমিনারে প্রতিনিধিদলের সঙ্গে কথা বলছেন নোবেলজয়ী মালালা ইউসুফজাই। শনিবার ইসলামাবাদে।

সাড়া দিল না বাংলাদেশ

ঢাকা, ১১ জানুয়ারি : ভারতের আবহাওয়া দপ্তর মৌসম ভবনের ডাকে শেষপর্যন্ত সাড়া দিল না বাংলাদেশ। আবহাওয়া দপ্তরের সার্ধশতবর্ষ উপলক্ষ্যে অখণ্ড ভারত শীর্ষক একটি আলোচনাসভায় পাকিস্তান, বাংলাদেশ, শ্রীলঙ্কা, আফগানিস্তান, নেপাল, ভুটান সহ দক্ষিণ ও দক্ষিণ পূর্ব এশিয়া এবং মধ্যপ্রাচ্যের একাধিক দেশকে আমন্ত্রণ জানিয়েছিল ভারত। ইসলামাবাদ তাতে ইতিমধ্যে সাড়া দিলেও ঢাকা উলটোকথা বলেছে। বাংলাদেশের আবহাওয়া দপ্তরের কর্তারা মনে করেন, এই মুহূর্তে ভারত ভ্রমণ নেহাৎই অনাবশ্যক। বাংলাদেশ আবহাওয়া দপ্তরের কার্যনির্বাহী ডিরেক্টর মোমিনুল ইসলাম বলেন, 'ভারতের মৌসম ভবনের ১৫০ বছর পূর্তি উপলক্ষ্যে ওই অনুষ্ঠানে আমাদের আমন্ত্রণ জানানো হয়েছে। আমরা নয়াদিল্লির সঙ্গে সুসম্পর্ক রাখছি এবং সহযোগিতা করছি। কিন্তু ওই অনুষ্ঠানে আমরা যাচ্ছি না। কারণ সরকারি খরচে অনাবশ্যক বিদেশ ভ্রমণে আমাদের এখন কিছু বাধ্যবাধকতা রয়েছে।'

তবে এর সঙ্গে দুই দেশের দ্বিপাক্ষিক সম্পর্কের কোনও যোগ নেই। মোমিনুল বলেন, ভারতের মৌসম ভবনের সঙ্গে বাংলাদেশের আবহাওয়া দপ্তরের নিয়মিত যোগাযোগ রয়েছে। গত মাসেই তিনি ভারতে এসেছিলেন বলে জানিয়েছেন। ভারতের ডাকে পাকিস্তান সাড়া দিল, বাংলাদেশের আমন্ত্রণ রক্ষা করতে না পারাটা দক্ষিণ এশিয়ায় ভুল বার্তা বলেই মনে করা হচ্ছে। এক অংশের মত, ইউনূস আসার পর বাংলাদেশের আর্থিক অবস্থা অত্যন্ত টালমাটাল পরিস্থিতির মধ্যে দিয়ে যাচ্ছে। তাই অতিরিক্ত খরচে লাগাম টানা হচ্ছে। সেই কারণে ভারতের মৌসম ভবনের অনুষ্ঠানে যোগ দেওয়া এড়িয়ে গিয়েছে তারা। এদিকে ভারতের আবহাওয়া দপ্তরের ১৫০ বছরকে স্মরণীয় করে রাখতে শনিবার কলকাতার গল্ফগ্রীনে আলিপুর আবহাওয়া দপ্তরের তরফে 'রান ফর মৌসম'-এর আয়োজন করা হয়েছিল। এই দৌড়ের সূচনা করেন আলিপুর আবহাওয়া দপ্তরের উপমহানির্দেশক ড. সোমনাথ দত্ত এবং বিশিষ্ট ফুটবলার সুব্রত ভট্টাচার্য।

বার্তা ইউনূস সরকারের

সংখ্যালঘু নির্যাতনে জিরো টলারেন্স

ঢাকা, ১১ জানুয়ারি : প্রধান উপদেষ্টা ড. মুহাম্মদ ইউনূসের নেতৃত্বাধীন অন্তর্বর্তী সরকারের ক্ষমতায় আসার পর থেকে বাংলাদেশে হিন্দু, বৌদ্ধ, খ্রিস্টান সহ ধর্মীয় সংখ্যালঘুদের ওপর নির্যাতন, নিপীড়নের ঘটনা ক্রমাগত বাড়ছে। একের পর এক হিন্দু মন্দিরে ভাঙচুর, লুটপাট, অগ্নিসংযোগের ঘটনা ঘটেছে। ইসকনের প্রাক্তন সন্ন্যাসী চিন্ময় প্রভুর গ্রেপ্তারি ও বারবার জামিনের আবেদন খারিজ হওয়ার ঘটনায় ইউনূসের সরকার একাধিকবার সমালোচনায় বিদ্ধ হয়েছে। এই পরিস্থিতিতে নিজেদের ভাবমূর্তি উদ্ধারে সংখ্যালঘু নির্যাতন বন্ধে জিরো টলারেন্স নীতি নিয়ে চলার কথা ঘোষণা করল বাংলাদেশের অন্তর্বর্তী সরকার। অভিযুক্তদের গ্রেপ্তারের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে বাংলাদেশ পুলিশকে। পাশাপাশি হামলায় ক্ষতিগ্রস্তদের ক্ষতিপূরণ দেওয়ার কথাও ঘোষণা করেছে ইউনূসের সরকার।

প্রধান উপদেষ্টার উপ প্রেসসচিব আবুল কালাম আজাদ মজুমদার শনিবার জানিয়েছেন, ধর্ম, বর্ণ, জাতি, লিঙ্গ নির্বিশেষে মানবাধিকার প্রতিষ্ঠা করতে চাইছে ইউনূস সরকার। এই ব্যাপারে সর্বোচ্চ গুরুত্ব দিচ্ছে সরকার। উপ প্রেসসচিবের মতে, সাম্প্রদায়িক হিংসার অভিযোগ পেতে পুলিশ একটি হোয়াটসঅ্যাপ নম্বর চালু করেছে। সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের নেতাদের সঙ্গে সর্বক্ষণ যোগাযোগ রাখা হচ্ছে। পুলিশ সবধরনের অভিযোগের সমাধানকে সর্বোচ্চ গুরুত্ব দিচ্ছে।

পুলিশের পরিসংখ্যান বলছে, ৪ অগাস্ট থেকে সাম্প্রদায়িক হামলার বিষয়ে যে ১৭৬৯টি অভিযোগ মিলেছে তার মধ্যে ৬২টি মামলা রুজু করা হয়েছে। এখনও পর্যন্ত ৩৫ জনকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। পুলিশের দাবি, বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই রাজনৈতিক প্রতিহিংসার কারণে হামলার ঘটনা ঘটেছে। ১২৩৪টি হামলা হয়েছে রাজনৈতিক কারণে। ২০টি সাম্প্রদায়িক কারণে হয়েছে। ১৬১টি অভিযোগ মিথ্যা বলে প্রমাণিত হয়েছে। ইউনূস ক্ষমতায় আসার পর থেকে বারবার দাবি করেছেন, যাঁরা আওয়ামি লিগের সমর্থক বলে পরিচিত তাঁদের ওপরই হামলার ঘটনা ঘটেছে। বাংলাদেশে ধর্মীয় সম্প্রীতি রয়েছে। হিন্দু নির্যাতনের অভিযোগগুলিকেও বারবার অস্বীকার করেছে ঢাকা। তবে বাংলাদেশ হিন্দু বৌদ্ধ খ্রিস্টান ঐক্য পরিষদের দাবি, সংখ্যালঘুদের ওপর ১৭৬৯টি সাম্প্রদায়িক হামলা ও ভাঙচুরের ঘটনা ঘটেছে। সংখ্যালঘুদের জীবন, সম্পত্তি এবং উপাসনালয়ে যে সমস্ত হামলা ও লুটপাটের ঘটনা ঘটেছে সেই তালিকা বাংলাদেশ পুলিশের হাতে তুলে দেওয়া হয়েছে।

পাক সফরে মালালার নিশানায় তালিবান

ইসলামাবাদ, ১১ জানুয়ারি : নারীশিক্ষা সংক্রান্ত আন্তর্জাতিক সম্মেলনে যোগ দিতে শনিবার পাকিস্তানের মাটিতে পা রাখলেন মালালা ইউসুফজাই। ২০১২-তে পাকিস্তানের খাইবার পাখতুনখোয়ায় স্কুল থেকের ফেরার সময় গাড়িতে বসা মালালাকে লক্ষ্য করে গুলি চালায় জঙ্গিরা। গুরুতর আহত ছাত্রীকে চিকিৎসার জন্য লন্ডনে নিয়ে যাওয়া হয়েছিল। তখন থেকে সেদেশেই সপরিবারে রয়েছেন মালালা। মাঝে বার দুয়েক পাকিস্তানে গেলেও তাঁর সফরসূচি নিয়ে গোপনীয়তা বজায় রাখা হয়েছিল। এবার ইসলামাবাদে আয়োজিত সম্মেলনে মা-বাবার সঙ্গে হাজির হয়েছিলেন মালালা।

তিনি বলেন, 'পাকিস্তানে ফিরতে পেরে আমি অভিভূত ও আনন্দিত। নিজেকে সম্মানিত মনে হচ্ছে।' পাকিস্তানে নারী নির্যাতন, সংখ্যালঘু মহিলাদের ওপর ধর্মান্তরণের চাপের অভিযোগ নিয়ে মুখ না খুললেও তাৎপর্যপূর্ণভাবে তালিবান শাসিত আফগানিস্তানে মেয়েদের প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষা নিষিদ্ধ করার বিরুদ্ধে সরব হয়েছেন মালালা। এক্স পোস্টে তিনি লিখেছেন, 'আমি মেয়েদের স্কুলে যাওয়ার অধিকার নিয়ে সরব হব। আফগানিস্তানে তাঁদের বিরুদ্ধে অপরাধের জন্য তালিবান নেতাদের কীভাবে জবাবদিহির আওতায় আনা সম্ভব হবে সেই বিষয়ে কথা বলব।' এদিনের অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখতে গিয়ে পাকিস্তানে নারী স্বাধীনতার চ্যালেঞ্জের কথা স্বীকার করেন প্রধানমন্ত্রী শাহবাজ শরিফ। তিনি বলেন, 'মেয়েদের শিক্ষার ন্যায্য সুযোগ নিশ্চিত করার ক্ষেত্রে পাকিস্তান সহ মুসলিম বিশ্ব উল্লেখযোগ্য চ্যালেঞ্জের মুখোমুখি হয়েছে। মেয়েদের শিক্ষা থেকে বঞ্চিত করা, তাঁদের কণ্ঠস্বর রোধ করার সমান।'

ভোটের মুখে ক্যাগ রিপোর্টে আপ-বিজেপি তর্জা

আবগারি দুর্নীতিতে ক্ষতি ২০২৬ কোটি

নয়াদিল্লি, ১১ জানুয়ারি : বিধানসভা ভোটের মুখে দিল্লির ক্ষমতাসীন আপ সরকারকে ফের অস্বস্তিতে ঠেলে দিল অধুনালুপ্ত আবগারি নীতি সংক্রান্ত আর্থিক কেলেঙ্কারি। ক্যাগের একটি রিপোর্টে দাবি করা হয়েছে, ওই আর্থিক দুর্নীতির কারণে দিল্লির কোষাগারের ২০২৬ কোটি টাকার রাজস্ব ক্ষতি হয়েছে। রিপোর্টে সাফ বলা হয়েছে, যে উদ্দেশ্য নিয়ে ওই নীতি তৈরি করা হয়েছিল, তা পূরণ করতেও ব্যর্থ হয়েছে আবগারি নীতি। উলটে ওই নীতি দেখিয়ে আপ নেতারা মোটা টাকা ঘুষ নিয়েছিলেন বলে ক্যাগ রিপোর্টে উল্লেখ রয়েছে।

বিশেষজ্ঞ কমিটির সুপারিশগুলি দিল্লির প্রাক্তন উপমুখ্যমন্ত্রী মণীশ সিসোদিয়ার নেতৃত্বাধীন মন্ত্রীগোষ্ঠী মানতে অস্বীকার করেছিল। আবগারি দুর্নীতিতে জড়িত থাকার অভিযোগে অরবিন্দ কেজরিওয়াল, মণীশ সিসোদিয়া, সঞ্জয় সিংকে গ্রেপ্তার করেছিল ইডি। সিবিআই-ও পৃথক তদন্ত শুরু করে। কিন্তু গতবছর আপের শীর্ষ তিন নেতাকে জামিনে মুক্তি দেওয়া হয়।

ক্যাগের ওই রিপোর্টটি এখনও পর্যন্ত দিল্লি বিধানসভায় পেশ করা হয়নি। কিন্তু তার আগেই যেভাবে ওই রিপোর্ট ফাঁস হয়েছে, তাতে আপ-বিজেপির মধ্যে প্রবল আকচা-আকচি শুরু হয়েছে। বিজেপি সভাপতি জেপি নাড্ডার তোপ, 'ক্ষমতার বিষে বিষাক্ত, অপশাসনের চূড়ান্ত লুটের আপদা মডেল পুরোপুরি ফুটে উঠেছে। সেটাও আবার মদ নিয়ে। ভোটে ক্ষমতাচ্যুত হওয়া এবং অপকর্মের জন্য শাস্তি পেতে আর মাত্র কয়েক সপ্তাহ বাকি রয়েছে। ক্যাগ রিপোর্টে লিকারগেটের মুখোশ খুলে গিয়েছে।' তাঁর দলের নেতা অনুরাগ ঠাকুর বলেন, 'আপের নীতি যদি ভালোই ছিল, তাহলে তারা সেটি প্রত্যাহার করল কেন? দিল্লির ভাঙাচোরা রাস্তা, নোংরা পানীয় জল, ক্রমবর্ধমান বিদ্যুৎ বিল, পাহাড়প্রমাণ আবর্জনার স্তূপ এবং দূষণের ব্যাপারে আপের কাছে কোনও উত্তর নেই। দিল্লির মানুষ এই আপদা (বিপর্যয়) থেকে মুক্তি চাইছে।' উলটোদিকে আপের রাজ্যসভার সাংসদ সঞ্জয় সিং ওই রিপোর্ট আদৌ যথাযথ কি না তা নিয়ে প্রশ্ন তুলেছেন। তিনি বলেন, 'এই ক্যাগ রিপোর্ট কোথায়? আপনাদের কাছে কি এর কোনও প্রতিলিপি আছে? কোথা থেকে তৈরি হয়েছে এই রিপোর্ট? বিজেপির দপ্তরে কি এই রিপোর্ট দাখিল করা হয়েছে। বিজেপি নেতারা মানসিক ভারসাম্য হারিয়ে ফেলেছেন। ক্যাগ রিপোর্ট এখনও পর্যন্ত বিধানসভায় পেশ করাই হয়নি। অথচ তাঁরা অদ্ভুত সব দাবি তুলছেন।' সুর চড়িয়েছে কংগ্রেসও। দিল্লির প্রদেশ সভাপতি দেবেন্দর যাদব ক্যাগ রিপোর্ট বিধানসভায় পেশ করায় বিলম্ব নিয়ে প্রশ্ন তুলেছেন। রিপোর্টটি চেপে থাকার জন্য বিজেপি ও আপের মধ্যে যোগসাজশ রয়েছে বলেও অভিযোগ তুলেছেন তিনি। দিল্লিতে বিধানসভা ভোট ৫ ফেব্রুয়ারি।

ক্যাগ রিপোর্টে সাফ বলা হয়েছে, অভিযোগ থাকা সত্ত্বেও বিভিন্ন সংস্থাকে নিলাম প্রক্রিয়ায় অংশ নেওয়ার অনুমতি দেওয়া হয়েছিল। সংস্থাগুলির আর্থিক স্বাস্থ্য খতিয়েও দেখা হয়নি। যারা নিয়ম মানেনি তাদের শাস্তিও দেওয়া হয়নি। আবগারি নীতি সংক্রান্ত কোনও সিদ্ধান্ত নেওয়ার ক্ষেত্রে মন্ত্রীসভা কিংবা উপরাজ্যপালের সম্মতিও নেওয়া হয়নি।

> ক্ষমতার বিষে বিষাক্ত, অপশাসনের চূড়ান্ত লুটের আপদা মডেল পুরোপুরি ফুটে উঠেছে। সেটাও আবার মদ নিয়ে। ক্যাগ রিপোর্টে লিকারগেটের মুখোশ খুলে গিয়েছে।
>
> **জেপি নাড্ডা**

> এই ক্যাগ রিপোর্ট কোথায়? কোথা থেকে তৈরি হয়েছে এই রিপোর্ট? ক্যাগ রিপোর্ট এখনও পর্যন্ত বিধানসভায় পেশ করাই হয়নি। অথচ তাঁরা অদ্ভুত সব দাবি তুলছেন।
>
> **সঞ্জয় সিং**

অসমে খনি থেকে আরও ৩ দেহ উদ্ধার, মৃত বেড়ে ৪

গুয়াহাটি, ১১ জানুয়ারি : অসমের ডিমা হাসাও জেলার উমরাংশুর কয়লাখনিতে আটকে থাকা আরও তিন শ্রমিকের মৃতদেহ উদ্ধার করা হয়েছে। এই নিয়ে মৃতের সংখ্যা বেড়ে দাঁড়িয়েছে চার। গত সোমবার হঠাৎ খনিতে জল ঢুকে যাওয়ায় ৯ জন শ্রমিক সেখানে আটকে পড়েন।

খনি থেকে প্রথম মৃতদেহটি উদ্ধার হয় বুধবার। শনিবার সকালে উদ্ধার হওয়া তিন শ্রমিকের মধ্যে একজনকে শনাক্ত করা হয়েছে। তিনি হলেন ২৭ বছর বয়সি লিজেন মাগার। তিনি ডিমা হাসাও জেলার উমরাংশুর বাসিন্দা। অসমের মুখ্যমন্ত্রী হিমন্ত বিশ্ব শর্মা এক এক্স পোস্টে লিখেছেন, 'উদ্ধার অভিযান চলছে। এই দুঃসময়ে শোকাহত পরিবারের প্রতি আমাদের সমবেদনা। আমরা এখনও আশা ধরে রেখেছি।'

মুখ্যমন্ত্রী জানিয়েছেন, খনিটি ১২ বছর আগে পরিত্যক্ত হলেও অবৈধ নয়। তিন বছর আগে পর্যন্ত খনিটি অসম মিনারেল ডেভেলপমেন্ট কর্পোরেশনের অধীনে ছিল। তাঁর কথায়, 'এটি অবৈধ খনি নয়, তবে পরিত্যক্ত ছিল। শ্রমিকরা সেদিন প্রথমবার সেখানে কয়লা তুলতে গিয়েছিলেন। এ ঘটনায় শ্রমিক দলের নেতাকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে এবং পুলিশ তদন্ত চালিয়ে যাচ্ছে।'

৩১০ ফুট গভীর ওই খনি থেকে জল বের করার চেষ্টা চলছে। তেল ও প্রাকৃতিক গ্যাস কর্পোরেশন (ওএনজিসি) এবং কেন্দ্রীয় সংস্থা কোল ইন্ডিয়া থেকে আনা বিশেষ যন্ত্র ব্যবহার করা হয়েছে জল নিষ্কাশন করতে। তবে খনির জল কয়লার সঙ্গে মিশে অ্যাসিডিক হয়ে যাওয়ায় ডুবুরিদের কাজ কঠিন হয়ে পড়েছে। ফলে জীবিত অবস্থায় একজনকেও আর উদ্ধার করা সম্ভব কি না, তা নিয়ে সংশয় তৈরি হয়েছে।

ধ্বংসস্তূপ সরিয়ে আটকে পড়া শ্রমিকদের উদ্ধারের কাজ চলছে কনৌজ রেলস্টেশনে। শনিবার।

নির্মীয়মাণ ছাদ ভেঙে আটকে শ্রমিকরা

কনৌজ, ১১ জানুয়ারি : উত্তরপ্রদেশের কনৌজ রেলস্টেশনের একাংশে নির্মাণকাজ চলছিল। আচমকা হুড়মুড়িয়ে ভেঙে পড়ে নির্মীয়মাণ অংশের ছাদ। ধ্বংসস্তূপের নীচে আটকে পড়েছেন কমপক্ষে ২৪ জন শ্রমিক। তাঁদের মধ্যে কতজন জীবিত রয়েছেন তা নিয়ে আশঙ্কা জোরালো হচ্ছে। রেলকর্মীদের সঙ্গে উদ্ধারকাজে নেমেছে পুলিশ, দমকলবাহিনী।

কনৌজ স্টেশন

স্থানীয় সূত্রে খবর, দুর্ঘটনার সময় ৩৫ জন শ্রমিক সেখানে কাজ করছিলেন। ১১ জনকে উদ্ধার করা সম্ভব হয়েছে। কয়েকজনের আঘাত গুরুতর। তাঁদের হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে। কনৌজের জেলা শাসক শুভ্রান্তকুমার শুক্লা বলেন, 'স্টেশন চত্বরে যে নির্মাণকাজ চলছিল সেটির ছাদ ভেঙে পড়েছে। আটকে পড়া শ্রমিকদের বার করে আনতে সবরকম চেষ্টা চালানো হচ্ছে।'

উদ্ধারকাজে গতি আনতে রাজ্য বিপর্যয় মোকাবিলা বাহিনীকে তলব করার কথা জানিয়েছেন তিনি। আহতদের দ্রুত হাসপাতালে নিয়ে যাওয়ার জন্য স্টেশন চত্বরে ১২টি অ্যাম্বুল্যান্স রাখা হয়েছে। ঘটনার পরেই ক্ষতিপূরণ ঘোষণা করেছে উত্তরপ্রদেশ সরকার। আহতদের ৫০ হাজার টাকা করে দেওয়ার কথা জানানো হয়েছে। যাঁদের চোট গুরুতর নয়, তাঁরা ৫ হাজার টাকা ক্ষতিপূরণ পাবেন।

মৃত্যু আপ বিধায়কের

চণ্ডীগড়, ১১ জানুয়ারি : নিজের লাইসেন্সপ্রাপ্ত পিস্তল থেকে গুলি ছিটকে মৃত্যু হল পঞ্জাবের লুধিয়ানা পশ্চিমের আপ বিধায়ক গুরপ্রীত বাসসি গোগীর। রক্তাক্ত অবস্থায় তাঁকে হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হলে সেখানে আপ বিধায়ককে মৃত বলে ঘোষণা করা হয়। ডিসিপি জসকরণ সিং তেজা বলেন, 'শুক্রবার মধ্যরাতে এই ঘটনা ঘটেছে। আমরা তদন্ত করছি।' দেশি-বিদেশি পুরোনো ভিন্টেজ গাড়ি এবং বন্দুকের সংগ্রাহক হিসেবে যথেষ্ট নামডাক ছিল গোগীর। দলীয় বিধায়কের মর্মান্তিক মৃত্যুতে গভীর শোকপ্রকাশ করেছেন পঞ্জাবের মুখ্যমন্ত্রী ভগবন্ত মান।

১০ দিন আগেই রাম মন্দিরের প্রতিষ্ঠা বার্ষিকী

অযোধ্যা, ১১ জানুয়ারি : শনিবার উৎসাহ-উদ্দীপনা, হোমযজ্ঞ ও বৈদিক মন্ত্রোচ্চারণের মধ্য দিয়ে পালিত হল অযোধ্যার রাম মন্দিরে রামলালার প্রাণপ্রতিষ্ঠা মহোৎসবের প্রথম বর্ষপূর্তি অনুষ্ঠান। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি এই উপলক্ষ্যে দেশবাসীকে শুভেচ্ছা জানিয়ে এক্সে লেখেন, 'ভারতীয় সংস্কৃতি ও আধ্যাত্মিক ক্ষেত্রে এই মন্দির এক মহান ঐতিহ্য। শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরে ত্যাগ, সংগ্রাম এবং ভক্তিনিষ্ঠার দ্বারা এই মন্দির স্থাপিত হয়েছে।'

গতবছর ২২ জানুয়ারি প্রধানমন্ত্রী রাম মন্দিরের উদ্বোধন ও রামলালার প্রাণপ্রতিষ্ঠা করেন। কিন্তু এবার শ্রীরাম জন্মভূমি তীর্থক্ষেত্র ট্রাস্ট ১১ জানুয়ারি প্রথম বর্ষপূর্তি পালন করার কথা জানায়। হিন্দু তিথিনক্ষত্র মেনে শনিবারই এই অনুষ্ঠান হয়। ট্রাস্টের ব্যাখ্যা, গতবছর প্রাণপ্রতিষ্ঠা হয়েছিল হিন্দু পঞ্জিকা অনুযায়ী পৌষ মাসের শুক্ল দ্বাদশীতে। যাকে কূর্ম দ্বাদশীও বলা হয়। এবছর এই তিথিটি পড়েছে ১১ জানুয়ারি। সেই কারণে এদিনই অযোধ্যায় প্রাণপ্রতিষ্ঠার বার্ষিক উৎসব পালিত হয়েছে।

৬৪ জনের যৌন হেনস্তার শিকার দলিত তরুণী

তিরুবনন্তপুরম, ১১ জানুয়ারি : এক দলিত কিশোরীকে একটানা পাঁচ বছর দলবেঁধে যৌন নির্যাতনের অভিযোগ উঠল কেরলের পাঠানমথিত্তা জেলায়। অভিযোগ, ৬৪ জন নাগাড়ে যৌন অত্যাচার করে গিয়েছে ওই দলিত কিশোরীকে। মাত্র তেরো বছর বয়সে প্রথম যৌন হেনস্তার শিকার হন খেলাধুলোয় পারদর্শী ওই কিশোরী। কিন্তু এতদিন এ কথা তিনি কাউকে জানাতে পারেননি স্রেফ লজ্জায়। বর্তমানে ওই কিশোরীর বয়স আঠারো। সম্প্রতি একটি স্বেচ্ছাসেবী সংস্থার মনোসমীক্ষণের সময় তিনি সত্য কথা জানিয়ে দেন। তরুণী বলেন, পর্নোগ্রাফি দেখিয়ে তাঁকে ধর্ষণ করা হত।

কেরলের পাঠানমথিত্তা এলাকায় 'মহিলা সমাক্য' নামের এক স্বেচ্ছাসেবী সংস্থার তরফে রুটিন কাউন্সেলিংয়ের কাজ করা হচ্ছিল। ওই তরুণীর বাড়িতে গিয়ে তাঁর সঙ্গে কথা বললে কৈশোরে হেনস্তার বিষয়টি সামনে আসে। পাঁচ বছর ধরে তাঁকে কী অবর্ণনীয় যৌন হয়রানির শিকার হতে হয়েছিল, সে কথা তরুণী কবুল করেন সংস্থার মনোচিকিৎসকদের সঙ্গে একান্ত আলাপচারিতায়। পাঠানমথিত্তা শিশুকল্যাণ সমিতি (সিডব্লিউসি)-র সঙ্গে এরপর কথা বলেন সংস্থার কর্তাব্যক্তিরা। তরুণী বলেন, তিনি খেলা ভালোবাসতেন। স্কুলে সবরকম খেলায় নিয়মিত অংশও নিতেন। সেই সময়েই যৌন নির্যাতনের শিকার হন তিনি। সেই নির্যাতনের ভিডিও তুলে ছড়িয়ে দেওয়া হয়। সেই থেকে তিনি আতঙ্কে ভুগতে থাকেন।

সিডব্লিউসি-র অভিযোগের ভিত্তিতে ওই ঘটনায় এপর্যন্ত ১৫ জনকে গ্রেপ্তার করেছে পাঠানমথিত্তা জেলার পুলিশ। তরুণীর বয়ান নথিভুক্ত করে শুরু হয়েছে তদন্তও। বাকি অভিযুক্তদের খোঁজ করছে পুলিশ। পাঠানমথিত্তা জেলা চেয়ারপার্সন এন রাজীব জানান, অভিযোগ গুরুতর। তরুণীর সুরক্ষায় সমস্ত পদক্ষেপ করা হবে। তাঁর কথায়, 'মামলটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। স্কুলের অষ্টম শ্রেণি থেকে একজন যৌন নির্যাতনের শিকার হচ্ছেন, ভাবা যায় না। বিষয়টি গুরুত্ব দিয়েই দেখা হচ্ছে। দোষীরা শীঘ্রই ধরা পড়বে।'

সঙ্গীকে খুন করে ৮ মাস ফ্রিজে

ভোপাল, ১১ জানুয়ারি : শ্রদ্ধা ওয়াকারকে খুনের পর দেহটি ৩৫ টুকরো করে বিভিন্ন জায়গায় ছড়িয়ে দিয়েছিল তার লিভ-ইন পার্টনার আফতাব পুনেওয়ালা। দিল্লির সেই ঘটনার নৃশংসতা গোটা দেশকে নাড়িয়ে দিয়েছিল। এবার শ্রদ্ধা কাণ্ডের ছায়া দেখা গেল মধ্যপ্রদেশে। ভোপালে লিভ-ইন পার্টনারকে খুন করে মাসের পর মাস ফ্রিজে ভরে রাখার অভিযোগ উঠেছে এক বিবাহিত ব্যক্তির বিরুদ্ধে। অভিযুক্ত সঞ্জয় পাতিদারকে গ্রেপ্তার করেছে পুলিশ। জেরায় সে জানিয়েছে, ৫ বছর ধরে পিঙ্কি প্রজাপতি নামে ওই মহিলার সঙ্গে তার সম্পর্ক ছিল।

পিঙ্কিকে নিয়ে ভোপালে ভাড়া বাড়িতে থাকছিল সঞ্জয়। পিঙ্কি বিয়ের জন্য তাকে চাপ দিচ্ছিলেন। কিন্তু রাজি হয়নি সঞ্জয়। চাপমুক্ত হতে গতবছর জুন মাসে পিঙ্কিকে খুন করে সঞ্জয়। তারপর বাড়ির ফ্রিজে দেহটি ভরে রাখে। ৮ মাস বাদে শুক্রবার ফ্রিজ থেকে পচাগলা দেহটি বের করে পুলিশ। তখনও দেহে শাড়ি-গয়না ছিল। হাত-পা বাঁধা ছিল দড়ি দিয়ে।

পুলিশ জানিয়েছে, উজ্জয়িনীর বাসিন্দা সঞ্জয় বিবাহিত। পিঙ্কির সঙ্গে বিবাহ বহির্ভূত সম্পর্কে জড়িয়ে পড়েছিল সে। কিছু দিন লিভ-ইন সম্পর্কে থাকার পর পিঙ্কি সঞ্জয়কে বিয়ের জন্য চাপ দিচ্ছিলেন। দু-জনের মধ্যে প্রায়ই ঝগড়াঝাঁটি হত। পিঙ্কিকে খুন করার পর দেহটি ফ্রিজের মধ্যে রেখে দেয়। তারপর আর খুব একটা ভাড়া বাড়িতে যেত না সে। সম্প্রতি বাড়িওয়ালা ঘরের বিদ্যুৎ সংযোগ বন্ধ করে দিয়েছিলেন। এর কয়েকঘণ্টা পর থেকেই ঘর থেকে পচা গন্ধ বেরোতে থাকে। এরপরই খুনের বিষয়টি জানাজানি হয়।

বহাল স্টর্মি-অস্বস্তি, ক্ষুব্ধ ট্রাম্প

ওয়াশিংটন, ১১ জানুয়ারি : আর মাত্র ৯ দিন। তারপরই ৪ বছরের জন্য 'বিশ্বের সবচেয়ে শক্তিধর' দেশের সর্বশক্তিমান নেতা হবেন তিনি। কিন্তু মার্কিন প্রেসিডেন্টের কুর্সিতে বসার ঠিক আগেই পর্ন তারকা স্টর্মি ড্যানিয়েলসকে ঘুষ দেওয়ার অপরাধে দোষী সাব্যস্ত হয়ে বেজায় অস্বস্তিতে ডোনাল্ড ট্রাম্প। তাঁর যাবতীয় ক্ষোভের নিশানায় ডেমোক্র্যাট পার্টি ও জো বাইডেনের সরকার। শুক্রবার ম্যানহাটন আদালত তাঁকে 'নিঃশর্ত মুক্তি' দিলেও দোষী ঘোষণা করেছে। ফলে এই প্রথম ঘুষ দেওয়ার মতো অপরাধে দোষী সাব্যস্ত এক ব্যক্তি আমেরিকার প্রেসিডেন্ট পদে বসতে চলেছেন।

ঘটনাপ্রবাহ সেইদিকে মোড় নিতেই বিরোধীদের বিরুদ্ধে তোপ দাগতে শুরু করেছেন ট্রাম্প। আদালতের রায়কে 'ঘৃণ্য প্রহসন' বলে উল্লেখ করে ডেমোক্র্যাটদের বিরুদ্ধে 'ডাইনি শিকার'-এর কায়দায় তাঁকে রাজনৈতিকভাবে খতম করার চেষ্টার অভিযোগ এনেছেন। আমেরিকার ভাবী প্রেসিডেন্টের বক্তব্য, 'আজকের ঘটনাটি ছিল একটি ঘৃণ্য প্রহসন। এটি শেষ হয়ে গেলেও আমরা এই প্রতারণার বিরুদ্ধে আপিল জানাব। এসবের কোনও প্রয়োজন ছিল না। আমরা আমেরিকার মহান রাষ্ট্রব্যবস্থার প্রতি জনগণের আস্থা পুনরুদ্ধার করব।' পর্যবেক্ষকদের মতে, প্রেসিডেন্ট হওয়ার পরেও আইনি পথে নিজেকে নির্দোষ প্রমাণের চেষ্টা চালিয়ে যাবেন ট্রাম্প। স্টর্মি ড্যানিয়েলসকে ঘুষ মামলায় নিম্ন আদালতের সাজা ঘোষণা স্থগিত রাখতে সুপ্রিম কোর্টে আবেদন জানিয়েছিলেন তিনি। ঘটনাচক্রে শুক্রবারই সেই আবেদন খারিজ করে দেয় আমেরিকার শীর্ষ আদালত।

সুপ্রিম কোর্টের পর্যবেক্ষণ, মার্কিন প্রেসিডেন্টের সরকারি কাজকর্মের আইনি রক্ষাকবচ থাকে। তবে সেই বিষয়টির সঙ্গে ঘুষ মামলার সম্পর্ক নেই। ট্রাম্পের এদিনের বক্তব্য থেকে স্পষ্ট, সুপ্রিম-রায়ের বিরুদ্ধে নতুন করে আবেদন জানাতে পারেন তাঁর আইনজীবীরা। তাঁর সঙ্গে শারীরিক সম্পর্কের কথা গোপন রাখতে ২০১৬-য় স্টর্মি ড্যানিয়েলসকে ১.৩ লক্ষ ডলার ঘুষ দেওয়ার অভিযোগে দোষী সাব্যস্ত হয়েছেন ট্রাম্প। স্টর্মিকে টাকা পৌঁছে দেওয়ার কথা স্বীকার করেছেন ট্রাম্পের প্রাক্তন আইনজীবী মাইকেল কোহেন।

আমি পারতাম

ওয়াশিংটন, ১১ জানুয়ারি : প্রেসিডেন্ট নির্বাচনের মাঝপথে ময়দান না ছেড়ে যদি লড়াই চালিয়ে যেতেন তাহলে তাঁর জয়ের সম্ভাবনা ছিল। বিদায়বেলায় এক সাংবাদিক বৈঠকে এমনটাই দাবি করেছেন মার্কিন প্রেসিডেন্ট জো বাইডেন। পাশাপাশি ডেমোক্র্যাট প্রার্থী হিসাবে কমলা হ্যারিসেরও রিপাবলিকান ডোনাল্ড ট্রাম্পকে হারানোর ক্ষমতা ছিল বলে জানিয়েছেন তিনি। বাইডেন বলেন, 'ট্রাম্পকে হারাতে পারতাম বলেই আমার মনে হয়। কমলার পক্ষেও সেটা সম্ভব ছিল।' ২০২০-তে ট্রাম্পকে হারিয়ে প্রেসিডেন্ট নির্বাচনে জয়কে 'জীবনের সেরা সম্মান' বলে মনে করেন বাইডেন।

> আজকের ঘটনাটি ছিল একটি ঘৃণ্য প্রহসন। এটি শেষ হয়ে গেলেও আমরা এই প্রতারণার বিরুদ্ধে আপিল জানাব। এসবের কোনও প্রয়োজন ছিল না।
>
> **ডোনাল্ড ট্রাম্প**

দুঃসাহসিক খুন
(৩ জানুয়ারি)

মালদা শহরে দিনেরবেলায় প্রকাশ্যে গুলি চালিয়ে দাপুটে তৃণমূল নেতা বাবলা সরকারকে খুন। ঘটনার রেশ পৌঁছাল নবান্ন পর্যন্ত।

সীমান্তে বাধা
(৩ জানুয়ারি)

কুচলিবাড়ির নাকারেরবাড়ির গোলাপাড়ায় কাঁটাতারের বেড়া নেই। এখানে বেড়া দিতে গিয়ে বিএসএফ-কে বাংলাদেশি দুষ্কৃতীদের বাধার মুখে পড়তে হচ্ছে।

ফের স্কুলে
(৫ জানুয়ারি)

জমানো খুচরো টাকা নিয়ে স্কুলছুট কিশোর ফের স্কুলে ভর্তি হল। চাকুলিয়া হাইস্কুলের এই ঘটনা সকলকে সমানভাবে ছুঁয়ে গেল।

অবশেষে হাসপাতাল
(৭ জানুয়ারি)

জয়গাঁ প্রাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্রকে হাসপাতালে উন্নীত করা হচ্ছে। এখানে ৫০টি বেডে রোগীদের চিকিৎসা পরিষেবা দেওয়া হবে। এলাকায় খুশির হাওয়া।

সানি সরকার

হাকিমপাড়ার কাঠের বাড়িগুলি প্রায় সবই উধাও। সুকনা, শালবাড়ি, শালুগাড়ায় আকাশছোঁয়া বহুতলের সারি। নগরায়ণের জাঁতাকলে সমানে পিষ্ট শিলিগুড়ি। শহর থেকে সবুজ রংটা ক্রমেই গায়েব হয়েই চলেছে।

উন্নয়ন।। *শিলিগুড়ি গেটের কাছে ছবিটি তুলেছেন সূত্রধর।*

সবুজ নয় অবুঝ শিলিগুড়ি

তখন সবুজের সমাহার।। *শিলিগুড়ি গেটের কাছে একই জায়গায়।*

সূর্যনগর না ডাবগ্রাম, তর্কটা চলে আজও। কারও মতে এলাকার নাম সূর্যনগর, কারও যুক্তি এলাকার পরিচিতি ডাবগ্রামে। কেন এমন বিরোধ, তার খোঁজ মেলে অতীতের পাতায়। ডাবগ্রামের পরিচয়ের মূলেই রয়েছে বন দপ্তরের ডাবগ্রাম বিট অফিস। কয়েক দশক আগে বৈকুণ্ঠপুর বন বিভাদের ডাবগ্রাম বিট অফিস ছিল সূর্যনগরে। মুখে মুখে সূর্যনগর হয়ে যায় ডাবগ্রাম। বিট অফিস বলতে বনাঞ্চলের মাঝে বন দপ্তরের কার্যালয়। আজ বনও নেই, অস্তিত্বহীন বিট অফিস। খুঁজে পাওয়া যায় না লাল ইটের রাস্তার দু'ধারে কাঁচা ড্রেন, টিনের চালের বাড়ির চারদিকে গাছগাছালি। গাছের মতো মাথা তুলে দাঁড়িয়ে একের পর এক বহুতল, নানান রংয়ের।

চোখের সামনে ভাসে হাকিমপাড়ার বদলে যাওয়া ছবিটা। গাছের তলায় সারি সারি কাঠের বাড়ি আর নেই। পরিবর্তে সেই বহুতল। এমন উদাহরণের শেষ নেই। এখন তো সুকনা, শালবাড়ি, শালুগাড়াতেও আকাশ ছুঁতে চাওয়া বহুতলের সারি। একেই নাকি বলে নগরায়ণ। এই নগরায়ণ এবং উন্নয়নের জাঁতাকলে পরিধি বাড়ছে শহর শিলিগুড়ির। ক্রমশই সংকুচিত হচ্ছে বৈকুণ্ঠপুর বনাঞ্চল, এমনকি মহানন্দা অভয়ারণ্যও। নানা রংয়ের বাড়িতে হারিয়ে যাচ্ছে সবুজ রং। প্রতিবাদ করলেই উন্নয়নবিরোধী বলে দাগিয়ে দেওয়া হচ্ছে। তাই, প্রতিবাদীরা একঘরে। যেমন, বর্তমানে স্টেশন ফিডার রোড চওড়া করার জন্য একের পর এক গাছ উপড়ে ফেলা হচ্ছে। একা 'কুম্ভ' হয়ে গাছ বাঁচাতে লড়াই শুরু করেছেন বিধায়ক শংকর ঘোষ। বন্ধ করে দিয়েছেন পুরনিগমের এই উদ্যোগ। তাঁর সঙ্গে মেয়র গৌতম দেবের বেধেছে তর্জা। শংকর যে তাঁর লড়াই বেশি দূর টেনে নিয়ে যেতে পারবেন না, পালটা সমালোচনার মুখে পড়তে হবে, তার প্রমাণ মিলছে কেন্দ্রীয় সরকারের এলিভেটেড হাইওয়ে বা করিডর নির্মাণের সিদ্ধান্তে। বালাসন থেকে এলিভেটেড হাইওয়ে শেষ হয়েছে সেবক সেনাছাউনিতে। এখান থেকেই সেবক বাজার পর্যন্ত এলিভেটেড করিডর টেনে নিয়ে যাওয়ার জন্য নীতিন গড়করির সড়ক ও পরিবহণমন্ত্রক বরাদ্দ করেছে ১,৪০০ কোটি টাকা। অর্থাৎ, এশিয়ান হাইওয়ের মতো ফের একের পর এক গাছে কোপ পড়বে। শংকর কি পারবেন এই ক্ষেত্রে রুখে দাঁড়াতে, যেমনটা করেছিলেন লাটাগুড়ির ক্ষেত্রে?

বিরোধ প্রসঙ্গে মনে পড়ে যায় নয়ের দশকের একটি ঘটনা। অশোক ভট্টাচার্যের নেতৃত্বে সে সময় সেবক রোড চওড়া করার সিদ্ধান্ত নেয় তৎকালীন বাম সরকার। প্রতিবাদী হয়ে ওঠে হিমালয়ান নেচার অ্যান্ড অ্যাডভেঞ্চার ফাউন্ডেশন (ন্যাফ) সহ বেশ কয়েকটি সংগঠন, ক্লাব। প্রতিবাদটা এতটাই জোরালো হয়েছিল যে 'গণভোট'-এর ব্যবস্থা করে প্রশাসন। গাছ না উন্নয়ন, বাছাইয়ের ভোট। লাইনে দাঁড়ালেন সাধারণ মানুষ। আর পাঁচটা নির্বাচনের মতো ভোট দিলেন। রেজাল্ট উন্নয়নের পক্ষে। শয়ে-শয়ে গাছে করাত পড়ল। ওই ভোট ছিল লোকদেখানো, গণনায় কারচুপির অভিযোগ এনে আজও স্মৃতিচারণা করেন পরিবেশপ্রেমীরা। অর্থাৎ, শাসকের রং যাই হোক, বৃক্ষচ্ছেদন-উন্নয়নের পক্ষে সব দলই।

শিলিগুড়িতে এই 'উন্নয়ন যজ্ঞ'র সূচনা সাতের দশকে। সে সময় থেকেই জনবসতির সংখ্যা বৃদ্ধির শুরু। প্রথমে বাংলাদেশ ও অসম থেকে মানুষের ছুটে আসা, সঙ্গে কাজের খোঁজে বা মাথা গোঁজার টানে বিহার ও নেপালের বাসিন্দাদের চলে আসা। নদীর ধারে থাকা গাছ কেটে গড়ে উঠল একের পর এক বসতি। কাটা পড়ল জঙ্গলও। এই সেদিনও আশিঘর মোড়ে ছিল বৈকুণ্ঠপুর জঙ্গল। এখন ফাড়াবাড়িতেও মানুষের বসবাস। একান্নবর্তী পরিবারে ভাঙন ধরায় টান পড়ল ঘরের। আটের দশক থেকে শুরু হল ফ্ল্যাট কালচার। ভাঙা পড়তে শুরু করল টিনের বাড়িগুলি, কাটা পড়ল পাড়ায় পাড়ায় বাড়ির চারদিকে থাকা গাছগুলি। এখন বাড়ির পরিবর্তে ফ্ল্যাট। তাতে নানা রং। খোঁজ মেলে না শুধু সবুজের। নয়ের দশকে চাঁদমণি চা বাগান ধ্বংস করে উপনগরী গড়ে তোলা হয়। এর জেরে প্রতিবাদী আন্দোলনে মৃত্যুর ঘটনাও ঘটে।

তবে আশার বিষয় বলতে, দেরি হলেও এ বিষয়ে 'বেড়ি' পরাতে চাইছে বন ও পরিবেশমন্ত্রক। বৈকুণ্ঠপুর বনাঞ্চল এবং মহানন্দা অভয়ারণ্যের লাগোয়া পাঁচ কিলোমিটার ইকো সেনসিটিভ জোন হিসেবে চিহ্নিত করে রাজ্যের কাছে পরামর্শ চাওয়া হয়েছে। অর্থাৎ, এই জোনে আর কোনও নির্মাণকাজ করা যাবে না। ভাঙা পড়তে পারে বহুতলগুলি। ফলে ত্রাহি ত্রাহি রব উঠে গিয়েছে। লগ্নির কী হবে, উঠছে সেই প্রশ্নও। তাই একের পর এক বৈঠক হলেও সবপক্ষ সহমত হতে পারছে না। সিদ্ধান্তের বিষয়ে কেন্দ্রকে জানাতে পারছে না স্থানীয় প্রশাসন। এই ইকো সেনসিটিভ জোনের মধ্যে এবং মহানন্দা নদীতে গুলমায় গড়ে উঠেছে রিসর্ট। প্রশাসন নাকি জানতই না। ভাবা যায়!

বাড়বে গতি
(৮ জানুয়ারি)

সেবক সেনাছাউনি থেকে সেবক বাজার পর্যন্ত ১৪ কিলোমিটার এলিভেটেড করিডরের জন্য সড়ক পরিবহণমন্ত্রক ১৪০০ কোটি টাকা বরাদ্দ করল।

মাছের মিউজিয়াম
(৮ জানুয়ারি)

উত্তরবঙ্গে মেলে এমন ১৫৬টি মাছ নিয়ে অভিনব এক মিউজিয়াম বানিয়ে মাথাভাঙ্গার ভেলাকোপা গ্রামের বাসিন্দা লক্ষ্মীকান্ত বর্মন তাক লাগিয়েছেন।

অডিট শুরু
(৮ জানুয়ারি)

আবাস দুর্নীতির তদন্তে রাজ্য সরকারের বিশেষ অডিট টিমের সদস্যরা মাল পুরসভায় এলেন। স্বপন সাহা ঘনিষ্ঠের গাড়িতে চেপে আসায় বিতর্ক।

দুয়ারে হাতি।। *ফালাকাটা শহরের সুভাষপল্লিতে হাতি। গত বৃহস্পতিবার।*

ভাস্কর শর্মা

ফালাকাটা শহরে হাতির হানাদারি আজকাল যেন রুটিন ব্যাপার হয়ে দাঁড়িয়েছে। প্রায় নয় বছর আগে শুরু। তারপর থেকে শহরে লাগাতার হাতি আসছে। অবশ্য হাতির আর দোষ কী! তাদের চলাফেরার করিডর আটকে বসতি গড়ে উঠলে তারা তো পুরোনো জায়গায় আসবেই। সমস্যা এখনও ছোট, বড় হতে কিন্তু দেরি নেই।

ফের ফালাকাটায়

ঠিক এক বছর আগের কথা। গত বছর ৯ ফেব্রুয়ারি ফালাকাটা শহরে হাতি ঢুকেছিল। শুধু তাই নয়, হাতি ঢুকে শহরে বেশ কিছু ক্ষতিও করেছিল। এবারের হানাদারি অবশ্য একটু আগে। ৯ জানুয়ারি। ফের হাতি ঢুকল শহরে। দুটিতে মিলে বেশ ভাঙচুরও করল। গত কয়েক বছরে বেশ কয়েকবার হাতির তাণ্ডব দেখেছে শহর ফালাকাটা। এখনও পর্যন্ত মারাত্মক তেমন ক্ষয়ক্ষতির খবর না পাওয়া গেলেও হাতির হানাদারির ঘটনায় বাসিন্দারা যথেষ্টই আতঙ্কিত।

বন দপ্তর সূত্রে খবর, ফালাকাটা শহরে ২০১৬-'১৭ সালে হাতি এসেছিল। সেবার সারদান্দপল্লি, অরবিন্দপাড়া দিয়ে হাতির পাল তাণ্ডব চালিয়েছিল। ২০১৯ সালে ফের শহরে আসে হাতি। ওই সময় ৩১ মে ভোর থেকে সারাদিন জলদাপাড়া বনাঞ্চলের এক বুনো হাতি তাণ্ডব চালায় ফালাকাটা শহরে। সুভাষপল্লি ও মাদারি রোডেও হামলা চালায় হাতিটি। একইভাবে ওই বছর ২৯ অক্টোবর মাঝরাতে শহরের একাধিক রাস্তায় দাপিয়ে বেড়ায় একটি বুনো। সেবার ট্রাফিক পুলিশের সিসিটিভি ক্যামেরায় ধরা পড়ে হাতির সেই দাপুটে চলাফেরার দৃশ্য। ২০২৩ সালের নভেম্বর মাসেও হাতির তাণ্ডব চালায় ফালাকাটায়। তবে সেটি সেবার শহরে সেরকম ক্ষতি করতে পারেনি। ২০২৪ সালের ৯ ফেব্রুয়ারি ফের হাতি বের হয় শহরে। গত বছর শিশু সদন স্কুলেও হাতি ঢুকে পড়ে। তবে বন দপ্তর সজাগ থাকায় বড়সড়ো কোনও ক্ষতি হয়নি। পরে ওই হাতিটি শিশু সদন ও রেমন্ড মেমোরিয়াল হাইস্কুলের পাশ দিয়ে বেরিয়ে যায়। এরপর এবারের ৯ জানুয়ারির ঘটনা।

ঘটনাগুলিকে কেন্দ্র করে অনেকেই উদ্বিগ্ন। ফালাকাটার পরিবেশপ্রেমী ডাঃ প্রবীর রায়চৌধুরীর কথায়, 'ফালাকাটার আশপাশে আছে জলদাপাড়া বনাঞ্চল। কিন্তু এই বনাঞ্চলে চলছে ক্রমশ বৃক্ষচ্ছেদন। ফলে বুনোদের খাদ্যভাণ্ডারে টান পড়ছে। পাশাপাশি হাতির করিডরে তৈরি হচ্ছে মানুষের সৃষ্ট নানা প্রতিবন্ধকতা। এসবের জেরে খাদ্যের সন্ধান কিংবা করিডরে দিকভ্রষ্ট হয়েই হাতির দল ফালাকাটা শহরে ঢুকছে।' শিক্ষক সুমিত দাসের বিশ্লেষণ, 'ভৌগোলিক দিক থেকে ডুয়ার্সের একাধিক এলাকাতেই ছিল হাতির সেফ করিডর। ওই করিডর আজ অবরুদ্ধ। তাই বারবার করিডরের বদলে অন্যত্র হাতি সহ বিভিন্ন বন্যপ্রাণ ঢুকে পড়ছে। বন সহ আমাদের সবার আরও বেশি করে গাছ লাগানো দরকার।'

ফালাকাটা শহরে এভাবে বারবার হাতির হানাদারির ঘটনায় বন দপ্তরের দিকেই অভিযোগের আঙুল। ফালাকাটার একটি সামাজিক সংগঠনের সভাপতি শুভজিৎ সাহার কথায়, 'ফালাকাটা শহরে এখন প্রতি বছর হাতি ঢুকে পড়ছে। তাই বন সংলগ্ন এলাকা বাদেও এখন হাতি নিয়ে শহরেও সচেতনতা প্রচার করা প্রয়োজন। বন দপ্তরের এ বিষয়ে আরও সচেতন পদক্ষেপ প্রয়োজন। জলদাপাড়ার ডিএফও পারভিন কাশোয়ানের অবশ্য বক্তব্য, 'সম্ভবত দলছুট হাতি কোনওভাবে এখানে ঢুকে পড়েছে। লোকালয়ে যাতে হাতি না আসে সেজন্য আমরা সমস্তরকম পদক্ষেপ করছি।'

সমস্যা এখনও ছোট, বড় হতে কিন্তু দেরি নেই বলেই আশঙ্কা। দ্রুত পদক্ষেপের দাবি জোরালো হয়েছে।

পরিযায়ী পাচার ?

পঙ্কজ মহন্ত

কাজের খোঁজে অন্য রাজ্যে যাওয়াটা সাধারণ বিষয়। কিন্তু সেখানে যাওয়ার পর একরকম গায়েব হয়ে যাওয়ার বিষয়টি অস্বাভাবিক বটে। বালুরঘাটের ভূষিলা গ্রাম এমন কয়েকটি ঘটনার সাক্ষী। পরিস্থিতি যথেষ্টই প্রতিকূল।

জীবন যেমন।। *বালুরঘাটের ভূষিলা গ্রামে।*

হয়তো আমাকে কারও মনে নেই, আমি যে ছিলাম এই গ্রামেতেই।

১৯৮১ সালের সিনেমা 'প্রতিশোধ'-এ কিশোরকুমারের গাওয়া হিট গান। দারুণ মন ভালো করা। বালুরঘাটের ভূষিলা গ্রামের অবশ্য এই গান ভালো লাগে না। কেননা, গ্রামের অনেকেরই তো আর এলাকায় ফিরে আসা ইদানীং হয়ে উঠছে না। গ্রামের শ্রমজীবীরা কিছু বাড়তি আয়ের আশায় কয়েক হাজার কিলোমিটার দূরে পাড়ি দিয়েছিলেন। অনেকেরই আর বাড়ি ফেরা হয়নি।

মূলত দালালদের হাত ধরেই বেশি রোজগারের প্রলোভনে তাঁদের বাড়ি ছাড়া। প্রথমে তিন মাসের চুক্তিভিত্তিক কাজের জন্য তাঁদের নিয়ে যাওয়া হচ্ছে বলে দালালরা আশ্বাস দেয়। পরে অনেকেরই আর সময়মতো বাড়ি ফেরা হয় না। কারণ জিজ্ঞাসা করলে সেই দালালদের কাছ থেকে উত্তর আসে, 'ওঁর তো মানসিক সমস্যা দেখা দিয়েছে, আর উনি তো বাড়ি ফেরার সময় ট্রেন থেকে নেমে কোথায় যে চলে গেলেন আর খোঁজই পাওয়া গেল না।'

মূলত খেটে খাওয়া মানুষেরই বসবাস এই গ্রামে। যেখানে ২০ শতাংশ আদিবাসী অধ্যুষিত। সম্প্রতি গ্রামে গিয়ে এমন সাতজনের গায়েব হয়ে যাওয়ার খবর মিলল। তরতাজা ছেলে মঙ্গল হেমব্রম গায়েব হলেও মা সেই চিন্তাকে বড় করে দেখাতে রাজি নন। ক্ষান্ত মঙ্গলের স্ত্রীরও একই দশা। দালালদের ভরসায় তারা পুলিশের দ্বারস্থ পর্যন্ত হয়নি। তারাই নাকি পুলিশে জানিয়ে খোঁজ চালাচ্ছে। তাদের কথাতেই আশ্বস্ত পরিবার। জোসেফ মুর্মু কোন রাজ্যে কাজে যাচ্ছে না জানিয়ে দাদনের মাত্র ১০ হাজার টাকা দিয়ে বাড়ি ছেড়েছেন। কাজে যাওয়ার পর বাড়ির সঙ্গে যোগাযোগ ছিল। হঠাৎই যোগাযোগ বন্ধ হয়ে যায়। সমীর দাস দু'বছর আগে এলাকারই একজনের হাত ধরে দিল্লি গিয়েছিলেন। সমীরের কোমর ভাঙা, খোঁড়াও। যার দুটো ইট বহনের ক্ষমতা নেই, তাকে নির্মাণকর্মী হিসেবে বাইরে নিয়ে যাওয়া হয়েছে। সমীরের স্ত্রী দিল্লিতে গিয়ে পুলিশের কাছে দরবার করলেও কাজের কাজ কিছুই হয়নি। অসহায় মহিলা নিখোঁজ স্বামীর ছবি দিয়ে পোস্টার বানিয়ে দিল্লির নানা গলিতে সেঁটে এসেছেন। বালুরঘাটে এসেও ভোগান্তি। পুলিশ মিসিং ডায়েরি নেয়নি। সমীরের স্ত্রী পরে আদালত মারফত থানায় অভিযোগ দায়ের করেন। সমীর এখনও নিখোঁজ। এভাবেই গ্রামটি যেন ক্রমশ পুরুষশূন্য হয়ে পড়ছে।

বালুরঘাট শহর থেকে মাত্র তিন কিলোমিটার দূরে এই গ্রামে পা মাড়ালেই রাস্তাঘাটে মহিলাদের আধিক্য লক্ষ করা যায়। বাইরে কাজে গিয়ে পুরুষ উধাওয়ের ঘটনা জনপ্রতিনিধিরাও জানেন। প্রায় সাতজন গ্রাম থেকে গায়েব হওয়ার পরে কয়েকজনের নামে মামলা মোকদ্দমাও হয়েছে। কিন্তু তারপরে সব ফাইল চাপা। নিখোঁজ শ্রমিকরা এখনও নিরুদ্দেশের তালিকায়। আর এখানেই উঠে আসছে মানব পাচারের তত্ত্ব। রাজনৈতিক দলগুলোর তরফে মানব পাচারের আশঙ্কা তুলে ধরা হচ্ছে। কারণ জেলায় কয়েকটি চালকল ছাড়া তেমন কারখানা নেই। কর্মসংস্থান নেই বললেই চলে। সেখানে বেশি মজুরির প্রলোভন দেওয়া সহজ। প্রায় এক দশক আগে বুনিয়াদপুরে রেলের ওয়াগন ফ্যাক্টরির শিলান্যাস হলেও সেখানে এক গাড়ি মাটিও পড়েনি। বালুরঘাটের রাইনগরে শিল্পতালুক ১৯৯৮ সাল থেকে শোনা যায়। যেখানে জায়গা কমতে কমতে ৫.৩১ একরে নেমেছে। আদৌ তা কবে বাস্তবায়িত হবে জানা নেই কারও। তাই বর্তমানে কলকারখানা, শিল্পহীন এই প্রান্তিক জেলার মানুষের কাছে ভিনরাজ্য যেন স্বপ্নপূরণ। না ফেরার উদ্বেগকে ফুৎকারে উড়িয়ে জীবন হাতের তালুতে রেখে তবু একের পর এক শ্রমিক পাড়ি দিচ্ছেন ভিনরাজ্যে। এখন এই শ্রমিক উধাওয়ের বৃত্ত কোথায় গিয়ে সম্পূর্ণ হয় সেটাই দেখার।

উদ্বেগ।। *নিখোঁজ পরিযায়ী শ্রমিকের আধার কার্ড হাতে স্ত্রী।*

সেনা দিবসের আয়োজন

জয়গাঁ, ১১ জানুয়ারি : ৭৭তম সেনা দিবস বড় করে পালিত হতে চলেছে ভারত-ভুটান সীমান্ত জয়গাঁতে। ১৫ জানুয়ারি জয়গাঁ ভুলন চৌপথির হেলিপ্যাড মাঠে এই অনুষ্ঠান হবে। ভারতীয় সেনাবাহিনীর অস্ত্র প্রদর্শনী থাকবে ওই দিন।

প্রথমবার এমন একটি বড় অনুষ্ঠানের সাক্ষী থাকবেন জয়গাঁবাসী। সশস্ত্র সীমা বল (এসএসবি) ৫৩ ব্যাটালিয়ন, ভারতীয় সেনার গোর্খা রেজিমেন্টের জওয়ানরা উপস্থিত থাকবেন।

সেনা দিবসের এই অনুষ্ঠানে সহযোগিতার হাত বাড়িয়েছে জয়গাঁ ওয়েলফেয়ার অর্গানাইজেশন। শনিবার জয়গাঁর হেলিপ্যাড গ্রাউন্ডে আসেন ওই সংস্থার সদস্যরা। জয়গাঁ ওয়েলফেয়ার অর্গানাইজেশনের সাংস্কৃতিক সম্পাদক অমিত ত্রিখাত্রী বলেন, 'প্রথম সীমান্ত এলাকায় সেনা দিবসের এত বড় অনুষ্ঠান হতে চলেছে। ভারতীয় সেনা ও এসএসবি-র আধিকারিকরা উপস্থিত থাকবেন। জয়গাঁর বিভিন্ন স্কুলের পড়ুয়াদের আমন্ত্রণ জানানো হবে।'

ওই সংস্থার সদস্যরা সাংবাদিক বৈঠকে জানিয়েছেন, সেনা দিবসের অনুষ্ঠানে গোর্খা রেজিমেন্টের জওয়ানরা পাইপ ব্যান্ড প্রদর্শনী ও শিখ রেজিমেন্টের জওয়ানরা অস্ত্র প্রদর্শনী করবেন। দেশাত্মবোধক গান শোনাবে এসএসবি জওয়ানরা।

রঙিন পৃথিবী।। জলপাইগুড়িতে ছবিটি তুলেছেন অলোক দাস।

পাঠকের লেন্সে 8597258697 picforubs@gmail.com

হারানো জমি ফিরে পেতে মরিয়া আরএসপি

পল্লব ঘোষ

আলিপুরদুয়ার, ১১ জানুয়ারি : ডুয়ার্সের একসময়ের দাপুটে দল আরএসপি। ২০১১ সালের পালাবদলের পর সেই দলটি কার্যত নড়বড়ে। সংগঠন তলানিতে। গত লোকসভা ও মাদারিহাটের উপনির্বাচনে আরএসপির ক্ষয়িষ্ণু অবস্থা চূড়ান্তভাবে প্রকট হয়েছে। দলের সেই ক্ষয়রোধে সক্রিয় সদস্যতা অভিযানের মাধ্যমে আবারও দলকে ঘুরে দাঁড়ানোর চেষ্টা করছে আরএসপি'র কৃষক সংগঠন সারা ভারত সংযুক্ত কিষান সংস্থা।

অনেকে মনে করছেন রাজ্যের প্রধান বিরোধী দল বিজেপির সদস্যতা অভিযানের আদলে এই কর্মসূচি হতে চলেছে। শনিবার শহরের মহাকালধাম সংলগ্ন আরএসপি'র জেলা কার্যালয়ে সারা ভারত সংযুক্ত কিষান সংস্থার আলিপুরদুয়ার জেলা কমিটির বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়।

এদিন দুপুর ২টা নাগাদ বৈঠক শুরু হয়। জেলার বিভিন্ন প্রান্ত থেকে নেতা-কর্মীরা বৈঠকে উপস্থিত হয়েছিলেন। সংবাদমাধ্যমের মুখোমুখি হয়ে জেলা সম্পাদক জ্ঞানেন দাস বলেন, 'আগামী ১৫ দিন আমাদের দলের কর্মীরা জেলার বিভিন্ন গ্রামে ঘুরে দলীয় সদস্য সংগ্রহ করবেন। ১৫ দিনে ২৫ হাজার সদস্যপদ সংগ্রহ করার টার্গেট নেওয়া হয়েছে।' বিজেপির সদস্য সংগ্রহ অভিযানের আদলে কি এই কর্মসূচি। এই প্রশ্নের উত্তরে বলেন, 'আমরা কাউকে অনুকরণ করে এই কর্মসূচি করছি না। প্রতিবছর এই কর্মসূচি করে থাকি। তবে অন্যবারের চেয়ে এবার কর্মসূচি বড় করা হচ্ছে।'

অপরদিকে, এদিনের বৈঠকের নিয়ে দলের রাজ্য সম্পাদকমণ্ডলীর সদস্য রাজীব বন্দ্যোপাধ্যায় বলেন, 'বৈঠকে কেন্দ্র ও রাজ্য সরকার কৃষকদের উন্নতিতে সঠিক ভূমিকা পালন করছে না তার সমালোচনা করা হয়। কৃষকদের সহায়কমূল্য বৃদ্ধি, কৃষি আইন বাতিল হলেও এমএসপি কেন্দ্রীয় সরকার কার্যকর করল না কেন সেই বিষয়ে আলোচনা করা হয়।'

তবে এদিন আরএসপিকে কটাক্ষ করতে ছাড়েনি বিজেপির জেলা সাধারণ সম্পাদক মিঠু দাস। তাঁর বক্তব্য, 'বিজেপির অনুকরণ করে লাভ নেই। যাদের শিরদাঁড়া ভেঙে গিয়েছে তারা আর কখনও ঘুরে দাঁড়াতে পারবে না। এই কর্মসূচির মাধ্যমে বামেরা আখেরে শাসকদলের সুবিধে করে দিতে চাইছে তা পরিষ্কার।'

কর্মসংস্থান নিয়ে জোর রাজনৈতিক তর্জা

এখনও নিখোঁজ সঞ্জীব

সুভাষ বর্মন

ফালাকাটা, ১১ জানুয়ারি : সোম থেকে শনিবার। এতগুলো দিন কেটে যাওয়ার পরেও অসমের কয়লা খাদানে নিখোঁজ ফালাকাটার শ্রমিক সঞ্জীব সরকারের হদিস নেই। খাদানের পাশে ছেলের অপেক্ষা করছেন বাবা। সঞ্জীবের বাড়ির লোকও মানসিক চাপে দিন কাটাচ্ছেন। এই পরিস্থিতিতে বিজেপি শাসিত অসমের প্রশাসনের ভূমিকা নিয়ে প্রশ্ন তুলেছে এ রাজ্যের শাসকদল তৃণমূল কংগ্রেস।

ঘাসফুল শিবিরের দাবি, অসমে বিজেপির মদতে চলা অবৈধ কয়লা খাদানে ওই দুর্ঘটনা ঘটে। অথচ সেখানকার প্রশাসন এখনও শ্রমিকদের উদ্ধার করতে পারছে না। পদ্ম শিবিরও অবশ্য থেমে নেই। ফালাকাটার বিজেপির পালটা দাবি, উদ্ধারের চেষ্টা চলছে। তাদের কটাক্ষ, তবে এ রাজ্যে কর্মসংস্থান থাকলে ওই দুর্ঘটনায় এখানকার শ্রমিকের এমন পরিণতি হত না।

গত সোমবার অসমের উমরাংসোয় এক কয়লা খাদানে দুর্ঘটনা ঘটে। সেখানে কাজ করছিলেন ফালাকাটা-২ গ্রাম পঞ্চায়েতের রাইচেঙ্গার শ্রমিক সঞ্জীব সরকার। মঙ্গলবার ভোরে সেই দুর্ঘটনার খবর পৌঁছায় সঞ্জীবের বাড়িতে। সেদিনই ওই বাড়িতে গিয়ে পরিজনদের সঙ্গে দেখা করে পাশে থাকার আশ্বাস দেন তৃণমূলের ফালাকাটা-২ অঞ্চল সভাপতি দীপক সরকার। দীপক আবার ফালাকাটা পঞ্চায়েত সমিতির বন ও ভূমি কর্মাধ্যক্ষ।

শনিবার দীপক বলেন, 'অসমে বিজেপির মদতে চলা অবৈধ কয়লা খাদানে ওই দুর্ঘটনা ঘটেছে বলে শুনেছি। ঘটনার পর এতগুলো দিন হয়ে গেল। এখনও খাদানের ভেতরে থাকা শ্রমিকদের খোঁজ মিলছে না কেন, সেটাই প্রশ্নের।'

বিজেপির ফালাকাটা ৩ নম্বর মণ্ডল সভাপতি ভবেশচন্দ্র বালোর সাফাই, অসমের ওই কয়লা খাদানে দুর্ঘটনার পর থেকে সেখানকার রাজ্য প্রশাসন সেনাবাহিনীর সহযোগিতায় উদ্ধারকাজ চালাচ্ছে। ফালাকাটার তরুণ, মাঝবয়সিদের অনেকে পরিযায়ী শ্রমিক। মাঝেমধ্যে ভিনরাজ্যে দুর্ঘটনা ঘটছে। অথচ এ রাজ্যে কাজের অভাব। সেজন্য পরিযায়ী শ্রমিকদের মাঝেমধ্যে দুর্দশায় পড়তে হচ্ছে। তাঁর কটাক্ষ, 'কর্মসংস্থান থাকলে রাইচেঙ্গার ওই শ্রমিককে অসমের কয়লা খাদানে কাজ করতে যেতে হত না। এজন্য তৃণমূল পরিচালিত রাজ্য প্রশাসনই দায়ী।'

কর্মসংস্থান নিয়ে তৃণমূলের অঞ্চল সভাপতি দীপক সরকারের বক্তব্য, 'রাজ্যে কাজের অভাব নেই। একশোদিনের মতো প্রকল্প তো কেন্দ্রীয় বঞ্চনার জেরে বন্ধ হয়ে রয়েছে।'

যদিও রাজনৈতিক এই চাপানউতোর নিয়ে ভাবার সময় নেই নিখোঁজ শ্রমিকের পরিজনদের। সঞ্জীবের শ্বশুর অনিল সরকার দুর্ঘটনাস্থল থেকে এদিন ফোনে জানালেন, তিনটি দেহ উদ্ধার হয়েছে। তবে তাঁর জামাইয়ের খোঁজ এখনও মেলেনি।

তাঁর কথায়, 'এদিন উদ্ধার হওয়া তিনজনের মধ্যে একজন জামাইয়ের দলে ছিলেন। এখনও পাম্প দিয়ে খাদানের ভেতরের জল বের করা হচ্ছে। তল্লাশিও চলছে। তবে এদিন দেহ উদ্ধারের ঘটনায় আমরা আরও বেশি ভেঙে পড়েছি।' সঞ্জীবের বাবা কৃষ্ণপদ সরকার অবশ্য বাকরুদ্ধ হয়ে পড়েছেন। কোনও কথাই বলতে পারছিলেন না।

কয়লা খাদানে নিখোঁজ শ্রমিকের বাড়িতে উৎকণ্ঠা। - ফাইল চিত্র

যত মত

- সোমবার অসমের কয়লা খাদানে দুর্ঘটনা ঘটার পর থেকে নিখোঁজ সঞ্জীব
- এখনও তাঁর খোঁজ না মেলার ইস্যুকে কেন্দ্র করে চলছে ঘাসফুল-পদ্ম তর্জা
- তৃণমূলের দাবি, বিজেপির মদতে ওই অবৈধ কয়লা খাদানটি চলছিল
- বিজেপির দাবি, রাজ্যে কর্মসংস্থান থাকলে সঞ্জীবকে বাইরে গিয়ে কাজ করতে হত না

“ এদিন উদ্ধার হওয়া তিনজনের মধ্যে একজন জামাইয়ের দলে ছিলেন। এখনও পাম্প দিয়ে খাদানের ভেতরের জল বের করা হচ্ছে। তল্লাশিও চলছে। তবে এদিন দেহ উদ্ধারের ঘটনায় আমরা আরও বেশি ভেঙে পড়েছি।

অনিল সরকার
সঞ্জীবের শ্বশুর

নেতা-মন্ত্রীদের গায়ে দাগ লাগেনি : সুজন

ভাস্কর শর্মা

ফালাকাটা, ১১ জানুয়ারি : শনিবার থেকে সিপিএমের আলিপুরদুয়ার জেলা সম্মেলন শুরু হল ফালাকাটায়। জেলা সম্মেলন শুরুর আগে এদিন ফালাকাটা জুনিয়ার বেসিক স্কুলে প্রকাশ্য সমাবেশের আয়োজন করা হয়েছিল। সমাবেশের মূল বক্তা ছিলেন সিপিএম নেতা সুজন চক্রবর্তী। সেখানে তিনি দাবি করেন, বাম নেতা-মন্ত্রীরা ছিলেন 'কলঙ্কমুক্ত।' এদিন তিনি বলেন, 'বামফ্রন্টের ৩৪ বছরে অন্তত ১০০ জনের ওপরে মন্ত্রী হয়েছেন। তৃণমূল-বিজেপি মিলে আমাদের নেতা-প্রাক্তন মন্ত্রীদের বিরুদ্ধে অনেক সিবিআই, সিআইডি, ইডি লাগিয়ে দিয়েছে। কিন্তু কারও গায়ে একচুল দাগও তারা খুঁজে পাননি। অথচ মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের নেতৃত্বে চলা তৃণমূলের নেতা-মন্ত্রীরা বেশিরভাগ তোলাবাজ। তাদের বিরুদ্ধে ভূরিভূরি অভিযোগ।' তাঁর আরও দাবি, 'আমাদের স্বচ্ছতাই আমাদের হাতিয়ার। এর মাধ্যমেই আমরা মানুষের কাছে যাব। আগামী ছাব্বিশের ভোটে লোকের পাশে দাঁড়াতে হবে।'

এদিনের ওই সম্মেলনে সুজন ছাড়াও রাজ্য নেতা জিয়াউল আলম, জেলা সম্পাদক কিশোর দাস প্রকাশ্য সভায় বক্তব্য রাখেন। এদিন সুজন অভিযোগ করেন, রাজ্যে শিক্ষা ব্যবস্থা ভেঙে পড়েছে। পাশাপাশি তৃণমূলের আমলে এই রাজ্যে কোনও শিল্প হয়নি বলে তিনি অভিযোগ তোলেন। ভবিষ্যৎ প্রজন্মকে রাজ্য সরকার তোলাবাজ এবং বেকার করে রাখতে চাইছে বলে তিনি দাবি করেন। কৃষকরা ফসলের ন্যায্য দাম পাচ্ছেন না, রাজ্যে চাকরি নেই, শিল্প নেই। রাজ্যের ভবিষ্যৎ প্রজন্ম অন্ধকারে। এর জন্য তৃণমূল সরকারকেই দায়ী করেন তিনি। তৃণমূলের পাশাপাশি এদিন সুজন নানা ইস্যুতে কেন্দ্রের বিজেপি সরকারকেও তুলোধোনা করেন। তবে, এদিন তৃণমূল ও বিজেপিকে কড়া ভাষায় আক্রমণ করলেও সুজনের বক্তব্যে কিন্তু আগামী বিধানসভা ভোটে দল কীভাবে ঘুরে দাঁড়াবে সেব্যাপারে কোনও দিশা ছিল না। বলছেন দলীয় কর্মীরাই।

ফালাকাটায় এদিন থেকে শুরু হওয়া কর্মসূচি আলিপুরদুয়ারে সিপিএমের চতুর্থ জেলা সম্মেলন। এদিন প্রকাশ্য সমাবেশ ছাড়াও কমিউনিটি হলে মূল সম্মেলনের আয়োজন করা হয়।

কমিউনিটি হলে দলের খসড়া রাজনৈতিক ও সাংগঠনিক প্রতিবেদন পেশ করেন জেলা সম্পাদক কিশোর দাস। রবিবার সারাদিনব্যাপী হবে সম্মেলন। সেখানে এবার নতুন জেলা কমিটি গঠন হবে। নতুন কমিটির সম্পাদক কে হন তা নিয়েই সিপিএম নেতা-কর্মীদের মধ্যে জোর আলোচনা চলছে। পাশাপাশি রবিবার সম্মেলনে দলের সাংগঠনিক অবস্থা কেমন আছে তাও প্রকাশ্যে আসবে বলেই মনে করা হচ্ছে। সিপিএমের জেলা সম্পাদক কিশোর বলেন, 'দু'দিনের সম্মেলনে শনিবার প্রকাশ্য সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়। রবিবার সাংগঠনিক আলোচনা সহ আরও বেশকিছু কর্মসূচি আছে। দলের কমিটির বিষয়টি সাংগঠনিক থাকায় সম্মেলনেই তা নিয়ে আলোচনা করা হবে।'

জেলা সম্মেলনের প্রকাশ্য সমাবেশে বক্তব্য রাখছেন সুজন চক্রবর্তী।

প্রকল্পের জন্য ৯৪ লক্ষ

আলিপুরদুয়ার, ১১ জানুয়ারি : আলিপুরদুয়ার পুরসভার উদ্যোগে মাঝেরডাবরি সলিড ওয়েস্ট ম্যানেজমেন্ট প্রকল্পের জন্য রাজ্য সরকারের নগরোন্নয়ন দপ্তর থেকে ৯৪ লক্ষ টাকা বরাদ্দ করা হয়েছে। এই টাকা দিয়ে প্রকল্পের এলাকায় একাধিক উন্নয়নমূলক কাজ করা হবে। তার মধ্যে রয়েছে পেভার্স ব্লকের রাস্তা নির্মাণ, চারপাশে সীমানা প্রাচীরের ওপর চার ফুট উঁচু কাঁটাতারের বেড়া, দেওয়াল রং করা ইত্যাদি। শনিবার এসব কাজকর্মের সূচনা করেন আলিপুরদুয়ার পুরসভার চেয়ারম্যান প্রসেনজিৎ কর।

এই সলিড ওয়েস্ট ম্যানেজমেন্ট প্রকল্পটি মাঝেরডাবরি চা বাগানের মধ্যে অবস্থিত। এই এলাকা বক্সা টাইগার রিজার্ভের অন্তর্গত হওয়ায় সেখানে প্রায়ই বন্যপ্রাণীর উপদ্রব দেখা যায়। বিশেষত হাতি ও বাঘের উপস্থিতি শ্রমিকদের জন্য দীর্ঘদিন ধরে আতঙ্কের কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছে। সুরক্ষা ব্যবস্থা না থাকায় শ্রমিকরা সবসময় ভয়ে ভয়ে কাজ করতেন। এবার কাঁটাতারের বেড়া দিলে তাঁদের সুরক্ষা কিছুটা বাড়বে।

এই প্রকল্পের ম্যানেজার জয়ন্ত সেন বলেন, 'আমরা দীর্ঘদিন ধরে এসবের দাবি জানিয়ে আসছিলাম। এই বরাদ্দের মাধ্যমে আমরা একাধিক সমস্যা দূর করতে পারব।'

আলিপুরদুয়ার রেলওয়ে হাইস্কুলে পুনর্মিলন

কয়েক দশক বাদে ক্লাসরুমে পা পড়ল

পল্লব ঘোষ

আলিপুরদুয়ার, ১১ জানুয়ারি : স্কুলের ক্লাসরুমটা এখনও একই রয়ে গিয়েছে। যেখানে সমস্ত বন্ধুদের একসঙ্গে কত স্মৃতি জড়িয়ে রয়েছে বলছিলেন সৌম্যদীপ বাগচী। সৌম্যদীপ এসেছেন সুদূর আমেরিকা থেকে। কতদিন পর স্কুলের মাটিতে পা পড়ল তাঁর। আবেগে চোখে জল আসে সৌম্যদীপের। এ তো শুধু গেল একজনের কথা। আরও বহু প্রাক্তনী শনিবার এসেছেন আলিপুরদুয়ার রেলওয়ে হায়ার সেকেন্ডারি স্কুলের পুনর্মিলনের অনুষ্ঠানে।

শনিবার একদিনব্যাপী বিভিন্ন অনুষ্ঠানের মাধ্যমে এই রিইউনিয়ন কর্মসূচি পালিত হচ্ছে যেখানে ১৯৫৬ সাল থেকে ২০২৪ সাল পর্যন্ত ছাত্রছাত্রীরা অংশগ্রহণ করে। শুধু সৌম্যদীপ বাগচী নন এদিন বিদেশ থেকে আসার পাশাপাশি দেশের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে অনেক প্রাক্তনী এই কর্মসূচিতে যোগ দেন লক্ষ করা যায়।

এদিন পুনর্মিলন উপলক্ষ্যে সকাল ৯টা নাগাদ প্রভাতফেরির আয়োজন করা হয়। প্রভাতফেরিটি জংশনের বিভিন্ন এলাকা পরিক্রমা করে পুনরায় স্কুলে ফিরে আসে। প্রভাতফেরির অনুষ্ঠানে আকর্ষণের কেন্দ্রবিন্দুতে ছিল প্রত্যেকের একই সাদা রঙের পোশাক। এবিষয়ে ফটিক সোম নামের এক প্রাক্তনী বলেন, '১৯৬২ সালে স্কুল থেকে মাধ্যমিক পাশ করে বেরিয়ে যাই। তারপর আর স্কুলমুখো হইনি। এতবছর পর রিইউনিয়ন হচ্ছে সেখানে সমস্ত প্রাক্তনীরা এক পোশাকে যখন পা মেলাচ্ছি তখন সেই আগের দিনের কথাগুলো ভীষণভাবে মনে পড়ছে।'

অপরদিকে, শোভাযাত্রায় এদিন স্কুলের স্কাউটের সদস্যরা যেমন অংশ নেন। তেমনি প্রত্যেকটি ব্যাচের শুরু যেখানে হচ্ছে সেখানে সেই ব্যাচের পাশ আউটের সাল লেখা প্লেকার্ড হাতে নিয়ে থাকতে দেখা যায় প্রাক্তনীদের। এদিন স্কুলের প্রাক্তন শিক্ষকদেরকে সংবর্ধনা দেওয়ার পাশাপাশি সন্ধ্যার পর থেকে বিদ্যালয়ের প্রাক্তনী ছাত্রদের দ্বারা সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানেরও আয়োজন করা হয়। এদিন সেখানে দেখা যায় শিলিগুড়ি কলেজের প্রাক্তন প্রিন্সিপাল ডঃ মলয় করঞ্জাই, প্রাক্তন ফুটবলার সত্যেন দে সহ অন্যদের। এই বিষয়ে পুনর্মিলন কমিটির সম্পাদক সৌমেন ভাদুড়ি বলেন, 'রিইউনিয়ন উপলক্ষ্যে সেখানে একটি আবেগঘন পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়। স্কুল থেকে বের হওয়ার পর অনেকে ৩০/৪০ বছর ধরে পা রাখেননি। স্কুলের ছবিটা অনেকের মন থেকে কিছুটা হারিয়ে যেতে বসেছে। কিন্তু এদিনের কর্মসূচির মাধ্যমে সেসময়কার দিনগুলি যেমন তাঁদের স্মৃতিতে ভেসে ওঠে। তেমনি যে সমস্ত বন্ধুদের সঙ্গে দীর্ঘদিন যোগাযোগ ছিল না তাঁদের সঙ্গে দেখা হয়। প্রত্যেকে আবেগঘন হয়ে পড়েন।'

তাঁর আরও সংযোজন, অনেকের সঙ্গে যোগাযোগ করা সম্ভব হয়নি। তা সত্ত্বেও এদিন সেখানে প্রায় চারশো প্রাক্তনী উপস্থিত ছিলেন পুনর্মিলনের অনুষ্ঠানে। সোশ্যাল মিডিয়া সহ বিভিন্ন গ্রুপের মাধ্যমে যোগাযোগ করে এদিন এই কর্মসূচি সম্পাদন হয়েছে বলেন তিনি জানিয়েছেন।

পুনর্মিলনের শোভাযাত্রা। আলিপুরদুয়ারে শনিবার। ছবি : আয়ুষ্মান চক্রবর্তী

“ রিইউনিয়ন একটি আবেগঘন পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়। স্কুল থেকে বের হওয়ার পর অনেকে ৩০/৪০ বছর ধরে পা রাখেননি। কিন্তু এদিনের কর্মসূচির মাধ্যমে সেসময়কার দিনগুলি যেমন তাঁদের স্মৃতিতে ভেসে ওঠে, অনেক পুরোনো বন্ধুর সঙ্গে দেখা হয়েছে অনেকের।

সৌমেন ভাদুড়ি
সম্পাদক, পুনর্মিলন কমিটি

মাধ্যমিক অনিশ্চিত দুই পড়ুয়ার

সমীর দাস

কালচিনি, ১১ জানুয়ারি : আর বেশিদিন বাকি নেই। এবছরের মাধ্যমিক পরীক্ষার জন্য চূড়ান্ত প্রস্তুতি চলছে পড়ুয়া মহলে। এরই মধ্যে ফাঁপরে পড়েছে কালচিনি ব্লকের গারোপাড়া বিধানচন্দ্র হিন্দি হাইস্কুলের দুই পরীক্ষার্থী। তাদের মাধ্যমিক পরীক্ষার এনরোলমেন্ট নম্বর তৈরি হয়নি। তার ফলে এখন তাদের পরীক্ষা দেওয়াটাই অনিশ্চিত।

কয়েকদিন আগে সংশ্লিষ্ট স্কুল কর্তৃপক্ষ জানতে পারে রোহিত মঙ্গর ও স্বাতী ডুংডুংয়ের এনরোলমেন্ট নম্বর তৈরি হয়নি। এর ফলে ওই দুই পরীক্ষার্থী যে আর অ্যাডমিট কার্ড পাবে না, তা একপ্রকার নিশ্চিত। একেবারে শেষলগ্নে স্কুল কর্তৃপক্ষ টের পায় ওই দুই পরীক্ষার্থীর এনরোলমেন্ট নম্বর আসেনি। তারপর মধ্যশিক্ষা পর্ষদের শিলিগুড়ি ও কলকাতার দপ্তরে লেখালেখি করা হয়েছে। তবে পর্ষদের তরফে এখনও দুই পরীক্ষার্থী পরীক্ষা দিতে পারবে কি না, তার সবুজ সংকেত মেলেনি। ঘটনায় স্কুল কর্তৃপক্ষের বিরুদ্ধে গাফিলতির অভিযোগ উঠেছে।

আলিপুরদুয়ার জেলা বিদ্যালয় (মাধ্যমিক) পরিদর্শক আসানুল করিম শনিবার বলেন, 'স্কুল কর্তৃপক্ষের গাফিলতি রয়েছে। দুই পড়ুয়ার গাফিলতিও রয়েছে। কারণ তারা বহু আগেই রেজিস্ট্রেশনের ফর্ম ফিলআপ করেছিল। সব পরীক্ষার্থীর রেজিস্ট্রেশন নম্বর চলে এল তাদের কেন এল না, সে বিষয়ে তারা আগে স্কুলে যোগাযোগ করতে পারত।' তবে ওই দুই পড়ুয়া যাতে পরীক্ষায় বসতে পারে তার জন্য আসানুল নিজেও মধ্যশিক্ষা পর্ষদে আবেদন জানিয়েছেন। তিনি আশা প্রকাশ করে বলেছেন, 'পর্ষদ বিকল্প ব্যবস্থা বের করে তাহলে দুই পরীক্ষার্থী চলতি বছরই পরীক্ষায় বসতে পারবে।'

স্কুলের ভারপ্রাপ্ত শিক্ষক যোগেন্দ্রপ্রসাদ দাস বলেন, 'স্কুলের ১৩৭ জন পড়ুয়ার অনলাইনে রেজিস্ট্রেশন করা হয়েছিল। ফি-ও জমা করা হয়েছিল। তার মধ্যে এক ছাত্রের বয়স কম থাকায় তার রেজিস্ট্রেশন বাতিল হয়েছে। বাকি দুজনের মধ্যে রোহিত মঙ্গর স্কুলছুট। ওই পড়ুয়া দীর্ঘদিন ধরে স্কুলেই আসে না। মধ্যশিক্ষা পর্ষদের তরফে একাধিক তারিখ দেওয়া হয়েছিল। তবে এক ছাত্রী সময় পার হওয়ার পর স্কুলে যোগাযোগ করে। আমরা প্রথম থেকেই চেষ্টা চালাচ্ছি যাতে দুই পড়ুয়ার অ্যাডমিট কার্ড আসে।' তাঁরা ১৩৬ জনের নাম রেজিস্ট্রেশনের জন্য পাঠালেও তার মধ্যে ১৩৪ জনের নামের রেজিস্ট্রেশন হয়েছে। সেই সময় বাকি দুজনের নাম কেন এল না, তা আর মিলিয়ে দেখেনি স্কুল কর্তৃপক্ষ। এতে স্কুলের যে কিছুটা গাফিলতি রয়েছে স্বীকার করেছেন স্কুলের ভারপ্রাপ্ত শিক্ষক।

এই ধরনের চূড়ান্ত গাফিলতিতে সংশ্লিষ্ট কাজে যুক্ত স্কুলের করণিক ও ভারপ্রাপ্ত শিক্ষকের বিরুদ্ধে শাস্তিমূলক ব্যবস্থা নেওয়া হবে কি? জেলা বিদ্যালয় পরিদর্শক এই বিষয়ে জানিয়েছেন, শাস্তির বিষয়টি জেলা শিক্ষা দপ্তরের এক্তিয়ারভুক্ত নয়। শাস্তিমূলক ব্যবস্থা নিতে পারে মধ্যশিক্ষা পর্ষদ।

ধুলোয় অতিষ্ঠ জোড়পাকড়ি, ফের অবরোধ

আলিপুরদুয়ার, ১১ জানুয়ারি : রাস্তার কাজের জন্য প্রচণ্ড ধুলোয় অতিষ্ঠ হয়ে ফের পথ অবরোধ করলেন চাপরেরপার-১ গ্রাম পঞ্চায়েতের জোড়পাকড়ি এলাকার বাসিন্দারা। শুক্রবার বিকাল প্রায় চারটে থেকে সাড়ে পাঁচটা পর্যন্ত অবরোধ চলে। ওই অঞ্চলে ইস্ট-ওয়েস্ট কোরিডরের রাস্তার কাজের জন্য ডাম্পার সহ ভারী যানবাহন চলাচল করে। এই কারণে ক্রমাগত বালি ফেলা হয় এলাকায়। এছাড়াও বাস, ট্রাক সহ অন্যান্য যানবাহনও রয়েছে। যান চলাচলের সময় প্রচণ্ড ধুলোর কারণে সাধারণ মানুষকে নাজেহাল হতে হয়। রাস্তা নির্মাণকারী ঠিকাদারি সংস্থা ধুলো আটকানোর জন্য ঠিকমতো জল দিচ্ছে না বলে অভিযোগ শম্ভু রায়, গীতা দাস, পাপিয়া রায়ের মতো স্থানীয়দের।

তাঁরা জানালেন, এলাকার বাড়িঘর, দোকানপাট ধুলোতে ভরে উঠছে। বারবার রাস্তায় জল দেওয়ার অনুরোধ করলেও সমস্যা মেটেনি। তারপরেই স্থানীয়রা ফের পথ অবরোধ করার সিদ্ধান্ত নেন। এদিন অবরোধের ফলে স্কুল, কলেজ ও অফিস ফেরত যাত্রীরা দুর্ভোগের সম্মুখীন হন। এলাকায় যানজট তৈরি হয়। আকাশ রায়ের মতো বহু কলেজ পড়ুয়া শহিদ ক্ষুদিরাম কলেজ থেকে আলিপুরদুয়ার শহরে ফেরার সময়ে পথ অবরোধের মুখে পড়েন। তাঁদের বাস ঘণ্টাখানেক আটকে ছিল। সমস্যায় পড়েন নিত্যযাত্রীরা।

খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে যায় আলিপুরদুয়ার থানার পুলিশ। ঠিকাদার সংস্থাকেও সেখানে ডাকা হয়। রবিবার থেকেই রাস্তায় জল দিয়ে ধুলো আটকানোর আশ্বাস মেলার পরেই অবরোধ তোলেন বাসিন্দারা।

হাতির হানায় মিলবে ক্ষতিপূরণ

ফালাকাটা, ১১ জানুয়ারি : বৃহস্পতিবার দুটি দাঁতাল হাতি হানা দিয়েছিল ফালাকাটা শহরে। হাতির হানায় বেশ কয়েকটি জায়গায় ক্ষয়ক্ষতি হয়েছে। স্কুলের সীমানা প্রাচীর, স্কুলের কিচেন গার্ডেন, বাসিন্দাদের টিনের বেড়া সহ কলা বাগান ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছিল। শনিবার বন দপ্তর জানিয়েছে, নিয়ম অনুযায়ী আবেদন করলে ক্ষতিগ্রস্তরা ক্ষতিপূরণ পাবেন। জলদাপাড়া দক্ষিণের রেঞ্জ অফিসার রাজীব চক্রবর্তী বলেন, 'লোকালয়ে যেহেতু হাতি এসেছিল, তাই কিছু ক্ষয়ক্ষতি হয়ে থাকলে অবশ্যই ক্ষতিপূরণ দেওয়া হবে। তবে এজন্য ক্ষতিগ্রস্তদের নিয়ম মতো আবেদন করতে হবে।'

ফালাকাটার বাসিন্দাদের থেকে জানা গিয়েছে, শহরের গার্লস হাইস্কুল, ফালাকাটা জুনিয়ার বেসিক স্কুলে ক্ষয়ক্ষতি হয়েছে। এছাড়াও সুভাষপল্লিতে কারও বাড়ির টিনের বেড়া, কারও পাকা সীমানা প্রাচীর ভেঙে দিয়েছে হাতি।

ফালাকাটার সবলামেলায় ২৯ পদের আচার

সুভাষ বর্মন

ফালাকাটা, ১১ জানুয়ারি : বাঙালির বারো মাসে তেরো পার্বণ। উৎসবের আমেজের যেন শেষই হয়নি। নতুন বছরের শুরুতে ডুয়ার্স অঞ্চলেও চলছে মেলা ও উৎসবের মেজাজ। এই আবহে শনিবার বিকেলে ফালাকাটায় সবলামেলার আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন হল। মেলা নিয়ে আলিপুরদুয়ারের জেলা শাসক আর বিমলা বলেন, 'স্বনির্ভর গোষ্ঠীর মহিলাদের জন্য প্রতি বছর এই মেলা হয়। মেয়েদের স্বনির্ভর হতে হবে। এজন্য ট্রেনিং, মার্কেটিংয়ের সুবিধা করে দেওয়া হচ্ছে।'

মেলার স্বাগত ভাষণে ফালাকাটার বিডিও অনীক রায় বলেন, 'সাতদিন এই মেলা চলবে।'

গুয়াবরনগরের বধূ সাবিত্রী দাসের আচার খুবই পছন্দের। শনিবার ভুটনিরঘাট ফুটবল মাঠে আয়োজিত সবলামেলায় এসে তাঁর নজর যায় আচারের স্টলে। ফালাকাটা ব্লকের আট মাইলের মমতা বিশ্বাস ২৯ রকমের আচার নিয়ে স্টল দিয়েছেন। সেখানে এবার শিম, ব্রোকোলি, বেগুন, ফুলকপির মতো একেবারেই নতুন আচার নিয়ে হাজির মমতা। আর সাবিত্রী ৪০ টাকা দিয়ে প্রথমে শিমের আচারের একটি শিশি কিনে নিলেন। শুধু আচারই নয়। এই মেলায় স্বনির্ভর গোষ্ঠীর মহিলাদের হাতে তৈরি নানা সামগ্রীর পসরা সাজানো হয়েছে। বিক্রি ভালো হবে আশাবাদী জেলার ৬টি ব্লকের স্বনির্ভর গোষ্ঠীর মহিলারা।

এই মেলার মাধ্যমে যে রাজ্য সরকার গ্রামবাংলার মহিলাদের স্বনির্ভর করতে চাইছে সেই উদ্দেশ্যের কথাই তুলে ধরেন জেলা পরিষদের সভাধিপতি স্নিগ্ধা শৈব ও আলিপুরদুয়ারের বিধায়ক সুমন কাঞ্জিলাল। এছাড়াও সেখানে ফালাকাটা পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি সুভাষচন্দ্র রায়, পঞ্চায়েত সমিতির পূর্ত কর্মাধ্যক্ষ সঞ্জয় দাস প্রমুখ উপস্থিত ছিলেন।

আচার বিক্রেতা মমতা বিশ্বাস বলেন, 'কয়েকদিন আগে দার্জিলিংয়ের সবলামেলা থেকে ফিরেছি। সেখানেও ভালো বিক্রি হয়েছে। আর এখানকার মেলায়ও বিক্রি ভালো হবে বলে আশা করছি।' তাঁর আরও সংযোজন, এবারই প্রথম শিমের আচার বানিয়েছেন। এছাড়াও মোট ২৯ রকমের আচার রয়েছে।

কুমারগ্রাম ব্লক থেকে পাটানি, রেশমের চাদর, উলের চাদর, গামছা সহ নানা সামগ্রী নিয়ে এসেছেন মমতা ঈশ্বরারি। ভালো বিক্রির আশায় তিনিও। আবার কালচিনি ব্লকের সোনালি রায়, মুসকান রায়, ঝর্ণা রায়, আলবিনা মুন্ডা ও রিতু বর্মন নামে পাঁচজন কলেজ ছাত্রী এসেছেন পাটের নানা সামগ্রী বিক্রি করতে। পড়ুয়ারা সেখানকার জয়শ্রী স্বনির্ভর গোষ্ঠীর অন্তর্ভুক্ত।

এদিন স্টলে গিয়ে দেখা গেল, পাট দিয়ে তৈরি হাতি, ময়ূর, কচ্ছপ ও ব্যাং। সোনালি রায়ের কথায়, 'এসব আমরাই ট্রেনিং নিয়ে হাত দিয়ে বানিয়েছি। এছাড়াও সুপারির খোলের থালা, পাটের পাপোশ, ব্যাগও আছে।' মেলায় মহিলাদেরই ভিড় বেশি দেখা গেল। এজন্য ব্রেস্ট ফিডিং কর্নার তৈরি করা হয়েছে। জটেশ্বর থেকে ২০ মাসের কন্যাকে নিয়ে সবলামেলায় আসেন শম্পা দাস। ওই কর্নার দেখে শম্পা বলেন, 'প্রশাসন এরকম কর্নার তৈরি করায় ভালো হয়েছে। সেখানে নিশ্চিন্তে মেয়েকে খাওয়াতে পারব।'

সবলামেলায় আচারের স্টল। শনিবার। - সংবাদচিত্র

“ কয়েকদিন আগে দার্জিলিংয়ের সবলামেলা থেকে ফিরেছি। সেখানেও ভালো বিক্রি হয়েছে। আর এখানকার মেলায়ও বিক্রি ভালো হবে বলে আশা করছি।

মমতা বিশ্বাস
আচার বিক্রেতা

হাতির হানায় ক্ষতিগ্রস্ত আলুচাষিদের মাথায় হাত

ক্ষতিপূরণ বাড়ানোর দাবি

মোস্তাক মোরশেদ হোসেন

রাঙ্গালিবাজনা, ১১ জানুয়ারি : মাদারিহাটের আলুখেতেও হাতির হানাদারি। রাতে দাঁতালের উপস্থিতি টের না পেলেও সকালে খেতের অবস্থা দেখে মাথায় হাত আলুচাষিদের। একাধিক সুপারি গাছ ভাঙা এবং পায়ের চিহ্ন দেখে গ্রামবাসীদের বুঝতে অসুবিধা হয়নি, সাবাড় আলু হাতির পেটেই গিয়েছে। ফলে মাথায় হাত পড়েছে চাষিদের। তাঁদের দুশ্চিন্তা বাড়িয়ে দিয়েছে বন দপ্তরের ক্ষতিপূরণের টাকার অঙ্ক। মরশুমে প্রথম আলুর খেতে হাতির হানা ঘটলেও কেন বন দপ্তর নজরদারি বাড়াবে না, উঠেছে সেই প্রশ্নও। খয়েরবাড়ি বন থেকে শুক্রবার গভীর রাতে হাতি আলুর খেতে ঢুকেছিল বলে নিশ্চিত গ্রামবাসীরা। কীভাবে আলুখেত রক্ষা করা যাবে বুঝে উঠতে পারছেন না তাঁরা।

আলু তোলা শুরু হতে না হতেই খেতে হাতির হানার ঘটনা ঘটল।

মাদারিহাটের ইসলামাবাদ গ্রামে হাতির হানায় ক্ষতিগ্রস্ত আলুখেত। শনিবার।

ইসলামাবাদের রশিদুল ইসলাম, সাবির হোসেনদের সবমিলিয়ে প্রায় বিঘাখানেক আলু হাতির পেটে গিয়েছে। মাঠে বপন করা আলু ইতিমধ্যেই বড় হতে শুরু করেছে। সাবিরের বাবা আজিজুল হক বলেন, 'হাতি যে আলুখেতে হানা দিয়েছিল, তা সকালে টের পাই। বেশ কয়েকটি সুপারি গাছ ভেঙে দিয়েছে হাতিগুলি। সেগুলিতেও ফল ধরেছিল।' শনিবার সকালে ক্ষতিগ্রস্ত এলাকা পরিদর্শন করে ক্ষতিপূরণের আশ্বাস দেন উত্তর খয়েরবাড়ির বিট অফিসার বিধান দে। অবশ্য ক্ষতিগ্রস্তদের বক্তব্য, বন দপ্তরের তরফে দেওয়া ক্ষতিপূরণের টাকার অঙ্ক ক্ষতির তুলনায় খুব কম। এছাড়া ওই টাকাও পেতে মাসের পর মাস গড়িয়ে যায়। আজিজুল জানান, এক বিঘা জমিতে আলু চাষ করতে কমবেশি ৩৫ হাজার টাকার মতো খরচ হয়। বন দপ্তর সূত্রে খবর, বিঘা প্রতি ফসল নষ্ট (সম্পূর্ণ) হওয়ার ক্ষেত্রে ক্ষতিপূরণ ২ হাজার টাকা। ক্ষতিপূরণের টাকার অঙ্ক না বাড়ায় ক্ষুব্ধ ক্ষতিগ্রস্তরা। ইসলামাবাদ গ্রামের মমেদুল ইসলাম বলছেন, 'প্রায় ২০ বিঘা জমিতে আলু চাষ করেছি। শনিবার থেকে দুশ্চিন্তা বাড়ল। কারণ, কখন হাতি হানা দেয় ঠিক নেই। এলাকায় নজরদারি বাড়ানোর দাবি জানিয়েছি বন দপ্তরে।' ওই গ্রামের জাকির হোসেনের বক্তব্য, 'বছরভর ফসলের খেতে হানা দেয় হাতি। অথচ হাতির হানা রুখতে উপযুক্ত ব্যবস্থা নিতে ব্যর্থ বন দপ্তর। ক্ষতিপূরণের টাকার অঙ্ক বহু বছর ধরে বাড়ানো হয়নি।' বিট অফিসার বিধান দে'র অবশ্য দাবি, 'হাতির হানার খবর পেলেই ঘটনাস্থলে যাচ্ছেন বনকর্মীরা।'

খয়েরবাড়ি বনাঞ্চলের চারিদিকে রয়েছে মাদারিহাট-বীরপাড়া ব্লকের পশ্চিম মাদারিহাট, ছেকামারি, ইসলামাবাদ, দক্ষিণ খয়েরবাড়ি, ফালাকাটা ব্লকের দেওগাঁও, শালকুমার এলাকাগুলি। বন লাগোয়া বিঘার পর বিঘা জমি বর্তমানে পতিত। চাষ ছেড়ে ভিনরাজ্যে গিয়েছেন অনেকেই। অনেকে আবার জমি লিজ দিচ্ছেন। কৃষকদের একাংশ লিজ নিয়ে চাষ করছেন। অনেকেই মাঠে মরশুমি শস্য চাষ বন্ধ করে সুপারি বাগান করেছেন। সুপারি গাছও ভেঙে দিচ্ছে হাতি। একটি সুপারি চারা রোপণের প্রায় দশ বছর পর ফল পাওয়া যায়। সুপারি বাগান ক্ষতিগ্রস্ত হলেও ক্ষতিপূরণ দেওয়া হচ্ছে ধান, পাটের দর অনুযায়ী। ক্ষতিগ্রস্তদের আপত্তি এনিয়েই। কেন এমনটা হচ্ছে খোঁজ নিয়ে দেখব।'

উদ্বেগ বাড়ছে
- গভীর রাতে হাতি হানা দেয়
- সকালে ঘুম থেকে উঠে চাষিরা টের পান
- সাবাড় আলু হাতির পেটেই গিয়েছে
- ক্ষতিপূরণের আশ্বাস বন দপ্তরের

ভল্কা রেঞ্জের বারবিশা বিটের জঙ্গলে বৈদ্যুতিক ঝুলন্ত বেড়া দিশা দেখাচ্ছে গ্রামবাসীকে। শনিবার।

গজরাজ ঠেকাতে ভরসা ঝুলন্ত বেড়া

নৃসিংহপ্রসাদ গঙ্গোপাধ্যায়

বারবিশা, ১১ জানুয়ারি : লোকালয়ে হাতির হানা ঠেকাতে ইলেক্ট্রিক হ্যাঙ্গিং ফেন্সিং নতুন দিশা দেখাচ্ছে। এটি এখন জঙ্গল লাগোয়া গ্রামবাসীর বড় অবলম্বন। সম্প্রতি প্রায় দেড় কিমি এলাকাজুড়ে রাধানগর বারবিশা জয়েন্ট ফরেস্ট ম্যানেজমেন্ট কমিটির (জেএফএমসি) উদ্যোগে শিলবাংলোর জঙ্গল ঘেঁষে বৈদ্যুতিক ঝুলন্ত বেড়া নির্মাণ করা হয়। এতে দারুণ কাজ হয়েছে। এই দেড় কিমি অংশ দিয়ে গ্রামে হাতি ঢুকতে পারেনি। যেখানে এমন ঝুলন্ত বেড়া নেই সেদিক দিয়ে বুনো হাতির পাল জনবসতি এলাকায় হামলা চালিয়েছে। বৈদ্যুতিক ঝুলন্ত বেড়ার এমন কার্যকারিতায় ভল্কা রেঞ্জের বারবিশা বিটের জঙ্গল লাগোয়া গ্রামের বাসিন্দারা বেজায় খুশি। হাতির আক্রমণ থেকে খেতের ফসল, গাছ বাগান এবং ঘরবাড়ি রক্ষায় গ্রামের অসুরক্ষিত অংশে তাঁরা ইলেক্ট্রিক হ্যাঙ্গিং ফেন্সিং গড়ে তোলার দাবি জানিয়েছেন। রাধানগর বারবিশা জেএফএমসি'র সভাপতি আবেদ আলি মিয়াঁ বলেন, 'খরচ কমানোর জন্য লোহার খুঁটির পরিবর্তে পথের ধারে সারিবদ্ধ গাছগুলিকে খুঁটি হিসেবে ব্যবহার করেছি। দেড় কিমি বিদ্যুতের ঝুলন্ত বেড়া তৈরিতে প্রায় আড়াই লক্ষ টাকা খরচ হয়েছে। শিলবাংলো থেকে ইন্দুবস্তি পর্যন্ত আরও সাড়ে ৪ কিমি ঝুলন্ত বেড়া দিলে গ্রামের সুরক্ষা আঁটোসাঁটো হবে। বিষয়টি ভল্কা রেঞ্জ অফিসে জানিয়েছি।' তাঁর সংযোজন, 'আগে একটি বা দুটি তার দিয়ে অনুভূমিক রেখা বরাবর সমতল জমিতে বেড়া দেওয়া হত। যেটা ফেলে অনায়াসে ভেঙে বুনো হাতির পাল গ্রামে ঢুকে পড়ত। এখন অনেকটা উঁচু থেকে তার ঝুলিয়ে দেওয়ায় হাতিরা সেটা ছিঁড়তে বা ভাঙতে পারছে না।

আলিপুরদুয়ার জেলার পানবাড়ি গ্রামে বুনো হাতির হামলা ঠেকাতে প্রথম বৈদ্যুতিক ঝুলন্ত বেড়া দেওয়া হয়। এর কার্যকারিতা দেখে পরে ঢালকর, উত্তর শিবকাটা ও পানিয়ালগুড়ি গ্রামের বাসিন্দারা বৈদ্যুতিক ঝুলন্ত বেড়া লাগিয়ে খেতের ফসল নির্বিঘ্নে ঘরে তুলেছেন। গ্রামগুলিতে বুনো হাতির উৎপাত উল্লেখযোগ্যভাবে কমেছে। পানবাড়ি জেএফএমসি'র সদস্য সুজিত সরকারের কথায়, 'জঙ্গল লাগোয়া গ্রামে আমাদের বসবাস। বন্য জীবজন্তু বিশেষ করে হাতির সঙ্গে লড়াই করে বেঁচে থাকতে হয়। একবার অসমের তেজপুর জোরহাট ঘুরতে গিয়ে ইলেক্ট্রিক হ্যাঙ্গিং ফেন্সিং দেখি। তখন মাথায় আসে আমাদের গ্রামেও এভাবে বৈদ্যুতিক ঝুলন্ত বেড়া তৈরি করব। রেঞ্জ অফিসার ও জেএফএমসি'র সবাইকে বিষয়টি এঁকে দেখাই। সাড়ে ১২ লক্ষ টাকা খরচ করে লোহার খুঁটিতে চার কিমি ২৫০ মিটার দীর্ঘ ইলেক্ট্রিক হ্যাঙ্গিং ফেন্সিং করা হয়। এখন গ্রামের সবাই শান্তিতে আছেন।'

ভল্কা রেঞ্জ অফিসের এক আধিকারিক জানান, শিলবাংলো লাগোয়া আদিবাসী গ্রামে পরীক্ষামূলকভাবে ইলেক্ট্রিক হ্যাঙ্গিং ফেন্সিং করা হয়েছে। বেড়াটি হাতির হানা রুখতে যথেষ্ট সক্ষম। তাই লোকালয়ে হাতির হানা রুখতে এধরনের বেড়া তৈরির প্রস্তাব উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের কাছে দেওয়া হয়েছে।

ডুয়ার্স উৎসব
সঞ্চালনায় বিতর্ক, পোস্ট ফেসবুকে

আলিপুরদুয়ার, ১১ জানুয়ারি : ডুয়ার্স উৎসবে মূল মঞ্চে সঞ্চালনা করা নিয়ে বিতর্ক ছড়াল ম্যাক উইলিয়াম হাইস্কুলের প্রাক্তন শিক্ষক অজিত নাথের ফেসবুক ঘিরে। শনিবার সকালে অজিত একটি ফেসবুক পোস্ট করে লিখেন 'চন্দ্রবিন্দুর মঞ্চে সঞ্চালনা করতে না দেওয়ার থেকে অনেক বড় জীবন।' এরপরই শহরের অনেকেই সেই ব্যাপার নিয়ে উৎসুক হয়ে ওঠেন।

শুক্রবার রাতে ডুয়ার্স উৎসবের মূল মঞ্চে অনুষ্ঠান করে চন্দ্রবিন্দু ব্যান্ড। সেখানে সঞ্চালনা করার কথা ছিল অজিতের। তিনি মঞ্চে থাকলেও সঞ্চালনায় দেখা যায়নি। তাকে কেন সঞ্চালনা করতে দেওয়া হল না সেই নিয়ে বিতর্ক ছড়ায়। তবে কিছুক্ষণ পর ফেসবুক পোস্ট এডিট করে 'করতে না দেওয়ার থেকে' কথাটি বাদ দিয়ে দেন অজিত। তবে এই বিষয়টি অভ্যন্তরীণ বলে তিনি কিছু বলতে চাননি। অন্যদিকে উৎসবের মূল মঞ্চের আহ্বায়ক শর্মিষ্ঠা চক্রবর্তী বলেন, 'তিনি যথেষ্ট গুরুত্বপূর্ণ আমাদের কাছে। তাঁকে কেউ বাধা দেয়নি। উদ্বোধনের দিন থেকে উনি বেশ কয়েকটি অনুষ্ঠান সঞ্চালনা করেছেন। কেন ফেসবুকে পোস্ট করলেন সেটা তিনিই বলতে পারবেন। আমরা কী বলব।'

মহাসড়কের নির্মাণকারী সংস্থার গাড়ি ঘিরে জটলা। শনিবার ফালাকাটার বড়ডোবায়।

ছোট তারা

অস্মিতা রায়
হ্যামিল্টনগঞ্জের বুন ইংলিশ স্কুলের তৃতীয় শ্রেণির ছাত্রী। ইতিমধ্যে গানে বিশেষ পারদর্শিতার পরিচয় দিয়েছে সে। গানে একাধিক পুরস্কার রয়েছে এই খুদের।

বড়ডোবায় বন্ধ মহাসড়কের কাজ

সুভাষ বর্মন

ফালাকাটা, ১১ জানুয়ারি : ফালাকাটা-সলসলাবাড়ি নির্মীয়মাণ চার লেনের ইস্ট-ওয়েস্ট করিডর বা মহাসড়কের কাজ নানা বাধা উপেক্ষা করে এখন চলছে। এদিকে ফালাকাটা শহরকে বাইপাসে রেখে বড়ডোবা, জয়চাঁদপুর হয়ে ধূপগুড়ি পর্যন্তও মহাসড়ক তৈরি হবে। এবার বড়ডোবাতেও শনিবার জমি সংক্রান্ত জটিলতার কারণে মহাসড়কের কাজে বাধা এল।

বড়ডোবার বাসিন্দা কালিদাস বর্মনের প্রায় সাড়ে চার বিঘা জমি মহাসড়কে পড়েছে। অথচ তিনি নোটিশ পেয়েছেন মাত্র ২৮ ডেসিমাল জমির। কালিদাস শুধু একাই নন, এখানকার অধিকাংশ বাসিন্দার ক্ষেত্রেই এরকমটা হয়েছে। আবার জমির মূল্য কত সেটাও প্রশাসনের তরফে এখনও জানানো হয়নি। এই পরিস্থিতিতে শনিবার এলাকায় মহাসড়কের প্রাথমিক কাজ শুরু হলে বাধা দেন এলাকাবাসী। পরে সেই কাজ বন্ধ হয়ে যায়। স্থানীয়দের দাবি, যাঁর যত পরিমাণ জমি রাস্তার জন্য অধিগ্রহণ করা হচ্ছে তাঁকে সেভাবেই নোটিশ দিতে হবে। জমির মূল্যও ঘোষণা করতে হবে। তবেই রাস্তার কাজ করতে দেবেন স্থানীয়রা। প্রশাসন বিষয়টি খতিয়ে দেখার আশ্বাস দিয়েছে।

ফালাকাটার বিডিও অনীক রায় বলেন, 'মহাসড়কের কাজে নানা এলাকায় স্থানীয়দের নোটিশ নিয়ে কিছু সমস্যা রয়েছে। এজন্য বড়ডোবার বাসিন্দারা গোটা বিষয়টি লিখিতভাবে জানালে ভালো হয়। তারপর সেই বিষয়টি বিশেষ ভূমি অধিগ্রহণ দপ্তরে পাঠানো হবে।'

স্থানীয়দের সঙ্গে কথা বলে জানা গেল, বড়ডোবা মৌজায় মোট ১২০ জন চাষির পরিবারের ৩০ একর জমি মহাসড়কের জন্য অধিগ্রহণ করতে হচ্ছে। এজন্য অনেক আগেই প্রশাসনের তরফে ওই জমির মাপজোখও করা হয়। কিন্তু সেই মাপজোখের ভিত্তিতে স্থানীয়রা সঠিকভাবে নোটিশ পাননি বলে অভিযোগ। আর এদিন নির্মাণকারী সংস্থার শ্রমিকরা বড়ডোবার মুজনাই নদীর চরে প্রাথমিক কাজ করতে আসেন। বিষয়টি জানতে পেরেই সেখানে জড়ো হন এলাকাবাসী। স্থানীয়দের বাধায় সেখানে আর কাজ করতে পারেননি শ্রমিকরা। জমি সংক্রান্ত জটিলতা না মিটলে আগামীতেও কাজে বাধা দেবেন বলে হুঁশিয়ারি দেন স্থানীয়রা। এলাকাবাসী রণজিৎ মণ্ডল বলেন, 'জমির জটিলতা আগে মেটানো হোক। আমরা চাষের জমি দিচ্ছি। অথচ জমির মূল্য কত, তা জানানো হচ্ছে না। এসব সমাধান না হলে এখানে আগামীতেও মহাসড়কের কাজ করতে দেওয়া হবে না।'

কালিদাস বর্মনের কথায়, 'আমার প্রায় সাড়ে চার বিঘা জমি মহাসড়কের জন্য যাচ্ছে। অথচ নোটিশ পেয়েছি ২৮ ডেসিমালের। জমির মূল্য কত দেওয়া হবে, তাও জানি না। এভাবে চললে তো কাজ করতে দেওয়া হবে না।' স্থানীয় উত্তম সরকার বলেন, 'এই মৌজার ১২০ জন চাষির মধ্যে ৮০ জনেরই জমির নোটিশে ভুল আছে। আমরা চাই, আগে এই জটিলতা কাটানো হোক। তারপর রাস্তার কাজ।'

স্থানীয়দের বাধা
- কালিদাস বর্মনের প্রায় সাড়ে চার বিঘা জমি মহাসড়কে পড়েছে অথচ তিনি নোটিশ পেয়েছেন মাত্র ২৮ ডেসিমাল জমির
- কালিদাস শুধু একাই নন, এখানকার অধিকাংশ বাসিন্দার ক্ষেত্রেই এরকমটা হয়েছে
- জমির মূল্য কত সেটাও প্রশাসনের তরফে এখনও জানানো হয়নি
- এই পরিস্থিতিতে শনিবার এলাকায় মহাসড়কের প্রাথমিক কাজ শুরু হলে বাধা দেন এলাকাবাসী

স্বামীজির জন্মজয়ন্তীর প্রস্তুতি

শামুকতলা, ১১ জানুয়ারি : সকলের মঙ্গল ও সুখের জন্য জীবন উৎসর্গ করাই মানবধর্ম। স্বামী বিবেকানন্দের এই উক্তিকে সামনে রেখে তাঁর জন্মজয়ন্তী উদযাপনের জোর প্রস্তুতি শুরু হয়েছে শামুকতলা এলাকায়। এবছর দিনটি রবিবার পড়ায় স্কুলগুলিতে অনুষ্ঠান হচ্ছে না। তবে বিবেকানন্দ শিশুনিকেতনের উদ্যোগে শামুকতলা দুর্গাবাড়ি প্রাঙ্গণে কয়েকদিনব্যাপী অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়েছে। শামুকতলা রামকৃষ্ণ সেবাশ্রমের উদ্যোগে রবিবার বিভিন্ন অনুষ্ঠান হবে। এছাড়াও শামুকতলা গ্রামীণ পাঠাগার, স্টার অ্যাকাডেমির তরফে স্বামী বিবেকানন্দের জন্মদিন পালনের প্রস্তুতি নেওয়া হয়েছে।

রামকৃষ্ণ সেবাশ্রমের সম্পাদিকা রিনা বিশ্বাস বলেন, 'এদিন সকাল ১০টা থেকে আশা ভবনে মূল অনুষ্ঠান শুরু হবে। অনুষ্ঠানে স্বামী বিবেকানন্দের ভাবধারাকে মাথায় রেখে আগামীদিনে চলার শপথ নেব সকলে।' সভাপতি সুজিতনাথ রায় জানান, অনুষ্ঠানে স্বামী বিবেকানন্দরে ওপরে বিভিন্ন বিষয়ে আলোচনা হবে।

অপরদিকে বিবেকানন্দ শিশুনিকেতনের উদ্যোগে দুর্গাবাড়ি এলাকায় রবিবার সকাল থেকে বিভিন্ন অনুষ্ঠান হবে। স্কুলের অধ্যক্ষ অচিন্ত্য পণ্ডিত বলেন, স্বামীজির বাণী, জীবনদর্শন ও আদর্শ যুবসমাজের মধ্যে ছড়িয়ে দিতে আমরা বিভিন্ন অনুষ্ঠানের আয়োজন করেছি। এছাড়াও রয়েছে নাচ, গান, আবৃত্তি ও আলোচনা সভা।

প্রকৃতি পাঠ শিবিরে এই রকম ছবি এবার অনিশ্চিত। - সংবাদচিত্র

আইনি জটে বাতিল প্রকৃতি পাঠ শিবির

অভিজিৎ ঘোষ

আলিপুরদুয়ার, ১১ জানুয়ারি : বক্সায় প্রকৃতি পাঠ শিবির বাতিল হল। বক্সা টাইগার রিজার্ভের হোমস্টে, লজ ও রিসর্টে পর্যটকদের রাত্রিযাপন নিয়ে আদালতে মামলা চলছে। এই মামলার পরবর্তী শুনানি ২৮ জানুয়ারি। তবে তার আগে বাঘবনে যে রাত্রিযাপন নিষিদ্ধ সেটা শুক্রবার আদালতের শুনানিতে উঠে এসেছে। এই দোলাচলের মাঝে প্রকৃতি পাঠ শিবির বাতিল করা হল। ইতিমধ্যে আলিপুরদুয়ার নেচার ক্লাব তাদের প্রকৃতি পাঠ শিবির বাতিল করেছে। অনিশ্চিত নন্দাদেবী ফাউন্ডেশনের প্রকৃতি পাঠ শিবিরও। ১৪-১৯ জানুয়ারি নেচার ক্লাবের প্রকৃতি পাঠ শিবির হওয়ার কথা ছিল। শনিবার নেচার ক্লাবের সম্পাদক ত্রিদিবেশ তালুকদার বলেন, 'বর্তমানে বক্সা টাইগার রিজার্ভের এলাকায় রাত্রিবাস করা যাবে না বলে কোর্টের আদেশ রয়েছে। আইন অমান্য করে তো শিবির করা সম্ভব নয়। তাই এবছর শিবির না করার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে।'

বক্সা টাইগার রিজার্ভের অন্তর্গত জয়ন্তী এলাকায় এই শিবির হওয়ার কথা ছিল। শনিবার থেকে শিবিরের প্রস্তুতি নেওয়ার কথা থাকলেও সেটা হয়নি। গত বছর জয়ন্তী নদীবক্ষে শিবির করা নিয়ে বন দপ্তরের সঙ্গে বেশ কয়েকটি সংস্থার সংঘাত হয়। নেচার ক্লাব গত বছর শিবির করেনি। এবছরও অনিশ্চয়তা থাকলেও শেষে শিবির হবে বলে ঠিক হয়। তবে এবার আইনি জটে সেটাও বাতিল হল। নেচার ক্লাবের এটি ৪২তম শিবির ছিল। প্রতি বছর ডিসেম্বর মাসের ২৫-৩১ তারিখ শিবির হলেও এবছর বন দপ্তর জানুয়ারি মাসে জয়ন্তী রেঞ্জ অফিসের পাশে শিবিরের অনুমতি দেয়। নেচার ক্লাব সূত্রে খবর, আগামী সোমবার তারা চিঠি দিয়ে বন দপ্তরকে এই বিষয়টি জানাবে। বন দপ্তরের জয়ন্তীর রেঞ্জ অফিসার ফাজিল লেমন সরকারের বক্তব্য, 'এই বিষয়ে এখনও কোনও তথ্য পাইনি।'

এদিকে নন্দাদেবী ফাউন্ডেশনও অনেকদিন থেকে প্রকৃতি পাঠ শিবির ও পর্বতারোহণ শিবির করে আসছে। তাদের এবছর ২২-২৬ জানুয়ারি শিবিরের অনুমতি দেওয়া হয়। সংস্থার প্রতিষ্ঠাতা সদস্য স্বপন মজুমদারের কথায়, 'এই শিবিরগুলির মাধ্যমে নতুন প্রজন্ম প্রকৃতির কাছে যেতে পারে। তবে এখন যে আইনি জট হয়ে আছে এই অবস্থায় শিবির করব কি না সেটা নিয়ে ভাবছি। বর্তমানে দাঁড়িয়ে তা একপ্রকার অনিশ্চিত।' ওই মামলার জেরে বক্সা টাইগার রিজার্ভের বিভিন্ন এলাকা পর্যটকশূন্য হয়ে পড়েছে। পর্যটন ব্যবসায় বড় ক্ষতি হচ্ছে। ইতিমধ্যে প্রতি বছর বন দপ্তরের তরফে আয়োজিত বার্ড ফেস্টিভালও অনিশ্চিত। যা জানুয়ারি মাসের প্রথম সপ্তাহে হওয়ার কথা ছিল।

> বর্তমানে বক্সা টাইগার রিজার্ভ এলাকায় রাত্রিবাস করা যাবে না বলে কোর্টের আদেশ রয়েছে। আইন অমান্য করে তো শিবির করা সম্ভব নয়। তাই এবছর শিবির না করার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে।
>
> **- ত্রিদিবেশ তালুকদার**
> *সম্পাদক, নেচার ক্লাব*

বাঁদরের তাণ্ডবে বিপর্যস্ত জনজীবন

পিকাই দেবনাথ

কামাখ্যাগুড়ি, ১১ জানুয়ারি : এলাকায় হঠাৎ নতুন প্রাণীর আবির্ভাব! বীরদর্পে সে হাঁটছে। দৌড়াচ্ছে টিনের চালে। কখনও বা গাছের ডালে। আর সেই নতুন আগন্তুক প্রাণীটি হল বাঁদর। আর তাদের এই বাঁদরামি আপাতদৃষ্টিতে হাস্যকর বা মজার বলে মনে হলেও উত্তর পারোকাটাবাসী তিন মাস ধরে প্রায় ৫০০ বাঁদরের উপদ্রব ও তাণ্ডবে ক্ষতির সম্মুখীন হচ্ছেন।

স্থানীয় বাসিন্দাদের অভিযোগ, বন দপ্তরের নজরদারির অভাবে বাঁদরের উৎপাতে তাঁরা অতিষ্ঠ। বনে খাদ্যের সরবরাহ কমে যাওয়ায় নানা সময়ে বন্যপ্রাণীরা লোকালয়ে আসে। এরই ধারাবাহিকতায় লোকালয়ে এবার দেখা মিলেছে বাঁদরের। খাদ্যের সংকটেই বাঁদর লোকালয়ে এসেছে বলে ধারণা স্থানীয়দের। ছিপড়া জঙ্গল থেকে বাঁদরের দল ঢুকে পড়েছে উত্তর পারোকাটা লোকালয়ে। এই বাঁদরের উৎপাতে দিশাহীন হয়ে পড়েছেন এলাকার কৃষকরা। ফসল নষ্ট করে দিচ্ছে বাঁদরের দল। স্থানীয় কৃষক মানিক দাসের অভিযোগ, 'আমার জমির ধান নষ্ট করছে এই বাঁদরের দল। কোনওভাবেই তাড়ানো সম্ভব হচ্ছে না। তাড়াতে গেলেই আক্রমণ করে বসছে। বন দপ্তরের কোনওরকম নজরদারি নেই এলাকায়। আমরা অবিলম্বে বন দপ্তরের কাছে এই বাঁদরের দলকে জঙ্গলমুখী করার দাবি করছি।'

আরেক স্থানীয় বাসিন্দা দুর্জয় রায়ের গলাতেও শোনা গেল একই সুর। তাঁর বক্তব্য, 'এভাবে লোকালয়ে বাঁদর ঢুকে পড়ায় জনজীবন বিপর্যস্ত হয়ে পড়েছে। বন দপ্তর কোনওরকম সহযোগিতা করছে না দীর্ঘদিন।' কামাখ্যাগুড়ি মোবাইল রেঞ্জের রেঞ্জ অফিসার প্রভাত বর্মন বলেন, 'বিষয়টি আমার এলাকার অধীনে নয়। এটি সাউথ রায়ডাক রেঞ্জের অধীনস্থ।' সাউথ রায়ডাক রেঞ্জের রেঞ্জ অফিসার দেবাশিস মণ্ডলের সঙ্গে এবিষয়ে যোগাযোগ করা হলে তিনি কোনও মন্তব্য করতে চাননি।

গ্রামের বাসিন্দারা বাঁদরের উপদ্রবে অসহায়ভাবে জীবনযাপন করছেন। শুধু কি চাষের জমি! বাঁদরের বিশাল বাহিনী স্থানীয়দের বাড়িতে ঢুকে মুহূর্তেই রান্না করা ভাত, তরকারি, চাল, মুড়ি, ফলমূল, শাকসবজি সহ যে কোনও খাদ্যসামগ্রী নিয়ে চম্পট দিচ্ছে। এমনকি রান্নার সময় গৃহিণীরা একটু অন্যমনস্ক হলেই নিমেষেই খাবার নিয়ে উধাও হয়ে যাচ্ছে তারা। শুধু যে জিনিসপত্র নিয়ে চম্পট দেয় তাই নয়, বাঁদরের দলটি এখনও পর্যন্ত এলাকায় প্রায় ৩০ জন মহিলাকে আক্রমণ করেছে।

স্থানীয় বাসিন্দা মিনা দে বলেন, 'এই বাঁদরের দল আমাকে এখনও পর্যন্ত দুইবার কামড়ে দিয়েছে। যখন-তখন অতর্কিত আক্রমণ করে বসছে মানুষকে।'

টুকরো খবর

বিক্ষোভ

আলিপুরদুয়ার, ১১ জানুয়ারি : চা শ্রমিকদের বিক্ষোভের মুখে কয়েকদিন ধরে উত্তাল আলিপুরদুয়ারের মাঝেরডাবরি চা বাগান। শ্রমিকদের অভিযোগ, গত কয়েক বছর ধরে বাগানের শ্রমিকদের পিএফ, গ্র্যাচুইটি সহ মাসিক বেতন বন্ধ রয়েছে। এসবের পেছনে দায়ী বাগানের ম্যানেজার চিন্ময় ধর। এবিষয়ে বাগান ম্যানেজার কোনও মন্তব্য করতে চাননি। গত দু'দিন ধরে শ্রমিক আন্দোলনের জেরে গরম আবহাওয়া রয়েছে ওই বাগানে। ম্যানেজারের ঔদ্ধত্য মেনে নিতে পারছেন না বাগান শ্রমিক সংগঠনের নেতারা।

জন্মজয়ন্তী

শামুকতলা, ১১ জানুয়ারি : কুমারগ্রাম ব্লকের কার্তিকা চা বাগান এলাকায় কালী মন্দির ময়দানে শনিবার বিরসা মুন্ডার জন্মজয়ন্তী পালন করা হল। এদিন বিজেপির কুমারগ্রাম-১ নম্বর মণ্ডলের উদ্যোগে বিরসা মুন্ডার ১৪৯তম জন্মজয়ন্তী পালন করা হয়। সেখানে আদিবাসীদের কৃষ্টি ও সংস্কৃতি বিভিন্ন অনুষ্ঠানের মধ্যে দিয়ে তুলে ধরা হয়। উপস্থিত ছিলেন বিজেপির আলিপুরদুয়ার জেলা সভাপতি তথা সাংসদ মনোজ টিগ্গা, বিধায়ক মনোজকুমার ওরাওঁ, কালচিনির বিধায়ক বিশাল লামা প্রমুখ।

দাঁতালের তাণ্ডব

জটেশ্বর, ১১ জানুয়ারি : শুক্রবার গভীর রাতে দলগাঁও জঙ্গল থেকে তাসাটি চা বাগানের পানু লাইন এলাকায় চলে আসে একটি দাঁতাল। সেখানে মীনা ওরাওঁ নামে এক চা শ্রমিকের বাড়িতে তাণ্ডব চালিয়ে তাঁর দুটি ঘর ভেঙে দেয় হাতিটি। এদিকে, হাতির হানায় ঘর ভেঙে যাওয়ায় মাথায় হাত পড়ে ওই পরিবারের সদস্যদের। শনিবার পঞ্চায়েত থেকে ওই পরিবারটির জন্য পলিথিনের ব্যবস্থা করা হয়।

চর্চা বজায় রাখতে সমবেত আবৃত্তি

আয়ুষ্মান চক্রবর্তী

আলিপুরদুয়ার, ১১ জানুয়ারি : আবৃত্তিচর্চাকে ধরে রাখতে ও ভবিষ্যৎ প্রজন্মকে উৎসাহিত করতে সমবেত আবৃত্তি অনুষ্ঠিত হল। শনিবার নিউ আলিপুরদুয়ার এলাকার একটি বেসরকারি কলেজে 'আবৃত্তি নীড়'-এর উদ্যোগে এবং 'শঙ্খমালা' আলিপুরদুয়ার শাখার সহযোগিতায় অনুষ্ঠানটি হয়। 'ছোটদের ফার্স্ট হতে হয়' কবিতা সংকলনের কবিতা পাঠের মধ্যে দিয়ে সমবেত আবৃত্তি অনুষ্ঠানের সূচনা হয়। অর্ণব সরকার, সৌম্য ভট্টাচার্য, ধ্রুবজ্যোতি বাড়ৈ ও শুভমিতা সাহারা জানিয়েছে, এদিন তাদের আবৃত্তি করে খুব ভালো লেগেছে। বেশ কয়েকদিন ধরে প্র্যাকটিস চলছিল। এদিনের অনুষ্ঠানে মানসী বক্সী, বিশ্বেশ্বর মণ্ডল, সুমন পণ্ডিত, দেবিকা চক্রবর্তী ও ঋতুপর্ণা চট্টোপাধ্যায়রা একক পরিবেশনা করেন। মানসীর কথায়, 'এদিন যুবসমাজকে উৎসর্গ করে অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত'র 'ছন্নছাড়া' আবৃত্তি করি। এছাড়া অন্য কবিতা পাঠ করেছি। খুব ভালো অনুষ্ঠান হয়েছে।' 'পারিবারিক চালচিত্র' সুস্মিতা দেবনাথ, মৌসুমি রায় সহ অন্যরা সমবেতভাবে পরিবেশন করেন। সংগীতে সুস্মিতা দেবনাথ এবং আবহে সৌরভ মিত্র ছিলেন। 'পারিবারিক চালচিত্র' কবিতার রচয়িতা স্বপ্নময় চক্রবর্তী। শুক্লা মণ্ডল বলেন, 'সমবেতভাবে আবৃত্তি করলাম। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর আমাদের সর্বত্র রয়েছেন। তাঁকে কেন্দ্র করে এই কবিতা। কলকাতা থেকে শাশ্বতী দাশগুপ্ত এসেছিলেন। তিনিও এদিন আবৃত্তি করেন। সবমিলিয়ে এদিনের অনুষ্ঠানে ৩৫ জন অংশ নিয়েছিলেন।'

আবৃত্তি করছে খুদেরা। শনিবার নিউ আলিপুরদুয়ার এলাকার একটি বেসরকারি কলেজে। - সংবাদচিত্র

আলিপুরদুয়ারে অনেকদিন ধরে আবৃত্তিচর্চা হয়ে আসছে। এখানে অনেকে নিয়মিত আবৃত্তিচর্চা করেন। যাঁরা এই চর্চাকে ধরে রেখেছেন তাঁরা যাতে আরও ভালোভাবে করতে পারেন সেজন্য এই আবৃত্তি অনুষ্ঠানের উদ্যোগ। পাশাপাশি খুদে আবৃত্তিশিল্পীদের উৎসাহিত করতে ও ভবিষ্যতে এই চর্চাকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার ভাবনা থেকে এই আয়োজন। গতানুগতিকতার বাইরে ভিন্নভাবে অনুষ্ঠানটিকে উপস্থাপন করা হয়। এর ফলে যাঁরা আবৃত্তি শিখছেন বা শেখাচ্ছেন তাঁরাও অনুপ্রাণিত হয়ে ভালোভাবে শেখাতে পারবেন। আলিপুরদুয়ারে আবৃত্তিচর্চা বাড়াতে এধরনের অনুষ্ঠান আরও প্রয়োজন বলে বলে আবৃত্তিশিল্পীদের মত। 'শঙ্খমালা' আলিপুরদুয়ার শাখার সম্পাদক সুকান্ত সাহার বক্তব্য, 'খুব ভালোভাবে অনুষ্ঠান হয়েছে।'

ক্রীড়া প্রতিযোগিতা

পলাশবাড়ি, ১১ জানুয়ারি : আলিপুরদুয়ার-১ ব্লকের শিলবাড়িহাট আরআর প্রাইমারি স্কুলের এবছর ৭৫ তম বর্ষপূর্তি। এই উপলক্ষ্যে রবিবার পূর্ব কাঁঠালবাড়ি গ্রাম পঞ্চায়েতের ১৬ টি প্রাইমারি স্কুলের পড়ুয়াদের নিয়ে ক্রীড়া প্রতিযোগিতা হবে। কমিটির যুগ্ম সম্পাদক নিখিলরঞ্জন বিশ্বাস বলেন, 'রবিবার ক্রীড়া প্রতিযোগিতা হবে। এরপর ১৮ ও ১৯ তারিখ হবে সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান।

লোক সংস্কৃতি মঞ্চে আদিবাসী নাচ। শনিবার। ছবি : আয়ুষ্মান চক্রবর্তী

প্রতিযোগিতায় নজর কাড়ছে শিশু-কিশোর মঞ্চ

“আমার এই মডেলের মাধ্যমে সপ্তাহের সাতদিন ২৪ ঘণ্টা মেডিসিন স্টোর রয়েছে, যা সোলারের মাধ্যমে চলছে। আবার রাস্তায় ডিভাইডারে পলিউশন কন্ট্রোলের বিষয়ে উল্লিখিত তথ্য ফুলের টবে রাখা আছে। সঙ্গে আরও কিছু রয়েছে। এর মাধ্যমে শহর আরও উন্নত হবে, দূষণ কমবে

- সাহিল গুপ্তভায়া অষ্টম শ্রেণি

হস্তশিল্পে পটু ওরা। প্রদর্শনীর আগে প্রস্তুতি। ডুয়ার্স উৎসবে শনিবার।

মিনিয়েচার, মডেলে মাত করল খুদেরা

আয়ুষ্মান চক্রবর্তী

আলিপুরদুয়ার, ১১ জানুয়ারি : ডুয়ার্সে মাঝেমধ্যেই রেললাইনে উঠে পড়ে হাতি। চালকদের তৎপরতায় রক্ষা পায় হাতি। কিন্তু সবসময় আবার এমনটা হয় না। কিছু কিছু সময় দুর্ঘটনার কবলে পড়ে হাতি। সেটা আটকানোর এক উপায় বের করে তা ডুয়ার্স উৎসবের প্রদর্শনীতে সকলের সামনে তুলে ধরে পঞ্চম শ্রেণির অভিজ্ঞান ধর। ‘এলিফ্যান্ট অ্যালার্ট মডেল’-এর মাধ্যমে কী বলতে চায় অভিজ্ঞান? বলে, ‘অনেক সময়েই হাতির দুর্ঘটনা হয়। সেটা ভেবেই এই মডেল বানিয়েছি। রেললাইনে উঠলে অ্যালার্ট করা হবে চালকদের।’ ডুয়ার্স উৎসবের শিশু-কিশোর মঞ্চে আয়োজিত হস্তশিল্প ও মডেল প্রতিযোগিতায় প্রকাশ পেল ছোটদের বুদ্ধি এবং প্রতিভার।

কেউ পড়ে সপ্তম, অষ্টম শ্রেণিতে। কেউ আবার তৃতীয়, পঞ্চম শ্রেণিতে। আলিপুরদুয়ার জেলার বিভিন্ন স্কুলে পড়াশোনা করে। আজ তারাই ছিল ডুয়ার্স উৎসবের আকর্ষণের কেন্দ্রবিন্দু। মিনিয়েচার, মডেল বানিয়ে প্রতিযোগিতায় অংশ নিয়ে তাক লাগিয়ে দেয় খুদেরা। জেলা শহরকে যদি স্মার্ট সিটি করতে হয়, তাহলে আরও কী কী দরকার, সেগুলোও মডেলের মাধ্যমে ফুটিয়ে তুলেছে অষ্টম শ্রেণির সাহিল গুপ্তভায়া। সে বলে, ‘আমার এই মডেলের মাধ্যমে সপ্তাহের সাতদিন ২৪ ঘণ্টা মেডিসিন স্টোর রয়েছে, যা সোলারের মাধ্যমে চলছে। আবার রাস্তায় ডিভাইডারে পলিউশন কন্ট্রোলের বিষয়ে উল্লিখিত তথ্য ফুলের টবে রাখা আছে। সঙ্গে আরও কিছু রয়েছে। এর মাধ্যমে শহর আরও উন্নত হবে, দূষণ কমবে।’ পাশাপাশি, নোংরা জল কীভাবে শুদ্ধ করা যাবে প্রভৃতি মডেলের মাধ্যমে ফুটিয়ে তুলেছে সপ্তম শ্রেণির অরিন সাহা।

নিজেদের বানানো মডেল নিয়ে ছোটদের প্রদর্শনী। শনিবার।

আজ শহরে

- ডুয়ার্স উৎসবের শিশু-কিশোর মঞ্চে সকাল সাড়ে দশটা থেকে রক্তদান শিবির, বিনামূল্যে স্বাস্থ্য পরীক্ষা শিবির
- শিশু-কিশোর মঞ্চে সন্ধে ৬টা থেকে ‘স্বাস্থ্যই সম্পদ’ অনুষ্ঠান
- ডুয়ার্স উৎসবের শিশু-কিশোর মঞ্চে সন্ধে ৭টা থেকে ম্যাজিক শো
- স্বামী বিবেকানন্দ সোসাইটির উদ্যোগে অনুষ্ঠান, পার্ক রোড এলাকায় সকাল ১০টা থেকে

এছাড়া, সপ্তম শ্রেণির ইন্দ্রাণী ভৌমিকও মডেলের মাধ্যমে হাইড্রোইলেক্ট্রিক পাওয়ার প্রোজেক্ট তুলে ধরে। তৃতীয় শ্রেণির মোনামি দাস ‘গল্পের বাড়ি’ মডেল এনেছে, আবার গ্রিন হাউসের মাধ্যমে চাষ করার পদ্ধতি মডেলের মাধ্যমে তুলে ধরে অষ্টম শ্রেণির নৈতিকা দাস।

মডেল প্রতিযোগিতার সঙ্গে সঙ্গে আরেকটি উল্লেখযোগ্য ছিল হস্তশিল্প প্রতিযোগিতা। যেখানে ২৬ জন অংশ নেয়। পঞ্চম শ্রেণির অম্বিকা দত্ত কাগজ, থার্মোকল, ক্লে, আঠা দিয়ে সান্তাক্লজ, ক্রিসমাস ট্রির ও চার্চ বানিয়েছে। আবার চটের ওয়ালহ্যাঙ্গার বানায় সপ্তম শ্রেণির দীপ চক্রবর্তী। প্রথম শ্রেণির কৃষ্ণেন্দু মণ্ডল আইসক্রিম স্টিক দিয়ে খাট বানায়। রাজাভাতখাওয়ার জঙ্গলে ট্রেন যাচ্ছে, পাশে হাতি। গোটা জিনিসটাই মিনিয়েচারের মাধ্যমে তুলে ধরে রৈনাক নন্দী।

এদিন ছিল প্রবন্ধ প্রতিযোগিতাও। সন্ধ্যায় সব প্রতিযোগিতার পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠান হয়। সঙ্গে নানান সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান হয়। লোকসংস্কৃতি মঞ্চেও সন্ধ্যায় বিভিন্ন প্রতিযোগিতার পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠান যেমন ছিল তেমনি ডুকপা, পালাগান, আদিবাসী নৃত্যের আয়োজন ছিল।

ডুয়ার্স উৎসবের মাঠের সব স্টলেই ভিড় ছিল। খাওয়াদাওয়া, আড্ডা, হইহই, অনুষ্ঠান দেখা-সবমিলিয়ে ‘উইকেন্ড’টা জমে ওঠে। ডুয়ার্স উৎসব সমিতির সম্পাদক অনুপ চক্রবর্তী বলেন, ‘শুক্রবার মূল মঞ্চে চন্দ্রবিন্দুর অনুষ্ঠানে নস্টালজিক একটা ব্যাপার ছিল। ওই ব্যান্ডের গান সকলেরই প্রিয়।’

অভিজ্ঞতায় আধুনিক হয়েছে উৎসব

প্রতি বছর নানা অভিজ্ঞতা আরও ভালো কাজ করতে সাহায্য করেছে। এটা এত বড় উৎসব যে অনেকেই জড়িয়ে পড়েন। তবে সবকিছুর পিছনে পরিকল্পনা থাকে। সেগুলো হয়তো অনেকেরই নজরে আসে না, আর তা জানার কথাও নয়। লিখলেন ডুয়ার্স উৎসব কমিটির সম্পাদক অনুপ চক্রবর্তী।

বর্তমানে আলিপুরদুয়ার জেলার সব থেকে বড় উৎসব হল ডুয়ার্স উৎসব। সাধারণ মানুষের আবেগ এইভাবে জড়িয়ে গিয়েছে যে, উৎসব একটু পিছিয়ে গেলেই নানা প্রতিক্রিয়া চোখে পড়ে। প্রায় ১৫ বছর থেকে উৎসবের দায়িত্ব পালনের পর আমাদেরও এই উৎসবের সঙ্গে আবেগ জড়িয়ে গিয়েছে। এই উৎসব অনেক কিছু দিয়েছে। অনেকের সঙ্গে পরিচয় হয়েছে। আমার মতো উৎসবের সঙ্গে যাঁরা জড়িত তাঁদের সবার অভিজ্ঞতাই কিন্তু উৎসবকে নিখুঁত করার কাজ করেছে। এবছরই নতুন অভিজ্ঞতা হল।

এবছর একজন বাংলাদেশের মহিলা ডুয়ার্স উৎসবে স্টল দিয়ে দেন, যা থেকে কম বিতর্ক হয়নি। আসলে এটা হয়েছে কারণ যাঁরা স্টল দিতে আসেন তাঁদের কাছ থেকে আমরা আধার কার্ড চাই না। তবে আগামী বছর থেকে এটা করা হবে। তখন আর এমন সমস্যা হবে না। ডুয়ার্স উৎসব নিয়ে যখন আলোচনা শুরু হয়, তখন প্রথমে যেটা মাথায় রাখতে হয় সেটা হল সময়। কতদিনের উৎসব হবে আর কবে থেকে কবে হবে? উৎসব সফল করতে গেলে এই বিষয়টি গুরুত্বপূর্ণ। এই উৎসব যেহেতু বরাবরই ডিসেম্বর-জানুয়ারি মাসের দিকে হয়, তাই প্রথমেই নজরে রাখতে হয় স্কুলগুলোর পরীক্ষার কথা। স্কুলের বার্ষিক পরীক্ষা শেষ হওয়ার পর এই উৎসব করার পরিকল্পনা থাকে। সেইসঙ্গে দেখতে হয় উৎসবের দিনের মধ্যে যেন দুটো রবিবার এবং দুটো শনিবার থাকে। কারণ এই দিনগুলোয় বেশি ভিড় হয়, ব্যবসাও জমে।

অফিশিয়াল মিটিং হওয়ার পরও অনেক কাজ থাকে। যেটার মধ্যে অন্যতম জিনিস হল, মাঠের সঠিক মাপ নেওয়া। এবছর প্যারেড গ্রাউন্ডের ৬ লক্ষ ৭ হাজার ৫০০ স্কোয়ার ফুট জায়গা ব্যবহার করা হয়েছে। প্যারেড গ্রাউন্ডে ২৬ জানুয়ারি প্রজাতন্ত্র দিবস পালন করা হয়। ওই জায়গা আগে থেকেই ফাঁকা রাখতে হয়। মাঠের কাজ শুরুর সঙ্গেই বিভিন্ন সরকারি দপ্তরের সঙ্গে বৈঠকও শুরু হয়ে যায়। যে দপ্তরগুলো মাঠে স্টল দেয়, বিভিন্নভাবে সহযোগিতা করে তাদের চিঠি করতে হয়। স্বাস্থ্য দপ্তর, বন দপ্তর, পুরসভা, পিএইচই সবারই আলাদা ভূমিকা রয়েছে। পুরসভা থেকে কর্মী দেওয়া হয় মাঠ পরিষ্কার করার জন্য।

শৌচাগার পরিষ্কার করার জন্য প্রচুর ব্লিচিং পাউডার, ফিনাইল পাঠায় স্বাস্থ্য দপ্তর। পিএইচই দপ্তর তো মাঠে যেমন জলের ট্যাংক বসায় তেমনই আবার মাঠের বিভিন্ন জায়গায় পাইপলাইনের মাধ্যমে জল নিয়ে যায়। এই লাইনগুলো কিন্তু মাটির নীচ দিয়ে যায়। উৎসবের মাঠে এলে এগুলো বোঝা যাবে না। সিসিটিভির তার, বিদ্যুতের লাইনও মাটির নীচ দিয়েই নিয়ে যাওয়া হয়। মাঠে এসে সেগুলো যেন কেউ বুঝতে না পারে সেটাও নজর দিতে হয়। পুলিশের জন্য ওয়াচটাওয়ার থাকে। পুলিশের

খোলা জানালা

ক্যাম্প কোন জায়গায় প্রয়োজন সেটা নিয়ে পুলিশকর্তাদের সঙ্গে আলোচনা করতে হয়। মেলায় কিছু জরুরিকালীন গেট থাকে। সমস্যা হলে সেগুলো খুলে দেওয়া হবে।

ডুয়ার্স উৎসব নিয়ে বিভিন্ন আলোচনা-সমালোচনা হয়। খারাপ দিক তুলে ধরা হয়। সেগুলো থেকে আমরা শিক্ষা নিই। যাঁরা সমালোচনা করেন তাঁদের অনেককেই কাজে লাগানো হয়েছে। দায়িত্ব নেওয়ার পর তাঁরা বোঝেন এটা কতটা কঠিন। জায়গা অনুযায়ী স্টলগুলোর ভাড়া আলাদা হয়। ১৫ হাজার, সাড়ে সাত হাজার, ১ হাজার টাকারও স্টল থাকে। কিছু স্টল কোনও ভাড়া ছাড়াই দেওয়া হয়। এবারই যেমন ১১৮টি স্টল দেওয়া হয়েছে যেগুলোর কাছ থেকে ভাড়া নেওয়া হয়নি।

ডুয়ার্স উৎসব কমিটির ৩০টি সাব-কমিটিকে নিয়ে চলারও বড় দায়িত্ব থাকে। কমিটির দায়িত্বে থাকা কনভেনাররা ঠিক করে কাজ করছেন কি না সেটাও দেখতে হয়। সবাই নিজের দায়িত্ব ঠিক করে পালন করেন বলেই ডুয়ার্স উৎসব আজকে এই জায়গায়।

ডুয়ার্সের টুকটাক

সাফাইকর্মীদের সংবর্ধনা

ডুয়ার্স উৎসবের মাঠ প্রতিদিনই পরিষ্কার করেন সাফাইকর্মীরা। শনিবার কোচবিহারের একটি ফুড স্টলের উদ্যোগে সাফাইকর্মীদের সংবর্ধনা দেওয়া হয়। উত্তরীয়, ফুল দিয়ে তাঁদের সম্মান জানানো হয়। ৫২ জনকে সংবর্ধনা দেওয়া হয়। উদ্যোক্তাদের মধ্যে প্রলয় সাহা বলেন, ‘ব্যবসার বাইরে গিয়ে নাগরিক দায়বদ্ধতা থাকে। সেই কথা মাথায় রেখে এই আয়োজন।’ এদিনের আয়োজনে সাফাইকর্মীদের চা-ও খাওয়ানো হয়।

গরম চপের সম্ভার

শীতের সন্ধ্যায় চায়ের সঙ্গে চপ হলে একেবারে জমে যায়। এই বছর ডুয়ার্স উৎসবের মাঠে এক্সপো-তে ঢুকেই চোখে পড়বে হরেরকমের চপের দোকান। সন্ধে হতেই খাদ্যরসিকরা সোজা ঢুঁ দিচ্ছেন সেখানে। চপের বাহার দেখে চোখ ধাঁধিয়ে যেতে পারে। রয়েছে পনির-নারকেল চপ, মোচার চপ, আলু মশলা চপ, সয়াবিন চপ, কাশ্মীরি চপ এবং আরও অনেক বাহারি চপ। বিক্রিও বেশ ভালোই হচ্ছে বলে জানান ব্যবসায়ীরা।

সরকারি স্টল

ডুয়ার্স উৎসবের মাঠে সরকারি দপ্তরের প্রায় সব স্টলই রয়েছে। সেগুলোর মধ্যে অন্যতম হল পাবলিক ওয়ার্কার্স ডিপার্টমেন্টের স্টল। ওই দপ্তরের তরফে করা একাধিক কাজের ছবি এবং তথ্য সহ সাজানো হয়েছে। এর মধ্যে রয়েছে বাসরা ব্রিজ, পানা ব্রিজ, তুরতুরি ব্রিজ থেকে সার্কিট হাউসের নতুন বিল্ডিং, ডুয়ার্সকন্যা ইত্যাদি। সবকিছু সুন্দর করে সাজিয়ে রাখা হয়েছে স্টলে।

টক শো-সেমিনার

আজকাল এই ‘ফাস্ট পেসড’ দুনিয়ায় আলোচ্য বহু বিষয় উঠে আসে প্রতিদিন। সেই জিনিসগুলো নিয়ে আলোচনা করা হয় কখন চা-এর ঠেকে কখনও আবার কোনও সেমিনার হলে। ডুয়ার্স উৎসবের মাঠে দুটি বড় মঞ্চের পাশাপাশি আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ মঞ্চ হল টক শো ও সেমিনার মঞ্চ। প্রতিদিন সন্ধ্যায় সেখানে কুইজ হয়। কুইজ প্রতিযোগিতাও হয়। শুধু তাই নয়, চলে একাধিক বিষয়ে সেমিনারও। সেখানে উপস্থিত থাকেন বিশিষ্টরা। এই আলোচনা এবং কুইজে আট থেকে আশি সকলেরই উৎসাহ থাকে।

দোকানের নামেও ‘ভ্যারাইটি’

অভিজিৎ ঘোষ

আলিপুরদুয়ার, ১১ জানুয়ারি : ‘আই অ্যাম তো অবাক’... এই কথাটা কি চেনা চেনা লাগছে? প্রবীণদের কাছে এটা নতুন মনে হলেও মিমের জগতে যাঁদের প্রতিনিয়ত যোগাযোগ তাঁদের কিন্তু এই কথাটা চেনাই লাগবে। দু’বছর আগে সোশ্যাল মিডিয়ায় একটি ভিডিওতে প্রথম শোনা গিয়েছিল এই কথাটা। তারপর আর কি, রাতারাতি ভাইরাল! এখনও সেটার ‘ক্রেজ’ একইরকম। আবার যদি বলা যায় ‘হাউ মাউ খাও’, নিশ্চয়ই এরপর লাইনটাই মুখে চলে আসবে, যা হল ‘মানুষের গন্ধ পাও’। এগুলোই এখন দোকানের নাম। ডুয়ার্স উৎসবে এমন নামের দোকান এখন আকর্ষণের কেন্দ্রবিন্দু।

১৯তম ডুয়ার্স উৎসবের ফুড কর্নারে এই নামের একটি ফাস্ট ফুডের দোকান বসেছে। দোকানের খাওয়াদাওয়া নিয়ে চর্চা কম থাকলেও দোকানের নাম ও ছবি নিয়ে কিন্তু চর্চা ভালোই। এই বাহারি নামগুলোর মধ্যে থাকছে ‘পুরানি হাভেলি।’ নাম শুনলে ভূতুড়ে বাংলোর কথা মাথায় এলেও আদতে এটি একটি খাবারের দোকান। ডুয়ার্স উৎসবে আলোচ্য বিষয় হয়ে উঠছে অদ্ভুত এই নামের দোকানগুলো। বেশিরভাগ স্টলই রয়েছে ফুড কর্নারে।

ফুড কর্নারে উপচে পড়া ভিড়।

এদিন যেমন ফুড কর্নারে এই নিয়ে কথা হচ্ছিল দৃষ্টি ধর নামে এক কলেজ পড়ুয়ার সঙ্গে। স্টলগুলোর সামনে বান্ধবীদের সঙ্গে সেলফিতে ব্যস্ত ছিলেন ওই তরুণী। সেই ব্যস্ততার ফাঁকেই বললেন, ‘উৎসবে এসে আগেই এখানে এসেছি। খাব কোথায় সেটা এখনও ঠিক করিনি। যা বাহারি নাম, কোনটা ছেড়ে কোনটায় যাব সেটাই ভাবাচ্ছে। তবে ছবি তোলার জায়গাগুলো ভালোই বেছেছি।’

একইরকম কথা শোনা গেল কিঙ্কর সাহার মুখেও। ফুড কর্নারের স্টলগুলোর সামনে তরুণ প্রজন্মেরই ভিড় চোখে পড়ল সবচেয়ে বেশি। কিন্তু এই নামকরণগুলোর পেছনে কারণটা কী? এবিষয় নিয়ে ব্যবসায়ীদের সঙ্গে কথা বলে জানা গেল, এটার মূল কারণ খদ্দেরদের আকর্ষিত করা। তাঁদের মনোযোগ টানা।

কথা হচ্ছিল পর্বত চৌধুরী নামে এক ব্যবসায়ীর সঙ্গে। তিনি বললেন, ‘এখন এমনিতেই প্রতিযোগিতার যুগ। মেলায় দোকানগুলির মধ্যে প্রতিযোগিতা চলছে। বিশেষ কিছু না করলে এগিয়ে থাকা মুশকিল। খাবার স্বাদ পরে দেখে মানুষ আগে দোকানের সাজগোজ দেখে। নামটাও বিশেষ ভূমিকা নেয়। তাই এই বিভিন্ন নামে স্টল হয়েছে।’

খদ্দের টানতে

- ‘আই অ্যাম তো অবাক’
- ‘হাউ মাউ খাও’
- ‘পুরানি হাভেলি’
- ‘ভোজন বিলাসি’

শুধু বিশেষ নামেই নয়। খদ্দের টানতে একাধিক কৌতুক চরিত্রর নাম দিয়েও স্টল দেখা যাচ্ছে ডুয়ার্স উৎসবে। খদ্দের ধরতে বিভিন্ন উদ্যোগও নেওয়া হচ্ছে। হাত গরম করার জন্য হিটার বসিয়েছেন কেউ, কেউ আবার তরুণ প্রজন্মের সেলফির হিড়িক দেখে বানিয়ে ফেলেছেন সেলফি জোন।

সবমিলিয়ে এখন ফুড কর্নার হিট। মূলমঞ্চে অনুষ্ঠান চললেও ফুড কর্নারে ভিড় একই ছিল। সন্ধ্যা বাড়তেই ভিড় আরও বাড়তে থাকে। সঙ্গে ছবি তোলার হিড়িক তো ছিলই।

কলেজ হল্টে গ্রামীণ সাজে পিঠেপুলি উৎসব

আয়ুষ্মান চক্রবর্তী

আলিপুরদুয়ার, ১১ জানুয়ারি : এক সময় পৌষ সংক্রান্তি আসার আগেই মা, ঠাকুমাদের প্রস্তুতি শুরু হয়ে যেত। প্রত্যেকটি বাড়ি থেকে ভেসে আসত নারকেল, গুড়ের সুবাস। সংক্রান্তি উপলক্ষ্যে কয়েকদিন আগে থেকেই নানা ধরনের সুস্বাদু পিঠে বানানোর জন্য চালের গুঁড়ো তৈরির কাজও চলত। এখন আর সেসব খুব একটা চোখে পড়ে না। বাইরের কাজ ও হেঁশেল সামলে ঘণ্টার পর ঘণ্টা চাল গুঁড়ো করে পিঠে বানানো, কিংবা নারকেল, গুড় জাল দিয়ে পিঠেপুলি বানানোর উৎসাহটা হারিয়ে যাচ্ছে মহিলাদের মধ্যে। তাই ভরসা রেডিমেড নাড়ু, পিঠেপুলি ইত্যাদি। পিঠে তৈরির সেই সংস্কৃতি দিন-দিন হারিয়ে যাচ্ছে। সেই সংস্কৃতি বজায় রাখতেই শহরের বুকে হতে চলেছে ‘পিঠেপুলি উৎসব।’

‘শব্দ’ নামক একটি স্বেচ্ছাসেবী সংস্থার উদ্যোগে প্রতিবারই দু’দিনব্যাপী পিঠেপুলি উৎসব হয়ে থাকে। এবারও তার অন্যথা হয়নি। এবার ওই উৎসব ষষ্ঠবর্ষে পড়েছে। ১৪ ও ১৫ জানুয়ারি আলিপুরদুয়ার শহরের কলেজ হল্ট এলাকায় ওই উৎসব হতে চলেছে। যার প্রস্তুতি ইতিমধ্যে শুরু হয়ে গিয়েছে।

উদ্যোক্তাদের তরফে জানা গিয়েছে, দু’দিনের উৎসবস্থলটি গ্রামবাংলার ধাঁচে সাজানো হচ্ছে। চট, খড়, পাটকাঠি, কাপড় ও হাতের নানা কাজের মাধ্যমে সাজিয়ে তোলা হবে। কাজ শুরু হয়ে গিয়েছে। মূলত পৌষ সংক্রান্তিতে নিয়ম মেনে সব বাড়িতেই পিঠে খাওয়া হয়ে থাকে। তবে, এখন আর আগের মতো সেই উৎসাহটা দেখা যায় না। সেই কথাকে মাথায় রেখে প্রতিবারের মতো এবারেও পিঠেপুলি উৎসব হচ্ছে।

প্রথম দিন থাকছে পিঠের প্রতিযোগিতা। সেখানে তেলেভাজা পিঠে থেকে শুরু করে ভাপাপিঠে এবং নানা ধরনের পিঠে তৈরির ওপর প্রতিযোগিতা হবে। প্রায় ৫০ জনের ওপর প্রতিযোগী অংশ নিতে চলেছেন। পাশাপাশি স্বনির্ভর গোষ্ঠীর মহিলাদের পিঠের স্টল থাকবে। যেখান থেকে সকলে পিঠে কিনে খেতে পারবেন। এছাড়া, সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানও থাকছে। গ্রামবাংলার লোকগান, বসে আঁকো প্রতিযোগিতা, নাচও হবে।

দ্বিতীয় দিনে বিভিন্ন ধরনের সালাড সাজানোর প্রতিযোগিতা থাকছে। অনেকেই অংশ নেবেন। সেদিনেও লোকসংগীত, আবৃত্তি থাকছে। আর স্থানীয় শিল্পীরাই অনুষ্ঠান করবেন।

কলেজ হল্টে পিঠেপুলি উৎসবের প্রস্তুতি। শনিবার। - সংবাদচিত্র

ওই সংগঠনের সম্পাদক গৌতম দাস বলেন, ‘পৌষ সংক্রান্তির জন্য আমরা সারা বছর দিন গুনতে থাকি। সেই ঐতিহ্য, সংস্কৃতি যাতে হারিয়ে না যায় তাই পিঠেপুলি উৎসব আয়োজন করা হয়। মহিলাদের পিঠে তৈরিতে উৎসাহ দেওয়ার জন্যে এবং পৌষ পার্বণের আমেজকে ধরে রাখার জন্যে আমাদের এই উদ্যোগ। সেই সঙ্গে সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান তো থাকছেই।’

রজত জয়ন্তী উৎসব শুরু

বীরপাড়া, ১১ জানুয়ারি : বীরপাড়ার সুভাষপল্লি প্রাথমিক বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার ২৫ বছর পূর্তিতে শনিবার শুরু হল রজত জয়ন্তী উৎসব। এদিন শিক্ষক-শিক্ষিকা এবং পড়ুয়াদের একটি র‍্যালি স্কুল প্রাঙ্গণ থেকে বীরপাড়া হাইস্কুল পর্যন্ত যায়।

বীরপাড়া হাইস্কুলে রজত জয়ন্তী বর্ষের থিম সং-এর উদ্বোধন উপলক্ষ্যে আয়োজিত হয় সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান। অনুষ্ঠানে পড়ুয়াদের উৎসাহ ছিল দেখার মত। সকলেই সকাল সকাল র‍্যালিতে অংশ নেয়। উপস্থিত ছিলেন বীরপাড়া কলেজের অধ্যক্ষ ডঃ কৌস্তুভ চক্রবর্তী। স্কুলের প্রধান শিক্ষিকা সুস্মিতা পাল কুণ্ডু বলেন, ‘রবিবার অনুষ্ঠানের মূলপর্বে থাকবে খাদ্যমেলা, প্রতিযোগিতামূলক সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান। স্কুলের দেওয়াল পত্রিকার আবরণ উন্মোচনও করা হবে সেদিন।’

ডুয়ার্স উৎসবের ময়দানে অভিনব খেলনা বিক্রি। শনিবার আয়ুষ্মান চক্রবর্তীর ক্যামেরায়।

ব্রাত্যের প্রশ্নে শিক্ষকরা

পালটা অভিযোগ বিরোধী সংগঠনগুলির

সাগর বাগচী

শিলিগুড়ি, ১১ জানুয়ারি : আমার সন্তান যেন থাকে দুধেভাতে। নিজের সন্তানের জন্য সর্বক্ষণ যত্নশীল হন বাবা-মায়েরা। একজন পড়ুয়ার জীবনে বাবা-মায়ের পরেই স্কুল শিক্ষকদের অবস্থান। এমনটা মনে করা হলেও শিক্ষকরা কি পড়ুয়াদের সন্তানসম কল্পনা করে বাবা-মায়ের মতোই যত্নশীল হন? শনিবার শিক্ষকদের ভূমিকা নিয়ে এমনই প্রশ্ন তুলে দিলেন খোদ রাজ্যের শিক্ষামন্ত্রী ব্রাত্য বসু। যা নিয়ে শিক্ষা মহলে এখন তুমুল বিতর্ক।

শিক্ষাদানের ক্ষেত্রে শিক্ষকদের সামর্থ্য এবং সংবেদনশীলতা বাড়াতে মধ্যশিক্ষা পর্ষদের তরফে রাজ্যজুড়ে কর্মশালা চলছে। এদিন শিলিগুড়ির দীনবন্ধু মঞ্চে সেই কর্মশালার সূচনা অনুষ্ঠানে এসে শিক্ষকদের ভূমিকা নিয়ে প্রশ্ন তুলে দেন শিক্ষামন্ত্রী। সেখানে তখন ছিলেন রাজ্যের প্রতিটি জেলার বিভিন্ন স্কুল থেকে আসা শিক্ষক প্রতিনিধিরা।

এদিন শিক্ষকদের উদ্দেশে ব্রাত্য বলেন, 'পড়াশোনার সুবিধার জন্য একজন পড়ুয়ার যা প্রয়োজন, সেই সমস্ত কিছু মুখ্যমন্ত্রী দিয়েছেন। কিন্তু পড়ুয়াদের পড়াশোনা নিয়ে শিক্ষকরা উদ্বিগ্ন তো? যেভাবে নিজের ছেলেমেয়ের পড়াশোনা নিয়ে আপনারা চিন্তিত থাকেন, তেমনই স্কুলের পড়ুয়াদের নিয়ে ভাবেন তো? এমন অনুষ্ঠানে এসে এটাই আমার জানতে ইচ্ছে করে।'

শিক্ষামন্ত্রীর সংযোজন, 'রাজ্যের প্রায় ৮০ শতাংশ পড়ুয়া সরকারি স্কুলে পড়াশোনা করে। তারা শিক্ষকদের

শিলিগুড়ির দীনবন্ধু মঞ্চে অনুষ্ঠানে ব্রাত্য বসু।

ওপর ভরসা করছে। তাদের নিরাপদ আশ্রয় হয়ে উঠতে পারছেন তো শিক্ষকরা? কয়েকজন হয়তো জাতিকে ধ্বংস করতে চান। তবে বাকিরা পড়ুয়াদের পড়াশোনা নিয়ে উদ্বিগ্ন বলেই আমার ধারণা।' সমগ্র শিক্ষা অভিযানের টাকা দুই বছর ধরে মিলছে না বলেও এদিন কেন্দ্রের বিরুদ্ধে তোপ দাগেন ব্রাত্য।

রাজ্যের সরকারি স্কুলের শিক্ষার মান নিয়ে বারবার প্রশ্ন উঠেছে। স্কুলে ঠিকঠাক ক্লাস না হওয়ার ভূরিভূরি অভিযোগ রয়েছে। এমনকি শিক্ষকদের একাংশ ক্লাসে বসে পড়ানোর বদলে মোবাইলে ব্যস্ত থাকেন বলেও অভিযোগ উঠছে। শিক্ষার মান পড়ে যাওয়ায় স্কুলছুটের সংখ্যা বেড়েছে বলে শিক্ষাবিদদের খেদোক্তি শোনা যাচ্ছে। ঠিক এই পরিস্থিতিতে শিক্ষামন্ত্রীর এমন মন্তব্য বেশ ইঙ্গিতপূর্ণ বলেই মনে করছে শিক্ষা মহল।

এদিকে, যখন শিক্ষামন্ত্রী শিক্ষকদের ভূমিকা নিয়ে প্রশ্ন তুলছেন, অন্যদিকে রাজ্যের শিক্ষার কাঠামো নিয়ে পালটা প্রশ্ন ছুড়ে দিয়েছে বিরোধী শিক্ষক সংগঠনগুলি। নিখিলবঙ্গ শিক্ষক সমিতির দার্জিলিং জেলা কমিটির সম্পাদক বিদ্যুৎ রাজগুরুর কথায়, 'এই সরকার আসার পর শিক্ষক ও শিক্ষাকর্মীদের পেশাগত অধিকার বিঘ্নিত হয়েছে। রাজনৈতিক কারণে স্কুলগুলিতে শিক্ষার পরিবেশ নষ্ট হয়ে গিয়েছে। বহু স্কুলে শিক্ষক নেই। এটার দায় রাজ্যের। কিন্তু শিক্ষামন্ত্রী নিজেদের কাঁধ থেকে দায় ঝেড়ে শিক্ষকদের ভূমিকা নিয়ে প্রশ্ন তুলছেন। এটা ঠিক নয়।' বিজেপির শিক্ষাসেলের শিলিগুড়ির কনভেনার বিশ্বদীপ ঘোষের প্রতিক্রিয়া, 'শিক্ষকরা পড়াশোনার মান বাড়াতে চাইলেও মুখ্যমন্ত্রী পিছনের দিকে টান দিচ্ছেন। সেই কারণে প্রাথমিকে সিমেস্টার চালু করায় তিনি শিক্ষামন্ত্রীকে ধমক দিয়েছেন। তাই শিক্ষামন্ত্রী কী বলছেন তার গুরুত্ব এই রাজ্যে নেই।'

যদিও শিক্ষামন্ত্রীর তোলা প্রশ্নটিকে পরামর্শ হিসাবে দেখাতে চাইছে তৃণমূলের শিক্ষক সংগঠন। পশ্চিমবঙ্গ তৃণমূল মাধ্যমিক শিক্ষক সমিতির রাজ্য সাধারণ সম্পাদক বিজন সরকার বলেন, 'শিক্ষামন্ত্রী আমাদের অভিভাবক। তাই শিক্ষকদের আরও ভালো করার কথা বলছেন। শিক্ষকরা তাঁর পরামর্শ মানবেন বলেই আমার বিশ্বাস।'

অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন রাজ্য শিক্ষা দপ্তরের প্রধান সচিব বিনোদ কুমার, মধ্যশিক্ষা পর্ষদের সভাপতি রামানুজ গঙ্গোপাধ্যায়, দার্জিলিংয়ের জেলা শাসক প্রীতি গোয়েল প্রমুখ।

মা চেয়েছিল ভিনরাজ্যে কাজে পাঠাতে

পালিয়ে পাচারের আগে রক্ষা কিশোরী

রাজু সাহা

শামুকতলা, ১১ জানুয়ারি : রাজ্য থেকে কিশোরী পাচারের অন্যতম প্রধান কারণ অশিক্ষা ও অর্থাভাব। আর সেই সুযোগে দশম শ্রেণির পড়ুয়া বছর সতেরোর এক আদিবাসী কিশোরীকে এজেন্টের মাধ্যমে পরিচারিকার কাজের নামে ভিনরাজ্যে পাঠানোর তোড়জোড় শুরু করেছিল খোদ তার মা। মেয়ে মাকে বিষয়টি বোঝাতে ব্যর্থ হয়। সে চেয়েছিল আরও পড়াশোনা করতে। কিন্তু তাতে নারাজ মা। মেয়ের আপত্তিতে প্রচণ্ড রাগারাগি করে দিনমজুর মা। গত বছরের ২৭ ডিসেম্বর মেয়েকে বাড়ি থেকে এক এজেন্ট এসে নিয়ে যাওয়ার কথা পাকা হয়। সেজন্য কিশোরীর বাড়ির বাইরে বের হওয়া বন্ধ করে দিয়েছিল সেই মা। নিজেকে বাঁচাতে মেয়েটি এক ফাঁকে বাড়ি থেকে পালিয়ে যায়। আশ্রয় নেয় এক পরিচিত দিদির বাড়িতে। ২৭ ডিসেম্বর কিশোরীর মা শামুকতলা থানায় মেয়ে নিখোঁজের অভিযোগ দায়ের করে। পুলিশ তার খোঁজে তল্লাশি শুরু করে। এরইমধ্যে দিদির বাড়িতে প্রায় ১৫ দিন থাকার পর শনিবার অসমে এক আত্মীয়র বাড়িতে যাওয়ার জন্য শামুকতলা থানার ৩১ সি জাতীয় সড়কে মহাকাল চৌপথিতে এসেছিল মেয়েটি। সেখান থেকে বাসে যাওয়ার পরিকল্পনা ছিল তার। তখনই শামুকতলা থানার পুলিশ মেয়েটিকে দেখতে পেয়ে তাকে শামুকতলা থানায় এনে জিজ্ঞাসাবাদ শুরু করে। তখনই প্রকাশ্যে আসে গোটা ঘটনা। থানায় ডেকে পাঠানো হয় মেয়েটির মাকে।

> দশম শ্রেণির মেয়েটিকে তার মা এজেন্টের মাধ্যমে ভিনরাজ্যে পাঠাচ্ছিল। সে পড়াশোনা ছেড়ে কাজে যেতে নারাজ। আপাতত সিডব্লিউসি'র মাধ্যমে কিশোরীকে হোমে পাঠানো হচ্ছে। কোর্টের নির্দেশমতো পরবর্তী পদক্ষেপ করা হবে।
>
> **জগদীশ রায়**
> ওসি, শামুকতলা থানা

শামুকতলা থানার ওসি জগদীশ রায় মেয়েটির সঙ্গে গল্প করার ফাঁকে বিষয়টি জানতে পারেন বলে জানান। তাকে কেন এভাবে জোর করে ভিনরাজ্যে কাজে পাঠানো হচ্ছিল? মায়ের উত্তর, অসচ্ছল সংসারে সচ্ছলতা আনতেই মেয়েকে ভিনরাজ্যে কাজে পাঠানোর পরিকল্পনা করা হয়েছিল। তাকে মাসে কুড়ি হাজার টাকা করে দেওয়া হবে বলে জানানো হয়েছিল। সেই টাকার জন্যই সে মেয়েকে পাঠাতে রাজি হয়েছিল বলে জানায়। শিশুকল্যাণ কমিটি (সিডব্লিউসি)-র মাধ্যমে কিশোরীকে হোমে পাঠানো হয়।

ওসি জানান, মেয়েটি দশম শ্রেণির ছাত্রী। বাবা নেই, মায়ের সঙ্গে থাকে। সম্প্রতি মা তাকে এজেন্টের মাধ্যমে ভিনরাজ্যে পাঠানোর প্রস্তুতি নিচ্ছিল। পড়াশোনা ছেড়ে মেয়েটি কাজে যেতে নারাজ। কিন্তু মা তাকে জোর করেই অন্যত্র পাঠাচ্ছিল। মেয়েটির কাউন্সেলিং করা হবে। মাকে থানায় ডেকে বোঝানো হচ্ছে। আপাতত সিডব্লিউসি'র মাধ্যমে কিশোরীকে হোমে পাঠানো হচ্ছে। কোর্টের নির্দেশমতো পরবর্তী পদক্ষেপ করা হবে। এব্যাপারে 'মানবিক মুখ' নামে এক সংগঠনের সম্পাদক রাতুল বিশ্বাস জানান, এটা খুবই উদ্বেগের। মেয়েটির ভবিষ্যৎ যাতে আঁধারে না তলিয়ে যায় সেজন্য সবরকম চেষ্টা চলবে। পরিবারটিকেও সাহায্যের বিষয়টি খতিয়ে দেখে উদ্যোগ নেওয়া হবে। পুলিশ মেয়েটিকে উদ্ধার করায় চিন্তামুক্ত। এজন্য শামুকতলা থানাকে কুর্নিশ।

জাতীয় স্তরে হ্যান্ডবলে পূর্ব চিকলিগুড়ির রাহুল

পিকাই দেবনাথ

কামাখ্যাগুড়ি, ১১ জানুয়ারি : ৬৮তম ন্যাশনাল স্কুল গেমসে হ্যান্ডবলে বাংলার হয়ে কামাখ্যাগুড়ি হাইস্কুলের ছাত্র রাহুল দাস প্রতিনিধিত্ব করছে। চলতি ১০ থেকে ১৪ জানুয়ারি পর্যন্ত তেলেঙ্গানার মেহবুবনগরে ন্যাশনাল হ্যান্ডবল চ্যাম্পিয়নশিপে অনূর্ধ্ব-১৭ বিভাগে সে অংশগ্রহণ করেছে। রাহুল আলিপুরদুয়ার-২ ব্লকের পারোকাটা গ্রাম পঞ্চায়েতের পূর্ব চিকলিগুড়ির বাসিন্দা।

অত্যন্ত দরিদ্র পরিবারের ছেলে রাহুল। বাবা মন্টু দাস মহারাষ্ট্রে পরিযায়ী শ্রমিকের কাজ করেন। বিঘা চারেক জমি আছে। মা ঝর্ণা দাস তা দেখভাল করেন। আর্থিক প্রতিকূলতার মধ্যেও রাহুল খেলা চালিয়ে যাচ্ছে। কামাখ্যাগুড়ি

রাহুল দাস।

হাইস্কুলের মাঠে সে হ্যান্ডবল নিয়মিত প্র্যাকটিস করে। তার প্রশিক্ষক কিশোর মিঞ্জ ও রুপম রায়। তাঁরা ২০২২ সাল থেকে রাহুলকে বিনা পারিশ্রমিকে প্রশিক্ষণ দিচ্ছেন। কিশোর বলেন, 'রাহুল প্রতিভাবান খেলোয়াড়। আজকে জাতীয় স্তরে খেলছে। যদি আরও ভালো সুবিধা, পরিকাঠামো পায় ও একদিন দেশের হয়ে আন্তর্জাতিক স্তরে প্রতিনিধিত্ব করবে।'

রাহুল জানাল, পরিবারে আর্থিক অসচ্ছলতা থাকলেও বাবা, মা ও দিদি প্রতিনিয়ত খেলাধুলোয় উৎসাহ দেন। দুই প্রশিক্ষকও সবসময় উৎসাহিত করেন। তবে আমাদের দেশে ক্রিকেট ও ফুটবলে যতটা গুরুত্ব দেওয়া হয়, হ্যান্ডবলে তেমন দেওয়া হয় না। তাই সমাজের মূলধারার খেলা থেকে হ্যান্ডবল অনেকটাই উপেক্ষিত বলে বক্তব্য রাহুলের। তার সংযোজন, 'প্রান্তিক এলাকায় সুযোগসুবিধার অভাব থাকে। প্রয়োজনীয় সরঞ্জাম কিনতে অনেক টাকা প্রয়োজন। অনেকসময় সরঞ্জামের অভাবে খেলা বন্ধ থাকে। খেলাধুলোয় সরকারি সুযোগসুবিধা পেলে উপকৃত হতাম। আর্থিক প্রতিকূলতার কারণে কতদিন খেলা চালিয়ে যেতে পারব জানি না।' আগামীদিনে, কামাখ্যাগুড়িতে ভালো খেলার মাঠ ও খেলাধুলোর উন্নত পরিকাঠামোর দাবি জানিয়েছে রাহুল। রাহুলের মা বলেন, 'সরকারি সহযোগিতা না পেলে কতদিন খেলা চালিয়ে যেতে পারবে জানি না।'

ঠিকানা পরিবর্তনে অধরাই প্রণব

ডাউয়াগুড়ি জোড়া খুন কাণ্ড

শিবশংকর সূত্রধর

কোচবিহার, ১১ জানুয়ারি : কখনও ঠিকানা উত্তরপ্রদেশ, কখনও আবার বিহার। কোনও জায়গাতেই একটানা বেশিদিন থাকছে না ডাউয়াগুড়িতে সিরিয়াল কিলার অভিযুক্ত প্রণবকুমার বৈশ্য। এতেই প্রণবকে ধরতে রীতিমতো হিমসিম খেতে হচ্ছে পুলিশকে। মোবাইল নম্বর যাতে ট্র্যাক করা না যায় সেজন্য নিজের দুটি নম্বরই সে বন্ধ করে রেখেছে। ফলে জোড়া খুনের ঘটনার তিন সপ্তাহ হয়ে গেলেও এখনও অভিযুক্ত পুলিশের জালে ধরা পড়েনি। এতে পুলিশের ভূমিকা নিয়েও প্রশ্ন উঠতে শুরু করেছে। যদিও জেলা পুলিশের এক আধিকারিক অবশ্য জানিয়েছেন, ইতিমধ্যে প্রণবের ব্যাংক অ্যাকাউন্ট ফ্রিজ করে দেওয়া হয়েছে। ফলে আগে সে ব্যাংক অ্যাকাউন্ট থেকে টাকা তুলতে পারলেও এখন তা আর পারছে না। শীঘ্রই তাকে ধরা যাবে।

ডাউয়াগুড়িতে সিরিয়াল কিলিংয়ের ঘটনায় কোচবিহার তো বটেই রাজ্যজুড়েই চর্চা শুরু হয়। সাম্প্রতিককালে কোচবিহারে এরকম ভয়াবহ ঘটনা ঘটেনি বলেই বাসিন্দারা জানাচ্ছেন। ফলে এই ঘটনায় স্বাভাবিকভাবেই চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে। দোষীকে দ্রুত খুঁজে বের করে কঠোর শাস্তির দাবি উঠেছে।

গত ২৩ ডিসেম্বরের ঘটনা। প্রণবের বিরুদ্ধে তাঁর বাবা বিজয়কুমার বৈশ্য ও পিসতুতো দাদা গোপাল রায়কে খুনের অভিযোগ রয়েছে। ২৩ ডিসেম্বর কোচবিহার শহর সংলগ্ন ডাইয়াগুড়ির বৈশ্যপাড়ায় শোয়ার ঘরে শোকেসের ভেতর থেকে রক্তাক্ত অবস্থায় প্রণবের বাবা বিজয়কুমার বৈশ্যের দেহ উদ্ধার হয়। সেই ঘটনার তদন্তে গিয়ে ওই বাড়িরই সেপটিক ট্যাংকের ভেতর থেকে পুলিশকে তার পিসতুতো দাদা গোপাল রায়ের দেহ মেলে। আর আশ্চর্যজনকভাবে সেদিন থেকেই বাড়ি থেকে উধাও প্রণব।

প্রণব যে ভিনরাজ্যে পালিয়েছে তা নিয়ে আগেই নিশ্চিত হয়েছে পুলিশ। তবে বিভিন্ন সূত্র মারফত পুলিশের কাছে খবর এসেছে যে, প্রণবের উপস্থিতি উত্তরপ্রদেশ ও বিহারে পাওয়া গিয়েছে। এমনকি ওই রাজ্যগুলিতে এক জায়গায় বেশি সময় ধরে সে থাকছে না। ফলে প্রণবকে হাতের নাগালে আনতে পুলিশকে যথেষ্ট বেগ পেতে হচ্ছে। ডাওয়াগুড়ির বৈশ্যপাড়ার এখনও পর্যন্ত জোড়া খুনের ঘটনার রেশ কাটেনি। এদিনও এলাকায় গিয়ে থমথমে পরিবেশ দেখা গিয়েছে। চায়ের দোকান থেকে শুরু করে পাড়ার মোড়ের আড্ডা, সবেতেই একই বিষয় নিয়ে চর্চা চলছে। একটাই প্রশ্ন, 'প্রণব কোথায়?'

পণ্য পরিবহণে সাফল্য রেলের

জলপাইগুড়ি, ১১ জানুয়ারি : পণ্য পরিবহণে সাফল্য পেল উত্তর-পূর্ব সীমান্ত রেল। ২০২৪-এর ডিসেম্বরে পণ্য পরিবহণ ভারতীয় রেলের এই শাখায় ০.৮৭৮ শতাংশ বেড়েছে। ২০২৩ সালের ডিসেম্বর মাসের তুলনায় গত বছর ডিসেম্বরে স্টোন চিপসের পরিবহণ বেড়েছে ৯.৫ শতাংশ, কনটেনারের পরিবহণ বেড়েছে ৬৬.৭ শতাংশ এবং সিমেন্ট পরিবহণ বেড়েছে ২৩৩.৩১ শতাংশ। উত্তর-পূর্ব সীমান্ত রেলের মুখ্য জনসংযোগ আধিকারিক কপিঞ্জলকিশোর শর্মা শনিবার এ খবর জানান।

প্রতিবাদ করায় খুন তরুণকে

প্রথম পাতার পর

সেখানে কর্তব্যরত চিকিৎসক তাঁকে মৃত বলে ঘোষণা করেন।

প্রসেনজিতের এক আত্মীয় বিরাজ বর্মন বলেন, 'মদ খাওয়ার প্রতিবাদ করায় এমন মর্মান্তিক ঘটনা ঘটবে তা কেউ বুঝতেই পারেনি। ওর বাচ্চা মেয়ে বাবাকে খুঁজে বেড়াচ্ছে। একমাত্র ছেলেকে হারিয়ে বৃদ্ধ বাবা-মা অসহায় হয়ে পড়েছেন।'

এদিন বেলা বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে এলাকায় প্রসেনজিৎকে শেষবারের মতো একবার দেখতে ভিড় জমে। ময়নাতদন্তের পর প্রসেনজিতের মরদেহ এলাকায় পৌঁছাতেই স্থানীয়দের অনেকেই কান্নায় ভেঙে পড়েন।

প্রসেনজিৎ পেশায় কাঠমিস্ত্রি। তাঁর তিন বছরের শিশুকন্যা, স্ত্রী সহ বৃদ্ধ বাবা-মা রয়েছেন। কাজ শেষে শুক্রবার রাতে বাজার থেকে মাছ ও মেয়ের পছন্দের খাবার কিনে নিয়ে বাড়ি ফিরছিলেন। পথে বানাতুর অশ্লীল গালিগালাজ শুনতে পান। বাড়ি গিয়ে জিনিসপত্র পৌঁছে দিয়ে আবার বের হন। বানাতুকে থামাতে যান। পিছন দিক থেকে ছুরি মারার ফলে বলিষ্ঠ চেহারার প্রসেনজিৎ কিছু বুঝতেই পারেননি।

প্রতিবেশীরা বলছেন, সেই রাতে ঘটনার সময় অনেকে ঘুমিয়ে পড়েছিলেন। চিৎকার চ্যাঁচামেচি শুনে যখন তাঁরা বাইরে আসেন, ততক্ষণে প্রসেনজিৎ গুরুতর জখম। শেষপর্যন্ত প্রতিবাদী তরুণকে বাঁচাতে না পারার আক্ষেপ যেন কিছুতেই ঘুচছে না এলাকাবাসীর।

নিষিদ্ধ স্যালাইন নিয়ে শঙ্কা উত্তরেও

প্রথম পাতার পর

এত বিতর্ক যে সংস্থাকে নিয়ে চোপড়ার সেই পশ্চিমবঙ্গ ফার্মাসিউটিক্যালস গত ১১ ডিসেম্বর কারখানায় উৎপাদন বন্ধ করার নোটিশ দিয়েছে। কিন্তু তারপরেও ভিতরে স্যালাইন তৈরি হচ্ছে বলে অভিযোগ উঠেছে। তবে, সংস্থার তরফে এই অভিযোগ অস্বীকার করা হয়েছে।

২০১৪ সালে চোপড়া ব্লকের সোনাপুরে জাতীয় সড়কের পাশে পশ্চিমবঙ্গ ফার্মাসিউটিক্যালস জমি নিয়ে স্যালাইন কারখানা তৈরি করে। সেখানে সব মিলিয়ে প্রায় ২৫০ জন কর্মী বিভিন্ন শিফটে কাজ করেন। শুধু পশ্চিমবঙ্গ নয়, দেশের একাধিক রাজ্যে স্বাস্থ্য দপ্তর কয়েক বছর ধরে এই সংস্থার স্যালাইন কিনছে। এ রাজ্যে স্বাস্থ্য দপ্তর সেন্ট্রাল মেডিকেল স্টোরে এই সংস্থার স্যালাইন কিনেছে। সেই স্যালাইন রাজ্যের সমস্ত সরকারি হাসপাতাল, মেডিকেলে পাঠানো হয়েছে। এখনও রাজ্যের বিভিন্ন হাসপাতালে এই সংস্থার তৈরি প্রচুর স্যালাইন মজুত রয়েছে, যেগুলির মেয়াদ ২০২৭ সালের মার্চ-এপ্রিল পর্যন্ত। গত বছর ৯ ডিসেম্বর কর্ণাটক স্বাস্থ্য দপ্তরের তরফে ড্রাগ কন্ট্রোল জেনারেল অফ ইন্ডিয়াকে লেখা চিঠিতে জানানো হয়েছিল যে, পশ্চিমবঙ্গ ফার্মাসিউটিক্যালসের স্যালাইন ব্যবহার করে সেই রাজ্যে চারজন রোগীর মৃত্যু হয়েছে। অবিলম্বে তদন্ত করে অভিযুক্ত সংস্থার বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়ার আবেদন করেছিল কর্ণাটক স্বাস্থ্য দপ্তর। তারপরেই তদন্ত শুরু করে কেন্দ্রীয় ড্রাগ কন্ট্রোল বিভাগ। বন্ধ করে দেওয়া হয় সোনাপুরের ওই স্যালাইন প্রস্তুতকারী কারখানা। ১১ ডিসেম্বর থেকে সেখানে উৎপাদন বন্ধ রয়েছে।

এ বছর ৭ জানুয়ারি রাজ্য স্বাস্থ্য দপ্তরের সেন্ট্রাল মেডিকেল স্টোর থেকে একটি নোটিশ রাজ্যের সমস্ত জেলায় পাঠানো হয়। সেখানে বলা হয়, পশ্চিমবঙ্গ ফার্মাসিউটিক্যালসের তৈরি স্যালাইন ব্যবহার নিষিদ্ধ করা হয়েছে। ফার্মা ইনপেক্স ল্যাবরেটরিজ প্রাইভেট লিমিটেড নামে নতুন কোম্পানির সঙ্গে চুক্তি হয়েছে। তারা দ্রুত একই দরে স্বাস্থ্য দপ্তরকে স্যালাইন সরবরাহ করবে। অর্থাৎ ৮ জানুয়ারি থেকে রাজ্যের কোনও সরকারি হাসপাতালে পশ্চিমবঙ্গ ফার্মাসিউটিক্যালসের স্যালাইন ব্যবহারের কথা নয়। কিন্তু তারপরেও উত্তরবঙ্গ মেডিকেলে শনিবারও বিভিন্ন অন্তর্বিভাগে এই স্যালাইন ব্যবহার হয়েছে। চিকিৎসকদের অনেকেই জানিয়েছেন, এদিন দুপুর পর্যন্ত বিভিন্ন অন্তর্বিভাগ এবং অপারেশন থিয়েটারে এই স্যালাইন ছিল। পরে অবশ্য সেগুলি সরিয়ে নেওয়া হয়। দার্জিলিং জেলার বিভিন্ন হাসপাতালেও শনিবার এই স্যালাইন ব্যবহার হয়েছে।

ওই সংস্থার স্যালাইন সরবরাহ করা হত এমজেএন মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালে। হাসপাতাল সূত্রে জানা গিয়েছে, এখানে প্রতিদিন ১০০০-১২০০ স্যালাইন প্রয়োজন। চোপড়ার যে ওষুধ কোম্পানির স্যালাইন নিয়ে প্রশ্ন উঠেছে, সেই কোম্পানির ১৫৫টি স্যালাইন বর্তমানে এমজেএন মেডিকেলে রয়েছে। সেগুলিকে বাতিল করে দেওয়া হয়েছে।

আলিপুরদুয়ার জেলায় এই আরএল স্যালাইন দীর্ঘদিন থেকে রোগীদের দেওয়া হচ্ছে না বলেই জানিয়েছেন স্বাস্থ্যকর্তারা। কয়েক মাস আগে ফালাকাটার এক প্রসূতিকে এই স্যালাইন দেওয়ার পর সমস্যা হয়। এরপর থেকে এই স্যালাইন ব্যবহার করছে না হাসপাতালগুলি।

প্রশ্ন উঠেছে, ৭ জানুয়ারি নিষিদ্ধ ঘোষণা হওয়া স্যালাইন কীভাবে উত্তরবঙ্গে একাধিক মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালে ১১ জানুয়ারি পর্যন্ত ব্যবহার হল? দার্জিলিংয়ের মুখ্য স্বাস্থ্য আধিকারিক তুলসী প্রামাণিক বলেন, 'শনিবার সকালেই সব হাসপাতালে নির্দেশ পাঠিয়ে ওই স্যালাইনের ব্যবহার বন্ধ করতে বলা হয়েছে। আপাতত কাজ চালানোর জন্য হাসপাতালের ন্যায্যমূল্যের ওষুধের দোকান থেকে স্যালাইন কিনতে বলা হয়েছে। তার জন্য যা খরচ হবে সেটা আমরা দিয়ে দেব।' তবে, ৭ তারিখের নোটিশ নিয়ে মুখ্য স্বাস্থ্য আধিকারিক কিছু বলতে চাননি।

সীমান্তে চলল গুলি, গ্রেনেড

নিউজ ব্যুরো

১১ জানুয়ারি : মালদা, দক্ষিণ দিনাজপুর, মুর্শিদাবাদে শুক্রবারও উত্তেজনা ছড়াল ভারত-বাংলাদেশ সীমান্তে। কাঁটাতারের বেড়া দেওয়া নিয়ে গত কয়েকদিন ধরে উত্তেজনার আবহে এবার মালদা শ্মশানি সীমান্তে মাদক পাচার রুখতে গিয়ে পাচারকারীদের প্রাণঘাতী হামলার মুখে পড়তে হল বিএসএফ জওয়ানদের। জওয়ানরা গুলি চালিয়ে পরিস্থিতি সামাল দেয়। বালুরঘাট থানার শিবরামপুর বিওপি এলাকায় উন্মুক্ত সীমান্তে কাঁটাতারের বেড়া দিতে গিয়ে বিজিবির প্রবল বাধার মুখে পড়ে বিএসএফ কাজ বন্ধ করে দিতে বাধ্য হয়। ওদিকে মুর্শিদাবাদ জেলার বহরমপুরের নন্দনপুর ও ফর্জিপাড়া সীমান্তে গোরু পাচার আটকাতে গিয়ে জওয়ানদের স্টান্ট গ্রেনেড ছুড়তে হয়েছে।

বিএসফের তরফে বলা হয়েছে, শ্মশানি সীমান্তে ডিউটি করার সময় জওয়ানরা দেখতে পান ১৫-২০ জন সশস্ত্র বাংলাদেশি চোরাকারবারি কাঁটাতারের আশেপাশে ঘোরাফেরা করছে। জওয়ানরা চোরাকারবারিদের ধাওয়া করেন। কিন্তু বাংলাদেশি চোরাকারবারিরা পালটা জওয়ানদের চোখে হাই-বিম টর্চের আলো ফেলে এগিয়ে আসতে থাকে। জওয়ানরা চোরাকারবারিদের ছত্রভঙ্গ করার জন্য প্রথমে শূন্যে ২ রাউন্ড গুলি ছোড়েন। কিন্তু দুষ্কৃতীরা ধারালো অস্ত্র, লাঠি নিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়ে। জওয়ানরা আত্মরক্ষার জন্য দুষ্কৃতীদের লক্ষ্য করে ২ রাউন্ড গুলি চালায়। ইতিমধ্যে আরও জওয়ান ঘটনাস্থলে পৌঁছে যায়। চোরাকারবারিরা অন্ধকারের সুযোগ নিয়ে আম বাগানের মধ্য দিয়ে ফিরে যায়। মালদা, কোচবিহারের পর গত কয়েকদিন ধরে বালুরঘাটে নানা সীমান্তে উত্তেজনা তৈরি হয়েছে। গত ৮ জানুয়ারি বালুরঘাটের শিবরামপুর সীমান্ত ও বাংলাদেশের নওগাঁ সীমান্তের মাঝে বেড়া দেওয়া নিয়ে বিএসএফ ও বিজেপির মধ্যে উত্তেজনা তৈরি হয়। মালদা, কোচবিহারের পর এবার বালুরঘাটের সীমান্তে কাঁটাতারের বেড়া দেওয়া নিয়ে উত্তেজনার পারদ চড়ল সীমান্তে।

ডার্বিতে সেই বাগান

প্রথম পাতার পর

একই গ্যালারিতে দুই দলের সমর্থক! এমন মোহনবাগান-ইস্টবেঙ্গল ম্যাচ কে কবে দেখেছে? হয়তো অন্য রাজ্য বলে ঝামেলা হল না। না হলে এদিন যেভাবে সৌভিক চক্রবর্তী শরীরী ফুটবল খেলতে শুরু করেন শুরু থেকে, তাতে একবার মাঠে হালকা ঝামেলা হলেও তা গ্যালারি অবধি গড়াল না। কিন্তু ক্ষতিটা হল ইস্টবেঙ্গলেরই। ৬৪ মিনিট নিজেদের অর্ধ থেকে একটা লুজ তাঁর বাড়ানো বল ধরে তরতর করে ওঠা লিস্টন কোলাসোকে আটকাতে সৌভিকের কাঁচি চালানো ছাড়া আর কিছু উপায় ছিল না। ফলে দ্বিতীয় হলুদ ও লাল কার্ড দেখে সৌভিক মাঠ ছাড়ায় দশজনে হয়ে যায় ইস্টবেঙ্গল। এদিন অস্কার ব্রুঁজো দল সাজান ৩-৪-৩ ছকে। ডেভিড লালহালানসাঙ্গাকে শুরু থেকে খেলালেন সম্ভবত চারদিকের দাবির চাপে পড়ে। কিন্তু দেখা গেল, পরে নেমে তিনি যতটা কার্যকরী, শুরু থেকে ততটা নন। পিভি বিষ্ণুকেও যে কেন সাইডব্যাক হিসাবে খেলানো হল, পরিষ্কার নয়।

তবে, এদিন গ্যালারিতে লোকজন না থাকার কারণেই সম্ভবত খেলার মান উচ্চতায় উঠল না। মোহনবাগান প্রচুর সুযোগ পেয়েও গোল করতে ব্যর্থ। বরং ইস্টবেঙ্গলের কাছে দুই অর্ধে দুটো সুযোগ ছিল। মাত্র ৬ মিনিটে ক্লেইটন সিলভার নিশ্চিত গোলে ঢোকা শট টম অ্যালড্রেড ক্লিয়ার করেন।

দ্বিতীয়ার্ধের শুরুতেও ক্লেইটন বক্সের মধ্যে থেকে বল গোলে রাখতে পারেননি। তবে, এদিন ১০ জন হয়ে যাওয়ার পরেও ইস্টবেঙ্গল যে সাহস দেখিয়েছে, সেটা শুরু থেকে দেখালে হয়তো ম্যাচের ফল অন্যরকম হতেই পারত। নন্দকুমার শেখর নামার পর ইস্টবেঙ্গলের আক্রমণের ধার বাড়ে। যার ফলে চাপে পড়ে যায় মোহনবাগানের মতো ওজনদার দলও। পরের দিকে বহুদিন পর নামলেন গ্রেগ স্টুয়ার্ট ও দিমিত্রিস পেত্রাতোস। তবে দুজনেই চোটের জড়তা কাটিয়ে উঠতে পারেননি। তবু আইএসএলে ডার্বিতে না হারার রেকর্ড অক্ষুণ্ণই থেকে গেল মোহনবাগানের। এদিনের জয়ের ফলে ১৫ ম্যাচে ৩৫ পয়েন্ট নিয়ে অনেকটাই এগিয়ে গেল মোহনবাগান সুপার জায়েন্ট। বেঙ্গালুরু এফসি-র সঙ্গে তাদের ব্যবধান হল আট পয়েন্টের। সেখানে ইস্টবেঙ্গল এগারোতেই থেকে গেল।

মোহনবাগান : বিশাল, আশিস, অ্যালড্রেড, আলবার্তো, শুভাশিস, মনবীর, আপুইয়া, সাহাল (টাংরি), লিস্টন (সুহেল), কামিংস (স্টুয়ার্ট) ও ম্যাকলারেন (দিমি)।

ইস্টবেঙ্গল : গিল, নীশু, হিজাজি (নন্দকুমার), ইউস্তে, নুঙ্গা, বিষ্ণু, সৌভিক, জিকসন, ডেভিড (মহেশ), ক্লেইটন ও দিয়ামান্তাকোস।

ধান বিক্রির জন্য দিনভর অপেক্ষা

ফালাকাটা, ১১ জানুয়ারি : ফালাকাটা কৃষক বাজারে সহায়কমূল্যে ধান বিক্রয়কেন্দ্রে এসে চরম হয়রানির শিকার হতে হল চাষিদের। শনিবার সকালেই চাষিরা ধান নিয়ে বাজারে আসেন। তারপর দিনভর অপেক্ষা করতে হয়। বিকেল হয়ে গেলেও ধান কেনার জন্য মিল মালিক কর্তৃপক্ষের দেখা পাননি চাষিরা। সন্ধ্যায় এনিয়ে চাষি ও শ্রমিকদের মধ্যে ক্ষোভ চরমে ওঠে। পরে মিল মালিকদের এক প্রতিনিধি সেখানে যান। কিন্তু সময় পেরিয়ে যাওয়ায় শ্রমিকরা আর কাজ করেননি। বাধ্য হয়ে চাষিরাই নিজেদের ধান কাঁটায় মেপে দেন।

চাষিদের দাবি, এদিন যে ধান কেনা হবে তা আগেই জানিয়ে দেওয়া হয়েছিল। তা সত্ত্বেও এতটা হয়রানি কেন হতে হল তা নিয়ে প্রশ্ন উঠেছে। ফালাকাটার বিডিও অনীক রায় সন্ধ্যায় বলেন, 'চাষিরা এর আগেও ধান ক্রয়কেন্দ্রে নানা অনিয়ম নিয়ে আমাকে অভিযোগ জানিয়েছিলেন। ধান ক্রয়কেন্দ্র পরিদর্শনও করা হয়েছিল। এদিন যে ঘটনা ঘটেছে সেটাও মেনে নেওয়া

এভাবে ধান নিয়ে এসে হয়রানি হতে হয় চাষিদের। শনিবার। -সংবাদচিত্র

যায় না। বিষয়টি প্রশাসনের ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষকে জানাচ্ছি।'

এদিন সকাল ৭টা নাগাদ ফালাকাটা-২ গ্রাম পঞ্চায়েতের শিশাগোড়ের চাষি মনোজ সরকার ৪০ কুইন্টাল ধান নিয়ে কৃষক বাজারে যান। মনোজের কথায়, 'গোটা দিন হয়রানি হল। শেষে নিজেদের ধান নিজেকেই মেপে দিতে হল।' একইভাবে খাউচাঁদপাড়া থেকে ৪০ কুইন্টাল ধান নিয়ে বাজারে আসা আরেক চাষি বাবরুদ্দিন মিয়াঁ বলেন, 'আমাদের ফোন করে এদিন ধান ক্রয়ের কথা জানানো হয়। তারপর এমন হয়রানি মানা যায় না।'

তবে ক্রয়কেন্দ্র সূত্রের খবর, এদিন গ্রামের বিভিন্ন জায়গায় ধান কিনতে দেরি হয়। সেজন্য কৃষক বাজারে মিল মালিক প্রতিনিধিদের আসতে দেরি হয়।

কৃষকদের এমন হয়রান হতে দেখে বিভিন্ন রাজনৈতিক দলগুলির কৃষক সংগঠন থেকে প্রতিবাদ জানানো হয়। গ্রামের দরিদ্র কৃষকদের কাছ থেকে ধান কেনার জন্য প্রশাসনকে সক্রিয় হওয়ার দাবি ওঠে।

পপি চাষে

প্রথম পাতার পর

অন্যদিকে, গত ৮ জানুয়ারি কালচিনি ব্লকের লতাবাড়িতেও পপি চাষের হদিস পায় পুলিশ। সেখানে প্রায় ৪ বিঘা জমির পপিখেত নষ্ট করে দেওয়া হয়। ওই জমির মালকিনকে জিজ্ঞাসাবাদ করে পুলিশ জানতে পারে, তাঁর জমি কয়েকজন লিজ নিয়েছিল সবজি চাষ করবে বলে। তিনি জমি লিজের কাগজপত্র পুলিশকে দেখিয়েছেন। ওই ঘটনায় নাম উঠে এসেছে হেম থাপা ও রামবীর থাপার। সেই দুজন এখনও পলাতক রয়েছে। তবে পুলিশ তাদের খোঁজ চালাচ্ছে। এই অবৈধ চাষে আলিপুরদুয়ার-১ ব্লক সহ কোচবিহার এলাকার আরও কয়েকজন জড়িত ছিল বলে জানাতে পেরেছিল পুলিশ।

পুলিশের অনুমান, বিনয়ের মতো আরও বেশ কয়েকজন জমি লিজে নিয়ে এই চাষ করছে। এবছরই কি এই চাষ প্রথম হচ্ছে, নাকি আগেও এরকম চাষ হয়েছে, তা নিয়ে খোঁজ নেওয়া শুরু হয়েছে।

রংদার রোববার

13 উত্তরবঙ্গ সংবাদ ১২ জানুয়ারি ২০২৫ তেরো

পৌষ শেষ হয়ে আসছে। রোদমাখা সেই দিন ফিরে আর আসবে কি কখনও- পথেঘাটে বেজে ওঠে সেই জনপ্রিয় গান। এখন সকাল, বিকেল, সন্ধে জমে ওঠে কুয়াশার জঙ্গল। বাংলার বিভিন্ন প্রান্ত ঢেকে যায় সেই মায়ামাখা জঙ্গলে। পুরো এলাকাই যেন পাহাড়ের আবহাওয়ার মতো। এবারের প্রচ্ছদে আলোচনা সেই মায়ামাখা পরিবেশ নিয়ে।

১৪ ট্রাভেল ব্লগ : শৌভিক রায়

১৫ গল্প সুস্মিতা সোম
এডুকেশন ক্যাম্পাস

১৬ দেবাঙ্গনে দেবার্চনা পূর্বা সেনগুপ্ত
কবিতাগুচ্ছ : সেবন্তী ঘোষ

কুয়াশা আঁচল খোলো

স্বপ্নে ‘দ্য ফগ ফেস্টিভাল’

বিজয় দে

একদা আমাদের পাড়ার ছিল একজন রানাদা আর পাড়ার মোড়ে ছিল রানাদার জমজমাট লন্ড্রি। সব সময় ভিড়। টেপরেকর্ডারে সব সময় গান বাজত...‘আজা তুঝকো পুকারে মেরে গীত রে...’এরকমই সব পুরোনো ও নতুন গান। রানাদা ছিলেন সংগীতরসিক। কিন্তু সেইসব এখন আর দোকানটি নেই। রানাদাও নেই।

জামাকাপড় শাড়ি নিয়ে দোকানে গেলে কিংবা ইস্ত্রি করা পোশাক আনার সময় দেখতাম রানাদা একমনে জামাকাপড় ইস্ত্রি করছেন আর ফাঁকে ফাঁকে নিজেই গুনগুন করে গান গাইছেন। এটাই সারাদিনের ছবি। গলা তেমন ভালো নয়, কিন্তু কাজ করতে করতে গান গাওয়াটাই ছিল রানাদার একমাত্র নেশা। হিন্দি বাংলা সব গান পার করে, একদিন দেখলাম, তিনি গাইছেন ...‘আশা ছিল কুয়াশা ছিল ...আজ আশা নেই সেই কুয়াশাও নেই...’ কিশোরকুমারের গাওয়া একটি জনপ্রিয় গানের নকলে, তবে সুর একই।

এরকম কোনও গান যে রানাদার মুখ থেকে শুনব সেটা ভাবিনি। লিরিকের এই অদ্ভুতুড়ে পরিবর্তন কি রানাদা নিজেই করেছেন, নাকি অন্য কারও কাছ থেকে পাওয়া? রানাদা এতই সিনিয়ার যে জিজ্ঞেস করার মতো সাহস ছিল না এবং করলেও জবাব দিতেন কি না সন্দেহ। ওই এক লাইন ‘... আশা ছিল কুয়াশা ছিল...’যখন যেটা ভর করে, এই গানের দু’কলি যেমন, সেটাই সারাদিন চলছে এবং বেশ কিছুদিন চলেওছিল। তারপর আবার অন্য গান। হঠাৎ হঠাৎ শুনতে খুব একটা খারাপ লাগত না।

যাই হোক, এখানে আমার লেখার বিষয় সংগীতরসিক রানাদা নয় বা রানাদার গাওয়া গুনগুনানো গানও নয়, আমি লিখতে চাই সম্পূর্ণ বিপরীত বিষয় ... এই উত্তরের চরাচরে ব্যাপৃত শুধু কুয়াশা, শুধু নির্ভেজাল কুয়াশা। তাই, রানাদাকে ছেড়ে আমি বরং সেইদিকেই মনোনিবেশ করি।

‘শীতকালের দুপুরে চাই একটা জবরদস্ত ঘুম’... চাহিদা হিসেবে এটা কি খুব বেশি কিছু? কিন্তু সেই সামান্য চাহিদাও বিগড়ে যায় মাঝে মাঝে। অথচ শীতের দুপুরে ঘুম, অনেকের মতো আমারও একটি ব্যক্তিগত বিলাস। কিন্তু প্রবল ইচ্ছা থাকলেও এই ঘুম দীর্ঘস্থায়ী হয় না। কেননা ঘুমানোর কিছুক্ষণের মধ্যেই একটা না একটা স্বপ্ন, ভালো কিংবা খারাপ, যাই হোক, ঘুম চটকে দেওয়ার পক্ষে যথেষ্ট। সেদিন যেমন, ঘুমটা পেকে উঠতেই, দেখি কোথা থেকে কী, ঘরের ভেতরে অবিরাম কুয়াশা এবং কুয়াশার ভেতরে কিছু একটা ভাসছে। আসলে ঘরের এদিক-ওদিকে যা ভাসছে, সেটা একটি বই এবং সেটি এগিয়ে আসছে আমার বিছানার দিকেই।

আমি কাছে গিয়ে বইটির শিরোনাম দেখে অবাক! ‘দ্য ফগ ফেস্টিভাল’! এরকম কোনও ‘ফেস্টিভাল’ কোথাও আছে বলে শুনিনি। আর কোন দেশের বই বা লেখকের নামটিই বা কী, সেসবের কিছুই বোঝা যাচ্ছে না। বাংলা ভাষায় ‘কুয়াশা উৎসব’ হলেও না হয় একটু মানানসই হত কিন্তু তা’বলে একেবার বিদেশি ভাষা... পেপারব্যাক! পাতা ওলটাতেই, দেখি সেখানে গোটা গোটা অক্ষরে লেখা ‘ফগ ইজ দ্য সুইটেস্ট ব্লগ রিটেন বাই গড আন্ডার দ্য সান’!

এটা কার উক্তি? লেখাটা ঠিক পড়লাম তো? আবার পাতা ওলটালাম বিশদ জানার জন্যে। ঠিক সেই মুহূর্তে ঘুমটা ভেঙে চৌচির। আগের মতোই, কাঁচা ঘুম আর পাকা হল না...।

সেবার নদীর ধারে শহরের বইমেলার আয়োজন করা হলে আমরাই আয়োজক। ফলে অন্য ধরনের ব্যস্ততা। এদিকে শীতও জাঁকিয়ে পড়েছে। শিলিগুড়ি থেকে শ্রদ্ধেয় অধ্যাপক অশ্রুকুমার শিকদার আসবেন বইমেলার উদ্বোধনে। ফলে একটা সাজোসাজো রব।

এরপর চোদ্দোর পাতায়

শীতের দুপুরে ঘুম, অনেকের মতো আমারও একটি ব্যক্তিগত বিলাস। কিন্তু প্রবল ইচ্ছা থাকলেও এই ঘুম দীর্ঘস্থায়ী হয় না। কেননা ঘুমানোর কিছুক্ষণের মধ্যেই একটা না একটা স্বপ্ন, ঘুম চটকে দেওয়ার পক্ষে যথেষ্ট।

ভাঙে বাস্তবের অনড় প্রাচীর

কৌশিক জোয়ারদার

কবি, তুমি কি পথ হারাইয়াছিলে? তোমাকে শেষবার আমরা দেখছি সংসারের নিশ্চিন্ত আশ্রয়ে সাদা কাগজের সম্মুখে ঈষৎ ঝুঁকে ধ্যানমগ্ন নির্বাক। তারপর সহসা তুমি উঠে চলে গেলে কুয়াশাচ্ছন্ন মাঠের দিকে, হেমন্তের মুমূর্ষু দিন তোমাকে জাদু করেছিল। বন্ধু ও পরিবার, প্রতিষ্ঠা ও খ্যাতি, উজ্জ্বল আলোর সংবর্ধনা তুচ্ছ করে মাঠের মেঘের ভিতর তুমি কেন বিলীন হয়ে গেলে পিছনে না-তাকিয়ে?

কুয়াশায় মিশে গিয়ে তুমি কি নিজেই কুয়াশা হয়ে গেলে। শক্তি কবির কবিতার ছেলেটি কি তুমিই? “ছেলেটির রূপ ছিল কুয়াশার মতন পলকা। / কুয়াশা কাটার মতো করে একদিন সে চলে গেল অনায়াসে / কাউকে কিছু বলেও গেল না।” কবি ও অস্বচ্ছ অস্পষ্টতার সম্পর্কের এই রসায়ন তুমি আমাদের বলো। এখানে উপস্থিত তোমার শ্রবণেচ্ছু পাঠক।

যাহা বলিব সত্য বলিব, সত্য বই মিথ্যা বলিব না। হে ধর্মাবতার, আপনাকে দেখতে পাচ্ছি, ইহা সত্য। কিন্তু আপনি প্রকৃতই ধর্মাবতার কি না, তা তো বলতে পারি না। অথবা এই বিচার সভা একটি স্বপ্নের মতো ভঙ্গুর কি না, সেটাই বা কী করে প্রতিষ্ঠা করি। অথচ দৃশ্যমান যা-কিছু, তাকে তো মিথ্যা বলেও অস্বীকার করতে পারি না। পাঠক, আমি যে জন্মেছি, ইহা সত্য। এমন এক সত্য, যার বিপরীত উচ্চারণ করলে স্ববিরোধ হয়। ‘আমি অজাত’, এই ঘোষণা করতে গেলে জন্মাতে তো হবেই। আমার মৃত্যুও অমোঘ, অনিবার্য এক সত্য। কিন্তু ‘আমার মৃত্যু নেই’– এই ঘোষণায় স্ববিরোধ হয় কি না, এই প্রশ্নে আমি ভাবিত।

আমি মৃত, এই কথা মৃতের পক্ষে বলা সম্ভব নয়। বস্তুত আমার মৃত্যু এক অনুমেয় সত্য। নিজেকে নয়, আমি অন্যকে মরতে দেখি। নিশ্চিহ্ন হয়ে যেতে আমি ভয় পাই, বেঁচে থাকার স্পষ্টতায় পালিয়ে থাকি। আমার যাপনে আমি মৃত্যুকে অস্বীকার করি। বেঁচে থাকাকে দীর্ঘায়িত করি মৃত্যুর ওপারে এক অস্পষ্ট পরলোকে। ভাবতে ভাবতে হাঁটতে হাঁটতে হেমন্তের বিকেল পেরিয়ে আমি শীতের রাত্রে প্রবেশ করেছি কখন। কালো অন্ধকারে দুধ-সাদা কুয়াশা সহসা আমাকে জড়িয়ে ধরল, ঝাপটা মারছে চোখে ও মুখে। ঘন কুজ্ঝটিকা শুষে নিল অন্ধকারের নিজস্ব আলো।

এরপর চোদ্দোর পাতায়

হিরের গয়নায় সেজে বৃক্ষ রূপবতী নারী

রেহান কৌশিক

কালো নয়। সাদা অন্ধকার। যেন হ্যারি হুডিনির ইন্দ্রজাল! তাঁর ম্যাজিক-স্টিকের ইশারায় উড়ে আসে কুয়াশার পাখি। ডানা থেকে ঝরতে থাকে রাশি-রাশি সফেদ পালক। আর, জাদুকরের কারসাজিতে ক্রমশ উধাও হতে থাকে চোখের সামনে জেগে থাকা মাঠঘাট, গাছপালা, নদী আর রাস্তারা। সাদা অন্ধকারে এ-যেন একলা হওয়ার ভুবন। শীতের চরাচরে এই রুপোলি কুয়াশার মায়া কি শুধুই একলা করে? নাহ, একা করে না। রাত্রির অন্ধকারে মাথার ওপর আকাশে যেমন আলোয় আলোয় লেখা হতে থাকে অনন্তের মহাজাগতিক আখ্যান, তেমনই কুয়াশার মায়াবী সেলুলয়েডে ফুটে উঠতে থাকে অচেনাকে প্রত্যক্ষ করার এক আশ্চর্য দাস্তান।

ওই তো নির্জন নয়ানজুলির চর। চরের ভিজে মাটি ঢাকা পড়েছে ভোরের কুয়াশায়। নিঃশব্দে হাঁটছে বক। বকের পায়ের আঙুল দাগ রাখছে ভিজে মাটির ওপর। দাগ নয়। লিপি পাঁচ হাজার বছর আগে পাখিদের এরকম দৃশ্য দেখেই কি লিপির কৌশল জেনেছিল সুমেরীয় লেখক? কাদামাটির ওপর জাগিয়ে ছিল কীলক-লিপি? লিখেছিল পৃথিবীর প্রাচীনতম সাহিত্য গিল গামেশের গল্প?

এই যে জগৎজুড়ে ছড়ানো অগাধ জীবন, এই যে বহমান ঘটনা-প্রবাহ, অবিচ্ছিন্ন আয়ুর স্রোতধারা, মানুষ তার কতটুকু লিখে রাখে ব্যক্তিগত নোটবুকে? কতখানি মুদ্রিত করে তার নিজস্ব বর্ণমালায়? তার চেয়ে ঢের বেশি লিপিবদ্ধ করে পশুপাখি। সাজিয়ে তোলে প্রকৃতি নিজেই।

নয়ানজুলির ভিজে পৃষ্ঠায় এই কুয়াশার নিঃশব্দ আবহে বক লিখে রাখছে এই সময়ের ধ্বনি। তার বেঁচে থাকার অনিবার্য আখর। চেনা বাংলার খুব চেনা এক দৃশ্যের ভিতর অচেনা আর-এক রোমাঞ্চিত দৃশ্যের এরকম রূপান্তর ঘটানোর ক্ষমতাই বোধহয় উড়ন্ত কুয়াশার অনন্য ম্যাজিক।

কারুকার্যময় অলংকারে নিজেদের সাজাতে ভালোবাসে নারীরা। কিন্তু গাছেরা? আম-জাম-অশত্থ-ডুমুর অথবা শালবন? হয়তো-বা ভালোবাসে। গাছপালার শাখায় শাখায় মাকড়সার বুনে রাখা সুতোয় জমে ওঠে বিন্দুবিন্দু তীব্র সাদা কুয়াশা থেকে জন্মানো ‘হিরের জল’। রাত্রির অন্ধকারকে হেলায় উড়িয়ে দিয়ে হিরের গয়নায় সেজে বৃক্ষেরা যেন হয়ে ওঠে বাংলার রূপবতী নারী। পৌষ-মাঘের কুয়াশার আশ্চর্য জাদুতে এভাবেই বদলে যায় বৃক্ষদের অঙ্গসাজ।

কাঁসাই নদীর পাশে খেতজুড়ে গম, সর্ষে অথবা ফুলকপি, বাঁধাকপির সুবিন্যস্ত জ্যামিতিক নকশায় সাদা হয়ে জমে ওঠা হিম যেন কোনও এক ব্যর্থ প্রেমিকের চিঠির বয়ান। কুয়াশার ডাকবাক্সে ফেলে রেখে গিয়েছে প্রেমিকার জন্য। এ-চিঠির বয়ান পড়া যায় না সাদা-চোখে। এ-চিঠির ভিতর গেঁথে থাকা প্রতিটি দীর্ঘশ্বাস, অসহ-বেদনার অশ্রুজল কেবল অনুবাদ করতে পারে একজন। নদীঘাটের সনাতন মাঝি। যে কখনও বাড়ি ফেরে না। তার হারিয়ে যাওয়া মানুষের জন্য আজও বসে থাকে নৌকোর পাটাতনে। কুয়াশার দিন এলে ফিকে হয়ে যাওয়া স্বপ্ন আবার নতুন ‘জান’ পায়। ভাবে, দু’পাশের জমাট কুয়াশার আড়াল ভেঙে হারানো মানুষ ফিরে এসে দাঁড়াবে সম্মুখে। পাখির নীড়ের মতো চোখ তুলে সে নিশ্চয়ই বলবে না, ‘এতদিন কোথায় ছিলেন?’

সে হয়তো স্বগতোক্তি করবে, ‘দিশা খোয়ানো পক্ষী কি সহজে ফিরতে পারে তার জুড়িদারের কাছে!’

ইমরান ফকিরের কাছে জেনেছে, নিজেকে নিঃস্ব না করলে স্বপ্ন কখনও পূর্ণ হয় না। নদীঘাটের কুয়াশা যখন তাকে একলা করে, নিঃস্ব করতে থাকে, সবজির খেতে জেগে ওঠা চিঠির বিষাদবয়ান যখন সে পড়তে থাকে, তখন ফকিরের দেওয়া আশ্বাসে বুক বাঁধে কাঁসাই নদীর মাঝি-সনাতন। তার বিশ্বাস জন্মায়, শীতভোরে এই সফেদ ডাকের সাজে সেজে ওঠা নদীঘাটে, কুয়াশার সাদা রাংতায় মোড়া এই পথ ধরেই ফিরে আসবে তার হারিয়ে যাওয়া কৈশোরের প্রেমিকা।

তাপমাত্রার নিম্নগামী পারদে পা রেখে, শীতকালের ভ্রূকুটি উপেক্ষা করে এভাবেই হয়তো বাংলা ছড়িয়ে দেয় তার রোমান্সের নিঃশব্দ উষ্ণতা, গোপন উচ্ছ্বাস।

এরপর চোদ্দোর পাতায়

কাঁসাই নদীর পাশে খেতজুড়ে গম, সর্ষে অথবা ফুলকপি, বাঁধাকপির সুবিন্যস্ত জ্যামিতিক নকশায় সাদা হয়ে জমে ওঠা হিম যেন কোনও এক ব্যর্থ প্রেমিকের চিঠির বয়ান। কুয়াশার ডাকবাক্সে ফেলে রেখে গিয়েছে প্রেমিকার জন্য।

কচ্ছ দেখেননি? কিছুই দেখেননি...

শৌভিক রায়

আয় মন বেড়াতে যাবি

প্রাগমহল। ভুজ।

ভুজে পৌঁছালাম সন্ধ্যাবেলায়। কতবার ভূমিকম্পের শিকার হয়েছে এই শহর! তবু জীবন থামেনি। ২০০১ সালের সেই ভয়ানক ২৬ জানুয়ারির পর ভুজের এখন নতুন রূপ। সেই প্রবল বিপর্যয়ের স্মৃতি নিয়ে স্থাপিত স্মৃতি ভবন আধুনিকতার সঙ্গে অতীতের এক অসামান্য মেলবন্ধন। রোমাঞ্চিত হতে হয় সেটি দেখে। কচ্ছ মিউজিয়ামেও তারই ছাপ। তবে সেখানে কচ্ছের জনজীবন আর হস্তশিল্পের বিস্তারিত বিবরণ দেশের এই এলাকাকে জানবার জন্য যথেষ্ট। শহরের মাঝে হামিসার লেকের ধারের প্রাগ আর আয়না মহল কচ্ছের রাজকীয় অতীতের অসামান্য এক নিদর্শন।

'যখন পাসপোর্ট ভ্যালিড ছিল, তখন কেউ ডাকেনি। এখন সবাই ডাকে। কিন্তু বিদেশযাত্রার ধকল এই বয়সে সম্ভব নয়', বললেন পদ্মশ্রী আব্দুল গফুর খেতরি সাহেব।

বসে আছি নিরোনা গ্রামে। খেতরি সাহেবের দৌলতে কচ্ছের এই গ্রামের নাম প্রায় সবাই জানে। পার্সিয়ান শৈলীর রোগান শিল্পের একমাত্র ধারক তিনি। আটশো বছর ধরে বংশপরম্পরায় তাঁদের পরিবার শিল্পটি বাঁচিয়ে রেখেছেন। আমেরিকান প্রেসিডেন্ট বারাক ওবামার হাতেও খেতরি সাহেবের শিল্প তুলে দেওয়া হয়েছিল। বিশ্বের আরও বহু জায়গায় তাঁর শিল্প শোভা পাচ্ছে।

কচ্ছে আসার পথ মনে রাখার মতো। আহমেদাবাদ থেকে দীর্ঘপথে কার্পাস খেত, উইন্ডমিল, বিচ্ছিন্নভাবে সাদা হয়ে থাকা প্রান্তর আর ছোট-বড় নানা শিল্পের সমাবেশ দারুণ লাগছিল। তবে সানন্দে টাটার ন্যানো কারখানা দেখে মন একটু খারাপ হল বৈকি!

ভুজে পৌঁছালাম সন্ধ্যাবেলায়। কতবার ভূমিকম্পের শিকার হয়েছে এই শহর! তবু জীবন থামেনি। ২০০১ সালের সেই ভয়ানক ২৬ জানুয়ারির পর ভুজের এখন নতুন রূপ। সেই প্রবল বিপর্যয়ের স্মৃতি নিয়ে স্থাপিত স্মৃতি ভবন আধুনিকতার সঙ্গে অতীতের এক অসামান্য মেলবন্ধন। রোমাঞ্চিত হতে হয় সেটি দেখে। কচ্ছ মিউজিয়ামেও তারই ছাপ। তবে সেখানে কচ্ছের জনজীবন আর হস্তশিল্পের বিস্তারিত বিবরণ দেশের এই এলাকাকে জানবার জন্য যথেষ্ট। শহরের মাঝে হামিসার লেকের ধারের প্রাগ আর আয়না মহল কচ্ছের রাজকীয় অতীতের অসামান্য এক নিদর্শন। আভিজাত্য, বিত্ত আর রুচির এরকম মিশেল অবশ্য ভারতের বিভিন্ন রাজপ্রাসাদে রয়েছে। তবে প্রাগ মহলের ইউরোপিয়ান শৈলীর স্থাপত্য নজরকাড়া। দ্রষ্টব্যগুলিও অন্য ধরনের।

ভুজ থেকে ষাট কিলোমিটার দূরে মান্ডবীর বিজয়বিলাস প্যালেসও অনবদ্য। হিন্দি ফিল্মের দৌলতে অনেকেই অবশ্য জানেন এর কথা। আগেই দেখে নিয়েছিলাম বাহাত্তর মন্দিরের জৈনালয়া আর শ্যামজি কৃষ্ণ ভার্মা মেমোরিয়াল। তবে মান্ডবী আমার কাছে আলাদা হয়ে রইল জাহাজ তৈরির জায়গা হিসেবে। কিছুটা জানা থাকলেও, মালয়েশিয়া থেকে নিয়ে আসা কাঠের এভাবে জাহাজ তৈরি করা দেখব ভাবিনি কখনও। এ এক অনবদ্য অভিজ্ঞতা। তবে সূর্যাস্ত বাদে এখানকার সৈকত সাধারণ বলেই মনে হয়েছে।

সবটাই অসাধারণ হয়ে গেল ধোরঢো আর ধোলাভিরায় এসে। ধোরঢো বিখ্যাত তার সাদা রনের জন্য। ধু-ধু এই প্রান্তরে কোনটা আকাশ আর কোনটা জমি বোঝা কঠিন। কপাল ভালো থাকায় ফ্লেমিঙ্গো আর বেলেহাঁসদের দেখাও মিলল। আসলে থর মরুভূমির বর্ধিত এই দক্ষিণ অঞ্চল প্রকৃতির এক অদ্ভুত সৃষ্টি। লবণের এরকম বিস্তীর্ণ প্রান্তর আর কোথাও নেই। অন্যদিকে, ধোলাভিরা ইতিমধ্যেই ইউনেসকোর হেরিটেজ সাইটের মর্যাদা পেয়েছে। এখানেই রয়েছে হরপ্পা সভ্যতার অন্যতম বৃহৎ ধ্বংসাবশেষ। না দেখলে বোঝা যায় না সেই সময় কতটা উন্নত ছিল মানুষের জীবনযাত্রা। এখানকার ফসিল পার্ক একদম রন অফ কচ্ছ লেকের পাশে। সানসেট পয়েন্টটিও নজরকাড়া। সূর্যাস্তের আলোয় সাদা রনের মুহুর্মুহু রং পরিবর্তন যে কী অসাধারণ তা লিখে বোঝানো যায় না। ধোলাভিরা পৌঁছোনোর পথেই কর্কটক্রান্তি রেখা পেরিয়ে আসাটাও উল্লেখ করতে হয়।

ধোলাভিরার আরেকটি পালক হল তার রোড অফ হেভেন। লেকের মাঝখান দিয়ে তৈরি হয়েছে পাকা রাস্তা। দুইদিকে টলটলে জল আর রন নিয়ে এই পথ তুলনাহীন। এর টান উপেক্ষা করা যায় না। দিনে তো অবশ্যই, পূর্ণিমার রাতেও বিশেষ অনুমতি নিয়ে প্রায় তিরিশ-পঁয়ত্রিশ কিমির রাস্তা নৈশবিহার করলাম। নেমে পড়লাম রনে। চাঁদ সাক্ষী, এরকম অভিজ্ঞতা জীবনে কোনও দিন হয়নি।

কচ্ছের সবচেয়ে উঁচু জায়গা কালা ডুঙ্গার থেকে পাকিস্তান সীমান্ত দেখার বৃথা চেষ্টা করলেও, ম্যাগনেটিক জোনে আপনাআপনি গাড়ি চলতে দেখে সত্যিই বোকা হয়ে গেলাম। কী অদ্ভুত কাণ্ড! একসময় এই রাস্তা দিয়েই প্রতিবেশী এলাকার সঙ্গে ব্যবসা চলত। দেশ তখন ভাগ হয়নি। আজ অবশ্য আলাদা কথা। এখানকার সানসেট পয়েন্ট থেকে সূর্যাস্ত দেখা এক বিরল পাওনা। উঁচুনীচু পাহাড়, পাতা দিয়ে ছাওয়া গোলাকৃতি কচ্ছি বাড়ি আর নিজস্ব পোশাকের রঙিন মানুষ নিয়ে এই অঞ্চলটি ভালো লাগবেই।

অজস্র গ্রাম ছড়িয়ে কচ্ছ জেলায়। প্রত্যেকেই মোটামুটি প্রসিদ্ধ নিজেদের হস্তশিল্পের জন্য। বান্নি এলাকার এই গ্রামগুলিতে পরিবারের সংখ্যা কোথাও পঁচিশ, কোথাও দশ। কিন্তু তার মধ্যেই গড়ে উঠেছে আজরক, মুশরু, বাঁধনি, ব্লক প্রিন্ট ইত্যাদি সব নানা শিল্প। কেউ কেউ আবার বান্নি এলাকায় অস্থায়ীভাবে পশুপালন নিয়েই রয়েছে। ভুজৌদি, গান্ধি নাগাঁও, ধামারকা, ভিরানদিয়ারা, খভরা ইত্যাদি নানা গ্রামের মধ্যে আলাদা করে নজর পড়ে মাধাপারে। ভারতের অন্যতম ধনী গ্রাম এটি।

কচ্ছের মতো বৈচিত্র্য সারা দেশে বিরল। লবণের মরুভূমি, পাহাড়, সমুদ্র, রকমারি খাবার আর অতি অবশ্যই দুর্দান্ত মানুষজন নিয়ে কচ্ছ নিঃসন্দেহে পর্যটনের অন্যতম সেরা ঠিকানা।

ভাঙে বাস্তবের অনড় প্রাচীর

তেরোর পাতার পর

সারামাগোর 'ব্লাইন্ডনেস' উপন্যাসে মানুষের চোখে নেমে এসেছিল সাদা অন্ধত্ব। এই শুভ্র অন্ধকারের ধারণা কি তিনি কুয়াশার কাছ থেকেই পেয়েছিলেন? অভূতপূর্ব এই সাদা অন্ধকারে অবাস্তব হয়ে উঠল প্রেম ও সৌজন্য, মানুষের তৈরি করা যাবতীয় মূল্যবোধ। মিথ্যা নয়, কিন্তু অস্পষ্ট হয়ে উঠল সযত্নে সতর্কে নির্মিত সংসার। আলো ও অন্ধকারের, সত্য ও মিথ্যার এই মধ্যবর্তী অস্পষ্টতাই কুয়াশা। কুয়াশা এক স্ববিরোধ; এমন এক শুভ্রতা, যা দৃষ্টিকে অস্বচ্ছ অথচ অলৌকিক করে তোলে।

বেদান্ত বলেছেন, ব্রহ্ম সত্য জগৎ মিথ্যা। পণ্ডিতেরা অনেকেই বলবেন, মিথ্যা মানে জগৎকে অস্বীকার নয়। বলতে চাওয়া হচ্ছে, জগৎকে যেমন দেখছি, সে আসলে তেমনটা নয়। মায়ার প্রভাবে সত্য আবৃত হয়ে আছে। ব্রহ্মের দিক থেকে যা মায়া, জীবের দিক থেকে তাকেই বলা হয়েছে অবিদ্যা। দার্শনিকরা অবিদ্যাকে কুয়াশার সঙ্গে তুলনা করেছেন। যতদূর মনে পড়ছে, বিবেকানন্দের কোনও লেখায় কুয়াশার রং কালো। আসলে রংটা বড় কথা নয়, বড় কথা তার প্রভাব। মায়া বা অবিদ্যার প্রভাবে সংসারকেই সত্য জেনে মানুষ চৈতন্যময় পরম ব্রহ্মের স্বরূপ বুঝতে ব্যর্থ হয়।

বেদান্তের ভাষ্যে এই ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য জড় প্রকৃতিই যেন কুয়াশাচ্ছন্ন এক বিভ্রম, আবৃত করে রেখেছে চৈতন্যস্বরূপ পরম সত্তাকে। অন্যদিকে যে সত্য আচার্য শংকরের সাধনা, তার সম্পর্কেই বুদ্ধের অবস্থান কুয়াশাময়। ঈশ্বর কি আছেন? বুদ্ধ নীরব। ঈশ্বর কি নেই? বুদ্ধ নীরব। অস্তি-নাস্তির এই অস্পষ্ট অবকাশ থেকে জন্ম নিল অজস্র বৌদ্ধমত। কুয়াশার স্বভাবই এমন। যাকে সত্য বলে জেনেছি, তার আপাত অনড় প্রাচীর সে ভেঙে দেয়, সম্ভাবনাময় করে তোলে অচলায়তন বাস্তবকে।

তারকোভস্কির সিনেমায় কুয়াশা নেমে এসে বাস্তবকে করে তোলে পরাবাস্তব। অতীত ও বর্তমানের সীমারেখা ঝাপসা হয়ে ওঠে দুরারোগ্য নস্টালজিয়ায়। চেনা রাস্তা অচেনা হয়ে ওঠে, কুয়াশার ওপারে যেন অন্য দেশ-কাল। অস্পষ্টতার ওপারে কুহকী হাতছানি কবির অপেক্ষায়। 'একদিন কুয়াশায় এই মাঠে আমারে পাবে না কেউ খুঁজে...', লিখেছিলেন জীবনানন্দ।

অবিমিশ্র প্রকৃত সত্য বলে কি কিছু আছে? মানুষের দৃষ্টিতে মিশে থাকে তার ভঙ্গি। প্রতিটি সত্যে মিশে থাকে তার প্রেম ও ঘৃণা, আনন্দ ও আশঙ্কা। কোনও তথ্যের জ্ঞানই আবেগ বর্জিত হতে পারে না। তাই ঘনীভূত জলীয় বাষ্পের বিজ্ঞান বুঝতে পারে না শিল্পীর ক্যানভাস। ঘন কুয়াশায় হারিয়ে যাবার যে ঝুঁকি, আক্রান্ত হবার যে উদ্বেগ, কবি ও শিল্পী তাকেই জড়িয়ে ধরে।

তারকোভস্কির সিনেমায় কুয়াশা নেমে এসে বাস্তবকে করে তোলে পরাবাস্তব। অতীত ও বর্তমানের সীমারেখা ঝাপসা হয়ে ওঠে দুরারোগ্য নস্টালজিয়ায়। চেনা রাস্তা অচেনা হয়ে ওঠে, কুয়াশার ওপারে যেন অন্য দেশ-কাল। অস্পষ্টতার ওপারে কুহকী হাতছানি কবির অপেক্ষায়। 'একদিন কুয়াশায় এই মাঠে আমারে পাবে না কেউ খুঁজে...', লিখেছিলেন জীবনানন্দ। 'মউ খাওয়া হয়ে গেলে আজো তারা উড়ে যায় কুয়াশার সন্ধ্যার বাতাসে- / কতো দূরে যায়...?' ভাসমান শিশিরের পথে অলৌকিক ভ্রমণ শেষে সংসারে যে ফিরে আসে, সে অন্য কেউ। হে ধর্মাবতার, প্রিয় পাঠক, বিজ্ঞানীর ব্যাখ্যা নয়, দার্শনিকের অবিদ্যা নয়, সত্য ও মিথ্যার মাঝখানে যে বিস্তীর্ণ অস্পষ্টতা, আমি তাহাই বর্ণনা করলাম। জনতা যে বাস্তবের প্রতি বিশ্বাসে স্থির, তার পুনরাবৃত্তি করা তো কবির কাজ নয়।

স্বপ্নে 'দ্য ফগ

তেরোর পাতার পর

প্রায় গোধূলিলগ্নে যথারীতি উদ্বোধনও হয়ে গেল। সন্ধে নাগাদ অতিথি অশ্রুবাবুরাও ফিরে গেলেন এবং তার পরই অদ্ভুত ঘটনাটি ঘটে গেল।

বইমেলার পাশেই তো করলা নদী, সেই নদীর বুকে যে এত বিভিন্ন ধরনের কুয়াশা লুকিয়ে আছে কে জানত! বইমেলার মঞ্চে অতিথিরা উপস্থিত আছেন, বোধ হয় এই কারণে, লজ্জায়, কুয়াশা-সমগ্র নিজেদের প্রকাশ ঘটায়নি। ফলে মঞ্চ খালি হতেই দলে দলে তারা ঢুকে পড়ল বইমেলার প্রাঙ্গণে। শুধু মেলার চত্বরেই নয়, কুয়াশা ঢুকে পড়ল স্টলগুলির ভেতরেও। বইয়ের পাশাপাশি ক্রেতা-বিক্রেতা, আয়োজক সবাই প্রবল কুয়াশায় আক্রান্ত। কেউ কারও মুখ দেখতে পাচ্ছেন না।

কুয়াশার এমন দাপট আগে দেখিনি এবং চললও আধ ঘণ্টার মতো। তারপর কুয়াশার ঢেউ চলে গেল বড় রাস্তা পেরিয়ে তিস্তা নদীর দিকে। আমরাও হাঁফ ছেড়ে বাঁচলাম। এ যেন অনেকটা এরকম, ক্ষুধার্ত হাতির দল খাদ্য সংগ্রহের আশায় জঙ্গল ছেড়ে শহরে ঢুকেছিল। তারপর কিছু না পেয়ে, অনেক দাপাদাপি সেরে ফিরে গেল অন্য কোনও জঙ্গল বা লোকালয়ের দিকে। 'বইমেলায় হঠাৎ কুয়াশার হানা'...খবরের কাগজে এরকম একটা সংবাদের শিরোনাম তো হতেই পারত।

যাই হোক, প্রকৃতপক্ষে কুয়াশার সঙ্গে আমার প্রথম সম্যক পরিচয় ঘটেছিল আজ থেকে কুড়ি বছরেরও অনেক আগে। তারিখ মনে নেই, শুধু মনে পড়ছে সেই অভূতপূর্ব অপ্রাকৃত সকালটির কথা, যা নিয়ে আমি একদা অন্যত্র লিখেছিও। এখানে সেই অভিজ্ঞতার কথা, যেটুকু মনে আছে, তার কিছুটা পুনরাবৃত্ত করছি...।

...সেদিন (আমাদের পুরোনো ঠিকানার) ঘর থেকে বেরোতেই দেখি, কুয়াশায় কুয়াশায় পথঘাট ছয়লাপ। এরকম আগে কখনও দেখেছি বলে মনে পড়ে না। তখন তো শহর আরও ফাঁকা, নির্জন। ফলে কুয়াশার অবাধ গতি, যেন সমুদ্রের ঢেউ। একটা বড় কুয়াশা চলে যাচ্ছে, আরেকটা ততোধিক বড় কুয়াশা এসে ঢেকে দিচ্ছে শরীর। শুধু পায়ের নীচে মাটিটুকু চেনা যাচ্ছে। শব্দ নেই কোথাও।...

...সম্ভবত 'নুর মঞ্জিল'-এর সামনে যখন পৌঁছেছি, তখনই চমকটা। একটা সানাই বেজে উঠল। তীব্র। শব্দটা এত তীব্র, এত আচমকা যে আমি কিছুক্ষণ হতভম্ব হয়ে পড়েছিলাম। সুর শুনছি, কিন্তু কাউকে তো দেখছি না। সানাইয়ের সুরটা ক্রমশ এগিয়ে যাচ্ছে সামনের দিকে। আমিও কৌতূহলে ওই সুর অনুসরণ করি সানাইবাদকের পিছুপিছু। সুরটা কীরকম? এখানকার দেশি বাজনদারেরা যে রকম নহবৎ বাজায়, সে রকম। কিন্তু আমিই কি একমাত্র অনুসরণকারী? হঠাৎ তাকিয়ে দেখি, আর এক ফোঁটাও তো কুয়াশা নেই।

চোখের সামনে ভোরের নরম করলা নদী এবং নদীর পারে সেই দেশোয়ালি সানাইবাদক। আর নদীর জলের কাছাকাছি ছ'সাতজন মেয়ে-বৌ, যারা কলসীতে জল ভরার আয়োজন করছে। তার মানে এটাই আমাদের সমাজে বহুপ্রচলিত 'গঙ্গা নিমন্ত্রণ'! মেয়েদের ঘুম ভাঙা মুখের লাবণ্য ছড়িয়ে পড়ছে চারদিকে। প্রত্যেকটি মেয়ে-বৌয়ের মুখ যেন কুয়াশামাখা শীতের স্বপ্ন।

আমি কি আরও একটু তাদের দিকে এগিয়ে যাব? কথাটা ভাবতেই এক বিশাল কুয়াশা এসে ঢেকে দিল আমাদের। নদীর ধারে থেমে যাওয়া সানাইটা আবার বেজে উঠল...।

'আহ ভালোবাসা, আলপথে সাপের শরীরে জড়ানো গরম কুয়াশা' কবিতায় একদা এরকম একটা লাইন লিখেছিলাম। যে রকম লিখেছিলাম, 'মা একটি কুয়াশারও নাম হয়/ যে-কুয়াশা নারিকেল সুপারিবনে আমাগো দ্যাশের বাড়ি/ যে-কুয়াশা তেপান্তরের পাঠশালা থেকে পালানো রঙচটা ভুগোল বই/ আমরা সব কুয়াশার সন্তান/ কুয়াশা দিয়ে মাকে ঢেকে রাখি...' লিখতে গিয়ে নিশ্চিত, সেদিনের কুয়াশার অনুষঙ্গ কাজ করেছিল...

উদ্ধৃতি এবং বিবৃতি একটু দীর্ঘ হয়ে গেল, এজন্য ক্ষমাপ্রার্থী, কিন্তু কুয়াশা নিয়ে লিখতে গেলে এসব তো আমাকে লিখতেই হবে, বাদ দেওয়া যাবে না!

আমি এই শীতে একটি মোক্ষম দিবাস্বপ্নের প্রতীক্ষায় আছি। সেই ঘরভর্তি কুয়াশা আর কুয়াশার ভেতরে ভাসছে একটি বাংলা বই। বিছানার কাছাকাছি এলে দেখব, যার মলাটে লেখা আছে বইটির শিরোনাম 'ইতি তোমার কুয়াশা'।

এটি আসলে বই নাকি কোনও বৃহৎ প্রেমপত্র, সেটা বুঝতে বুঝতে আমার শীতের দুপুরের সদ্য পেকে ওঠা ঘুমটা যথারীতি ভেঙে যাবে।

হিরের গয়নায় সেজে বৃক্ষ

তেরোর পাতার পর

উচ্ছ্বাসের পাশাপাশি কুয়াশার এই দিন কি আমাদের হৃদয়কে কখনও ভারাক্রান্ত করে? করে নিশ্চয়। নাহলে রূপসী বাংলার কবি এমন 'ম্যাজিক-মোমেন্টে' দাঁড়িয়েও কেন শুনতে পান মৃত্যুর বেহালাবাদন? কেন বলে ওঠেন, '---কুয়াশায় ঝ'রে পড়ে দিকে দিকে রূপশালী ধান / একদিন; ---হয়তো-বা নিমপেঁচা গাবে তার গান, / আমারে কুড়ায়ে নেবে মেঠো ইঁদুরের মতো মরণের ঘরে--- / হৃদয়ে ক্ষুদের গন্ধ লেগে আছে আকাঙ্খার----তবুও তো চোখের উপরে / নীল মৃত্যু উজাগর---বাঁকা চাঁদ, শূন্য মাঠ, শিশিরের ঘ্রাণ---'?

বলিভিয়ার জঙ্গলে গেরিলা যুদ্ধের অবকাশে গাছে আশ্রয় নেওয়া চে গেভারা তাঁর রুকস্যাক থেকে বের করতেন 'গ্রিন নোটবুক'। নিবিষ্ট মনে পড়তেন নোটবুকে লিখে রাখা নেরুদা, ভ্যালেজো, ফেলিপের মতো কবিদের কবিতা। বৃক্ষের শাখায় নিশ্চল ভাস্কর্যের মতো দেখাত কবিতাপাঠে মগ্ন বিপ্লবীকে।

বাংলা থেকে বলিভিয়ার দূরত্ব কত? প্রায় সতেরো হাজার কিলোমিটার। দূরত্ব যাই হোক, সেই দৃশ্যই যেন জেগে ওঠে কুয়াশা-মাখা ভোরে, এই বাংলার গ্রামীণ প্রান্তরে। শিউলিদের কাঁধে ঝোলানো থলিতে হয়তো চে গেভারার কবিতা-লেখা সবুজ ডায়েরি মিলবে না। মিলবে না মারাত্মক আগ্নেয়াস্ত্রও। কিন্তু খেজুর গাছের সঙ্গে নিজের কোমরে দড়ি বেঁধে রুটিরুজির লড়াইয়ে শামিল ওই শ্রমজীবী মানুষ কি চে গেভারার উত্তরসূরি নয়? ভৌগোলিক দূরত্বকে তুড়ি মেরে উড়িয়ে দিয়ে দুই ভিন্ন দেশের জীবন-সংগ্রামকে এক-ফ্রেমে তুলে আনতে পারে এই বাংলাই। বাংলার জাদুময় কুয়াশার ভোর।

নক্ষত্ররা স্নান করে? অবগাহনের সুখ নেয় শরীর ডোবানো জলে? মধ্যরাতে ঘন কুয়াশার অন্তরালকে ঢাল করে নক্ষত্ররা নেমে আসে পুকুরে, দিঘিতে। দল বেঁধে স্নান করে। স্নান শেষে ফিরে যায় তাদের অনন্ত মহলে। যারা স্নানের আনন্দে ফেরবার কথা ভুলে যায়, তারাই ছদ্মবেশ ধারণ করে থেকে যায় জলের ওপর। না-ফেরা নক্ষত্ররাই ছদ্মবেশী শাপলা হয়ে চুপ করে বসে থাকে কুয়াশার দিনে। কুয়াশাকাল হয়তো এভাবেই বাংলার বুকে জন্ম দেয় অন্য আর-এক আশ্চর্য রূপকথার।

শীতের চরাচরে ঝাঁপিয়ে নামা বাংলার 'কুয়াশাকাল' যেমন জন্ম দেয় রূপকথার, তেমনই জন্ম দেয় 'অন্য-দেখার' চোখ। কখনও শোনায় একাকিত্বের আজান, কখনও-বা উৎসবের শ্লোক। কুয়াশার রুপোলি সেলুলয়েডে জেগে ওঠা এমনই সুখ-দুঃখ, আনন্দ-বিষাদের গল্পগুলো দিনেদিনে খোদিত হতে থাকে আমাদের স্মৃতির দেওয়ালে। অন্তরের গোপন ফলকে। শার্লক হোমস, ফেলুদা কিংবা ব্যোমকেশের টানটান থ্রিলারের চেয়ে এই গল্পগুলো কিন্তু কম রহস্যময়, কম রোমাঞ্চকর নয়।

ছোটগল্প

মায়াবী সাঁঝ

সুস্মিতা সোম
আঁকা : অভি

অফিসের ঠান্ডা ঘর থেকে বেরোতেই গরম হাওয়ার দমকা যেন শরীরের ভিতর ঢুকে দাপাদাপি আরম্ভ করে দিল। গলাটাও শুকিয়ে আসছে। তেষ্টাও পেয়েছে বেশ। অফিসে ঢুকে একটু ঠান্ডা জল খেয়ে এলে হত। না, থাক। অনেক কষ্টে আজ একটু তাড়াতাড়ি বেরিয়ে পড়ার অনুমতি আদায় করা গিয়েছে। তার ব্যাংকের ম্যানেজার ভদ্রলোক এমনিতে ভালো মানুষ। কিন্তু বড্ড খুঁতখুঁতে। এটা-ওটা এমন ফ্যাঁকড়া বার করে যে তার সব হ্যাপা সামলাতে হয় অরিত্রকে। চাকরিটা নতুন, বয়সটাও অন্যদের তুলনায় অনেকটাই কম, তাই বসের এইসব বায়নাক্কা তাকে মেনে নিতেই হয়। ওদিকে বাড়িতে বৌটাও যে নতুন, তারও হাজারো ঝক্কি-ঝামেলা সামলানোর দায়িত্ব যে তাকেই পোহাতে হয়, একথা আর বসকে কে বোঝায়।

আজ বিয়ের পর পিয়ার প্রথম জন্মদিন। অ্যাকাডেমির দুটো টিকিট কেটেছে অরিত্র। নান্দীকার-এর নতুন নাটক। পিয়া আবার নাটক-পাগল। নাটক দেখে খাওয়াদাওয়া করে ফিরবে। দরদর করে ঘাম গড়াচ্ছে পিঠ-বুক বেয়ে। এই মধ্য শরতেও রোদ্দুরের কী দাপট! ফেরার বাসটা এখন ঠিকঠাক সময়মতো পেলে হয়।

-আরে অরিত্র না? তা, হেঁটে হেঁটে যে, অফিসের গাড়ির কী হল?

ভাবনার জাল থেকে বেরিয়ে অরিত্র স্মৃতি হাতড়াতে থাকে। ব্যক্তিটি কে, কোথায় দেখেছে। তার নাম ধরে ডাকছে, তার মানে পূর্বপরিচিত নিশ্চয়ই।

-কৃত্তিবাসকে ভুলে গেলি এরই মধ্যে? না হয় চাকরিটার মধ্যে অনেক ফারাক, তা বলে আমি মানুষটার খোলস তো একই আছে। চোখ থেকে কালো চশমাটা খুলে ঘাম মোছে কৃত্তিবাস।

-ভুলে যাব কেন? আসলে হঠাৎ তো, আর তোর ওই কালো চশমাটা এমন বেঢপ যে, মুখের অর্ধেকটাই চশমার পেছনে চলে গেছে।

- 'ওঃ হো হো, তা হবে। আসলে এই চশমাটা দিয়েছে আমার ছোট শালি। বাড়ি ফিরছিস বুঝি! আজ এত সকাল সকাল! তোর আর আমার তো দেখি একই অবস্থা, হাঁটা ছাড়া অন্য উপায় নেই। এই শালার অবরোধ যে কখন উঠবে, কখন বাস পাওয়া যাবে কে জানে? রাজনীতির এই বেলেল্লাপনায় আমার আর তোদের মতো সাধারণ মানুষের নাভিশ্বাস। এর মধ্যে ঋতঞ্জয়ের বাড়ি গিয়েছিলিস নিশ্চয়ই?'

-'সব্বোনাশ, অবরোধ! কোথায়? কেন? কী কারণে?'

-'অবরোধের কী কোনও কারণ লাগে অরিত্র? এখন তো শাসক হোক বা বিরোধী সকলের একটাই কাজ- নারীজাতির সম্মান রক্ষা। ধর্ষণ ধর্ষণ করে হেদিয়ে গেল গোটা পশ্চিমবঙ্গটাই। আরে বাবা, মেয়েগুলোর অবস্থা দেখেছিস? দিনে দিনে তো জামা-কাপড় ছোট হয়েই চলেছে। সন্ধের মধ্যে বাড়ি ফেরা, সে তো আজ প্রাগৈতিহাসিক যুগের কথা, কানে ফোন, হাতে টাকা, সঙ্গে একগাদা ইয়ার বন্ধু! এখানে ধর্ষণ হবে না তো কি দুগ্গা প্রতিমা পুজো হবে? ছাড় ওসব কথা, ভেবে কোনও লাভ নেই। এখন বল, ঋতঞ্জয়কে কেমন দেখলি?'

-না, যাওয়া হয়নি, যাব ভাবছি, এরই মধ্যে একদিন।'

-সে কি! একদিন মানে?

- না, আসলে, কেন কী হয়েছে, কোন খবর...?'

কৃত্তিবাস বেশ ঘন হয়ে আসে। - খবর মানে, খবরই খবর। সাংঘাতিক খবর। ডাক্তারি রিপোর্টের উপর নির্ভর করছে ওর ভিসা পাওয়া।

-হ্যাঁ, সে তো হতেই পারে। ডাক্তার রিপোর্ট না দিলে অসুস্থ মাকে ফেলে সে যাবে কেমন করে। বিশেষ করে তোর কথামতো এই কাজের জন্যই যখন আসা। আর তা ছাড়া ওর মা-রও তো আর কেউ নেই। বেঙ্গালুরুতে একবার ফিরে গেলে তো আবার ফিরতে অনেকদিন লেগে যাবে। তাতে ওর পড়াশোনা চাকরি সবেরই ক্ষতি।

-না, তাহলে সত্যিই তুই কিছু জানিস না। একটা অদ্ভুত ধরনের হাসিতে মুখটা অপরিচিত হয়ে যায় কৃত্তিবাসের। আসলে তুই তো ওর বন্ধু, ভালো বন্ধু, তাই ওর সব ভালো, আগামাথা ল্যাজামুড়ো সব-সব। কিন্তু এই কৃত্তিবাসের মানুষ চিনতে ভুল হয় না, সেদিনও না। আজও না।

এমনিতেই মধ্য শরতের এই আকাশ শীতল হওয়ার কোনও লক্ষণই নেই। তার ওপর একেবারেই অনাকাঙ্ক্ষিত এই কৃত্তিবাসী আবির্ভাব। ব্যস্ত হয়ে ঘড়ি দেখে অরিত্র। আসলে রেহাই চায় এখান থেকে।

ধনী পরিবারের ছেলে ঋতঞ্জয়। ঋতঞ্জয় মিত্র মজুমদার। তার মা আর বাবা দুজনেরই উপাধি ব্যবহার করত তার নামের সঙ্গে। অরিত্ররা যে পাড়ায় থাকত সেই পাড়াতে ঋতঞ্জয়রাই ছিল বড়লোক। অর্থের দিক থেকে তো বটেই, হাবেভাবে তার চাইতেও বেশি। দরজায় দাঁড়িয়ে থাকা গাড়ি, বাড়িময় ঘুরে বেড়ানো বিরাট অ্যালসেশিয়ান কুকুর, জয়ের মা-বাবার ইংরেজিতে কথোপকথন- সব মিলিয়ে প্রতিদিনের দেখা ঈর্ষণীয় সুখের ছবি। সেই ছবিকে সুন্দরতর করেছিল জয়ের মতো ছেলে। এমন আদ্যোপান্ত ভালো ছেলে এ তল্লাটে তো নয়ই, ইস্কুলেও ছিল না। অরিত্রর অহংকার বলতে ছিল ওইটুকুই, পাড়াতে আর পড়াতে একমাত্র ওকেই পছন্দ করত জয়। ধীরে ধীরে দুজনের পড়াশোনার জগৎ আলাদা হয়ে গেছে সময়ের ব্যবধানে। জয় এমবিএ করে বেঙ্গালুরু আর অরিত্র ইকনমিক্স নিয়ে পাশ করে ব্যাংকের চাকরিতে। সময় কেটে গিয়েছে হুহু করে। চাকরি পাওয়ার পর অরিত্র পুরোনো পাড়া ছেড়ে অফিসের কাছাকাছি একটা ফ্ল্যাটে চলে এসেছে। আর জয় বাইরে, তাই প্রথমে যোগাযোগ থাকলেও সেটা আস্তে আস্তে কমে এসেছিল।

অফিসে নিজের ঘরে কাজের টেবিলে বসে কাচের গেলাসে রাখা জলটুকু এক নিঃশ্বাসে শেষে করে অরিত্র। কাল এত ভালো একটা নাটক দেখার পরও ঘুরেফিরে কেবল কৃত্তিবাসের কথাগুলোই মনে পড়ছে। ঋতঞ্জয় তার অনেকদিনের বন্ধু। খুব গভীরের কথা না জানলেও তাঁকে চিনতে তার এতটা ভুল হতেই পারে না। বিশ্বাস করতে ইচ্ছে হয় না একেবারেই যে, এই জয়ের মতো ছেলে জড়িয়েছে ধর্ষণের মতো অতি খারাপ একটা ঘটনার সঙ্গে। আর জড়িয়েছেও বলা যাচ্ছে না, সেই নাকি এই ঘটনার নায়ক। কিন্তু ওই কৃত্তিবাস যেরকম আত্মবিশ্বাসের সঙ্গে বলল, তার সবই তো আর মিথ্যা হতে পারে না। যদিও কৃত্তিবাসটা বরাবরই ওইরকমই। যে কোনও ঘরোয়া খবরে আগ্রহ একটু বেশিই। জয় সম্পর্কে অরিত্রর মুগ্ধতার জায়গায় ফাটল ধরানোর জন্য সেই এই খবরটা প্রথম জোগাড় করেছিল যে, মিত্র মজুমদার জয়ের নিজের বাবা নয়, জয়ের মাকে বিবাহ করেছিল বর্তমান এই সন্তানটির দায়দায়িত্ব বহনের সমস্ত শর্ত আদায় করে।

পিয়া গান গাইছে রান্নাঘরে- 'শরতে আজ কোন অতিথি, এল প্রাণের দ্বারে....' আজ কি পূর্ণিমা! চাঁদের আলোয় বারান্দা ভরে গিয়েছে এই সন্ধ্যাবেলাতেই। চেয়ারটা টেনে নিয়ে অরিত্র হাঁক পাড়ে- পিয়া, চা-টা দাও তাড়াতাড়ি। গলাটা শুকিয়ে কাঠ হয়ে গেল যে।

ট্রেতে দু'কাপ চা আর চারটে গরম শিঙাড়া নিয়ে গুনগুন করতে করতে পিয়া বারান্দায় আসে। টেবিলে ট্রেটা নামিয়ে রেখে বলল- তোমার কোনও এক বন্ধু ফোন করেছিল। তোমার খোঁজ করছিল।

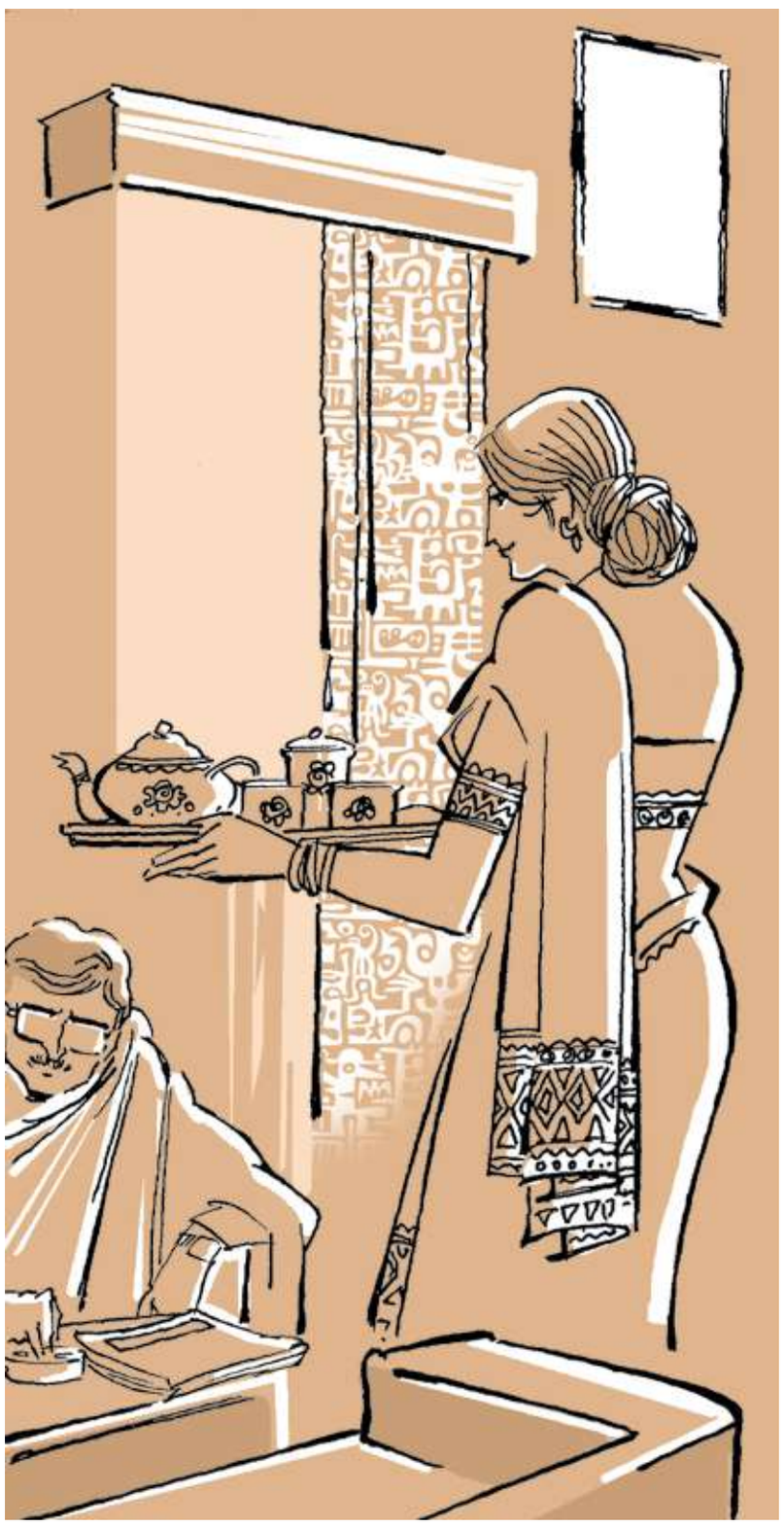

-বন্ধু? আমার? তুমি চেনো না? কী নাম বলল?

-নাম তো কিছু বলল না, বলল আপনি নিশ্চয়ই মিসেস অরিত্র। বলবেন ওকে, আমি ওর পুরোনো বন্ধু। আপনার সঙ্গে আলাপ হয়ে ভালো লাগল। অরিত্রকে বলবেন, আমিই ওকে ফোন করব।

অন্যমনে চায়ে চুমুক দেয় অরিত্র। তাহলে কি জয় ফোন করল? ঘটনা যদি সত্যি হয়, তাহলে ফোন করার মতো মানসিক অবস্থায় আছে কী করে? অরিত্রের অন্যমনস্কতা লক্ষ করে পিয়া বলে- কী গো? কী ভাবছ? শিঙাড়াটা ঠান্ডা হয়ে গেল যে। অফিসে কোনও সমস্যা হয়নি তো?

-আরে না না এই তো খাচ্ছি। টুকিটাকি কথার মধ্যেই ফোন বেজে ওঠে। 'হ্যাঁ রে অরিত্র বলছিস তো? আমি জয়। কতদিন পর কথা হল বল তো? তুই এখন কোথায়? অনেক কথাই গড়গড় করে বলে যাচ্ছিল ঋতঞ্জয়। ফাঁক পেয়ে অরিত্র হাসতে হাসতে বলে- আমি ভালোই আছি, ঠিকঠাকই আছি, পিয়া এইমাত্রই তোর কথা বলছিল।

-তোর বৌ কী বলছিল আমি আন্দাজ করতে পারি। কিন্তু গ্রেট কৃত্তিবাস কী বলেছে তোকে?

-আমাকে! তুই কী করে জানলি?

ফোনের ওপার থেকে হো হো করে হেসে ওঠে জয়- কৃত্তিবাসকে কি আজও তুই চিনলি না! তোর সঙ্গে ওর যে দেখা হয়েছিল, আমার জীবনে ঘটে যাওয়া যাবতীয় বিপর্যয়ের জন্য তুই যে খুব উদ্বিগ্ন, সে সব খবর আমার বাড়ি বয়ে ওই এসে দিয়ে গেছে। যাক গে, সে সব কথা, কাল তো রবিবার, ফ্রি আছিস নিশ্চয়ই, চলে আয় না বিকেলবেলা আমাদের পুরোনো আড্ডার জায়গায়?

ট্রেতে দু'কাপ চা আর চারটে গরম শিঙাড়া নিয়ে গুনগুন করতে করতে পিয়া বারান্দায় আসে। টেবিলে ট্রেটা নামিয়ে রেখে বলল- তোমার কোনও এক বন্ধু ফোন করেছিল। তোমার খোঁজ করছিল। -বন্ধু? আমার? তুমি চেনো না? কী নাম বলল? -নাম তো কিছু বলল না, বলল আপনি নিশ্চয়ই মিসেস অরিত্র।

গঙ্গার এই ধারটায় লোকজন একটু কম। গাছের তলার বেদিটা ঝেড়েঝুড়ে বেশ আরাম করে বসল দুজনে। পড়ন্ত এই বিকেলে সূর্যের আলো পড়েছে জলের শরীরে। তিরতির করে কাঁপছে রঙিন হয়ে ওঠা ছোট ছোট ঢেউগুলো। জলের গন্ধ মাখা ফুরফুরে বাতাসে ঠান্ডা হয়ে এল শরীর। জয়ের মেজাজটা যদি আজ ভালো থাকে তাহলে নৌকা নিয়ে ভেসে পড়া যায় সন্ধ্যায় সুন্দরী হয়ে ওঠা গঙ্গার বুকে। ডিঙি নৌকাটা যেন তাঁদেরই জন্য দাঁড়িয়ে রয়েছে। জলের খেলা দেখতে দেখতে অরিত্রর মনে হয়, জয়ের সত্যিই কি কোনও সমস্যা আছে, নাকি কৃত্তিবাসের চালাকি ওটা, এমন সময় জয়-ই নীরবতা ভাঙে- চাপবি নাকি নৌকাটাতে? আজ সন্ধেটা বড় সুন্দর, একটু পরেই চাঁদ উঠবে। হাঁকডাক করতেই পাওয়া গেল মাঝিকে।

অরিত্র, তোর নিশ্চয়ই মনে আছে মণিদীপাকে। ওর প্রতি আমার একটা দুর্বলতা ছিল, সেটাও একমাত্র তুই জানতিস। বাড়ির অসচ্ছলতা আর নিজের পায়ে দাঁড়ানোর অসম্ভব জেদ ওর মধ্যে তৈরি করেছিল একধরনের অহংকার আর ব্যক্তিত্ব। আমার মা কেন জানি না ওর সঙ্গে কথা বলতে দেখলেই খেপে যেত আমার উপর। বাবা মারা যাবার পর সেই ঘ্যানঘেনেপনা বেড়েছিল আরও বেশি করে। কারণটা আমি বুঝেছিলাম পরে। আসলে বাবা যত টাকাপয়সা জমিয়েছিল, তার সবকিছুর মালিকানাই ছিল আমার। একসময় বিলাসবহুল জীবনে অভ্যস্ত মায়ের কাছে পেনশনটা ছাড়া আর কিছুই না থাকায় এক ধরনের নিরাপত্তাহীনতায় ভুগছিল মা।'

আমি অবাক হয়ে তাকাই জয়ের দিকে, 'এর মধ্যে বিপদই বা কোথায়, আর মণিদীপাই বা আসছে কোথা থেকে?' নৌকা তখন তীর ছেড়ে বেশ কিছুটা দূরে চলে এসেছে। জলের উপর বৈঠার আঘাত লেগে আওয়াজ উঠছে ছপছপ করে। জয় খানিকক্ষণ চুপচাপ বসে থাকে। আমি সেই নীরবতা ভাঙার কোনও চেষ্টা করি না। জেলে নৌকাগুলো সব বেরিয়ে পড়েছে মাছ ধরতে। ঘুরে বেড়ানো নৌকার ছোট ছোট আলোর টিপগুলো মিটমিট করে জ্বলছে জোনাকির মতো। সেইসঙ্গে শান্ত গঙ্গার জলে নরম রুপোলি জ্যোৎস্নার আদুরে মাখামাখি।

-মণিদীপা মেয়েটা অদ্ভুত জানিস? এত বড় একটা বিপদ হয়ে গেল, কাউকে কিছু জানাল না, কোনওরকমে নিজেই গিয়ে থানায় একটা ডায়েরি করে এসেছে। তারপর থেকে ঘরেই স্বেচ্ছাবন্দি। শরীর ও মনের যতটুকু চিকিৎসা চলছিল প্রয়োজনের তুলনায় তা সামান্যই। ততক্ষণে ব্যাপারটা পরিষ্কার হয় অরিত্রর কাছে। 'তুই কেমন করে জানলি?'

-মার উপর রাগ করে আমি চলে গিয়েছিলাম বেঙ্গালুরুতে। কিন্তু বেশ কিছুদিন ধরেই মার শরীরটা খারাপ ছিল। চিকিৎসার জন্য প্রয়োজন ছিল টাকাপয়সার। এই অজুহাতে মাও ডেকে পাঠায়, আমারও চলে আসা। তখনই সমস্ত বৃত্তান্ত শুনে আমি গিয়েছিলাম মণিদীপার কাছে। বলেছিলাম, আমি তাকে বিয়ে করে যাবতীয় দায়দায়িত্ব নিতে রাজি। মণিদীপা স্বাভাবিকভাবেই এই প্রস্তাবে রাজি হয়নি। কিন্তু বিপদ বাঁধালেন আমার মা। তিনি বললেন, আমি যদি মণিদীপাকে বিয়ে করি তাহলে তিনি কেস ঠুকবেন এই বলে যে, আমি নাকি মাকে অত্যাচার করে বিষয়চ্যুত, গৃহহারা করতে চাইছি। - একদিন রাতে মাকে চেপে ধরলাম।

-'তুমি সত্যিই কী চাও?' - আমতা আমতা করে মা বলে, 'তুই আমার ছেলে, তুই কিনা তোর বাবার কষ্টে জমানো সব টাকা দিয়ে দিবি কোথাকার কোন নষ্ট চরিত্রের মেয়ে, তাকে!' -'তাহলে তোমার টাকার দরকার? মণিদীপা যদি রাজি থাকে তাহলে আমি ওকে বিয়ে করবই। তোমার টাকা আমি ফিরিয়ে দেব, শর্ত এই যে, তুমি নিজে যাবে মণিদীপার বাড়িতে, তোমার ছেলের বৌ হিসাবে তাকে চাইতে।' হ্যাঁ, মা গিয়েছিল পরের দিনই মণিদীপার বাড়ি।

দুজনেই চুপচাপ। মস্তিষ্কের কোষগুলো বিষয়বস্তুর ওজনে আর গভীরতায় কেমন স্তব্ধ হয়ে আছে। রাত অনেকটাই হয়েছে। মরা জ্যোৎস্নার আলো পড়ে চারদিক হয়ে রয়েছে অসম্ভব মায়াবী। আমি তাই দেখছি তাকিয়ে তাকিয়ে। না দেখেই বা কী করার আছে! জয় কিছু বলছে না, আমিও প্রত্যুত্তরে কিছু খুঁজে পাচ্ছি না। নৌকা ফিরছে ঘাটের দিকে। ঘাটও তখন জনশূন্যই বলা চলে। হাঁটতে হাঁটতে রাস্তার ওপর চলে এলাম। এখন ফেরার জন্য একটা ট্যাক্সি পেলে ভালো হয়। কাছের সিগন্যালে গান বাজছে, 'পাতার ভেলা ভাসাই, ভাসাই নীরে'। রিনরিনে গলায় রবীন্দ্রসংগীত। অন্যসময় অরিত্র বিরক্ত বোধ করে এই ধরনের গান যখন-তখন, যেখানে-সেখানে বাজার জন্য। কিন্তু এখন খারাপ লাগছে না, এখন ভারী হয়ে থাকা মনটায় সুরের প্রলেপ পড়ে হালকা করে দিচ্ছে। আড়চোখে তাকায় জয়ের দিকে- জয়েরও কি তাই!

নিস্তব্ধতা ভেঙে জয় বলল- 'আজকের রাতটা যদি বাড়ি না ফিরে তোর কাছে থাকি! তোর বৌয়ের কি খুব আপত্তি হবে?'

-'একেবারেই না, কিন্তু তোর মা...?'

-'আসলে কী জানিস, অনেক অনেকদিন পর আজ এমন একটা দিন পেয়েছি যেটা একান্তই আমার, বলা যায় স্বপ্নপূরণের দিন। অপরাধী ধরা পড়েছে। এভিডেন্স দিয়ে শক্ত আইনজীবী দিয়েছিলাম ছোকরার শাস্তির ব্যবস্থা যাতে করা যায় তার জন্য। জিজ্ঞেস করলি না তো মণিদীপার কী খবর?

- 'হ্যাঁ বল। সেটা শোনার জন্যই তো অপেক্ষা করে আছি। তবে আমি নিশ্চিত, তোর প্রশ্নের মধ্যেই পাওয়া যাচ্ছে উত্তরটা। আমি কি তাই ঠিক ধরে নেব।'

- আগের মতোই গলাটা জড়িয়ে ধরে জয়, 'আপাতত খবর, এই আয়োজন সম্পূর্ণ করতে মাসখানেক লাগবে, তারপর দীপাকে নিয়ে যাব বেঙ্গালুরুতে আমার কাছে।'

এডুকেশন ক্যাম্পাস

জয়দীপ কর্মকার, সপ্তম শ্রেণি, সারদা বিদ্যামন্দির, পুঁটিমারি, জলপাইগুড়ি।

সাম্য কুণ্ডু, ষষ্ঠ শ্রেণি, গুড শেফার্ড স্কুল, বাগডোগরা, শিলিগুড়ি।

অনুষ্কা বসু মজুমদার, পঞ্চম শ্রেণি, জলপাইগুড়ি গভর্নমেন্ট গার্লস হাইস্কুল।

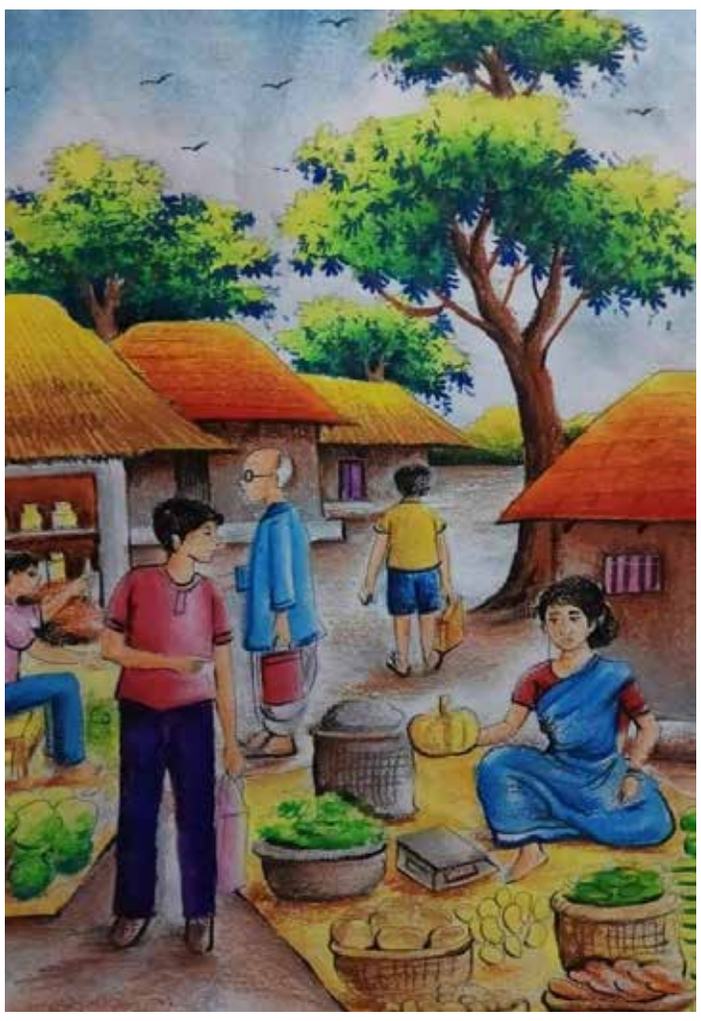

সুমন ভৌমিক, চতুর্থ সিমেস্টার, কোচবিহার পঞ্চানন বর্মা বিশ্ববিদ্যালয়।

মৌরি রায়, ষষ্ঠ শ্রেণি, সারদা বিদ্যামন্দির, পুঁটিমারি, জলপাইগুড়ি।

বিপাশা সাহা, প্রথম বর্ষ, মালদা কলেজ।

সপ্তাহের সেরা ছবি

একটু উষ্ণতার খোঁজে। প্রবল শীতে অমৃতসরে সম্প্রতি একদিন। - পিটিআই

বাংলাদেশ নিয়ে কবিতাগুচ্ছ

যুদ্ধ প্রস্তুতি

সেবন্তী ঘোষ

ক

দেখতে চাইছ মাছ, সন্তরণশীল
বদলে সাবমেরিন, গোপনে ভেদ করে ব্যূহ
ডানামেলা পাখির বদলে
ছেয়ে ফেলছে লড়াকু বিমান,
হাঁটতে হাঁটতে পথচারী
হিউয়েন সাং-এর মতো
ফা-হিয়েনের মতো
ধুলোর বদলে
জ্ঞানের বদলে
সাঁজোয়া গাড়ির মাথায় চড়ে বসে,
একটি দুটি প্রজাপতি ওড়ে
ফুল ঝরে যায় রঙের বেসাতি ছড়িয়ে।
তুমি বেকুবের মতো দেখো,
এত সব রং থেকে রক্ত লাল পছন্দ তাদের
যদিও তা বিপ্লব নয়,
অন্যের হৃদয় চিরে দেবে বলে

খ

ওই দেশটি ছিল মেলায় হারিয়ে যাওয়া গীতা,
আমি সীতা, ওর আর আমার বিচ্ছেদ মানে
একটি সীমান্ত চৌকি
অন্তত এমনই বুঝতাম গতকাল!
ওই গোঁফে তা দেওয়া এপারের রক্ষী
ভাষা বোঝে না বলে ওপারের শ্যামল ছেলেটিকে
লিট্টি এগিয়ে দেয়,
দুজনেই জলকে বলে পানি,
পিপাসা মেটে না
যতবার দেখি
এ পাড় থেকে কালো পুচ্ছ নিয়ে
ঝগড়ুটে ফিঙে ওপারের নিমগাছে
ঠোক্কর মেরে আসে পাখিদের,
ওপারের চড়াই দল
এপারের খেত তছনছ করে
বুঝতাম এসবই,
এখন অতীত কাল
ঘৃণার থুতুতে সীমানা বরাবর
নদী জেগে ওঠে অকস্মাৎ
যেন এপারের বৃষ্টি এখন
ওপারে শুধু বন্যাই নিয়ে যায়!
শুধু সীমান্ত বরাবর
কতগুলি শহিদ বেদির উপর
বিষ্ঠা ফেলে যায় কাক ও শেয়াল-

গ

তুমি অপেক্ষা করছিলে আর
মাঝের জোনাকিজ্বলা পথটুকু পেরিয়ে
ওপারে পৌঁছালাম
একটি টাকা ভাঙাবার চালা
একটি সিম কার্ডের ঝোপড়া
একটি বিশ্রামাগার
আর বাংলায় প্রশ্ন করা রক্ষী
আপনার কোন আত্মীয় আছে নাকি এখানে?
এখানে আপনার কোন বাড়িঘর?
বছরে তিনবার কেন এলেন আপা?
হাজার বছরের মাটি বাড়িঘর ফেলে
সাতচল্লিশে বাচ্চাকাচ্চা যুবক স্বামী
আর সামান্য সম্বল নিয়ে
লতিকা গুহর মতো অজস্র দিদিমা ঠাকুমা
আমাদের দিয়ে গেছে নতুন ঠিকানা,
বিনিময়ে মুড়ি বেচা, অভাবের গোয়ালে
গোরুর মতো গতরখানিই যেন ভেলা
রক্ষীকে কে বোঝাবে ওই জোনাক জ্বলা
'নো ম্যানস ল্যান্ড', ওই কর্তিত রেলপথ
ওই ধান কাটা খেত পেরোতে
আমার, আমাদের কত রৌদ্র জ্বলা দিন
কত প্যাঁচার ডাক মুছে নিতে হয়েছিল

ঘ

অশনি শঙ্কিত ছিল কী?
অন্তত বুঝিনি তখনও
বিপাশা হায়াতের জন্য
কবিতা লিখছিলেন নিত্য মালাকার
রূপা গাঙ্গুলির জন্যে জনৈক মুস্তাফা সাহেব
অবরে সবরে দেশের বাড়ি
ফেলে আসা পানির ডিবে
নারিকেল গাছগুলি
খিড়কি পুকুরে ডুব
সন্ধ্যার আঁধারে পাছ দুয়ারে
মৃদু হুমকির জন্য
হতাশা ছিল মাত্র,
দেশ ফিকে হয়ে গিয়েছিল কবেই!
বদলে বধ্যভূমি থেকে উঠেছিল এক বন্ধু ভূমি,
তার আজিজ সুপার মার্কেটের বই ঘর
বেইলি রোডের নাট্য মাখামাখি আলোকমালা,
আহসান মঞ্জিলের ছায়া ঝুঁকে থাকা বুড়িগঙ্গা
আর সোনারগাঁওয়ের দিকে ছুটে চলা
ঈশা খাঁর ঘোড়া-
স্মৃতি কাতরতা নয়,
মনে হবে এইসব ছিল না কোথাও
পি. সি সরকারের তুড়িতে
যেভাবে মঞ্চ থেকে উধাও হয়ে যেত
আস্ত এক ট্রেন

ঙ

সারারাত ভেসেছে লঞ্চ
ভোঁ দিয়েছে যেমন গল্পে লেখা থাকে,
যেমনটা হয় সিনেমায় তেমনই-
খোলা ডেকের উপর সার্চলাইটের আলো
আরেকবার পিছলে চলে যাচ্ছে কালো ফেনা স্রোতে
দু-ডানা ছড়িয়ে উড়ন্ত বাজ
টাইটানিকের কেট আর লিওনার্দোর মতো
ভেবে নিচ্ছিলে এই শেষ,
এবারেই পেয়ে যাবে ধানসিঁড়ির লুপ্ত পথ
জীবনানন্দের অন্ধকার ছায়া ঢাকা বাড়ি,
ঢাকা রিকশার ভেতর বৃষ্টি ফোঁটার শিহরন যেন
অসমাপ্ত চুমুর মতো চির জাগরূক
তখনও জানোনি এইসব মায়া স্মৃতি গল্প গাঁথা
অবিকল টাইটানিকের মতো ডুবে যাবে একদিন

চ

অমল ধবল পাল নিয়ে যে ডিঙা ভেসে যায়
যে নোনা জল দু-দেশে প্রভেদ রাখেনি,
অতর্কিতে বাঘিনী পেরোয় সীমান্ত মেশামিশি খাঁড়ি
ট্রলার একই জলকে ভাবে নিজের
অমাবস্যা বা পূর্ণিমার রাত একই ঘন তমসা ও তীব্র ছটার,
এতদিন পর কাঁটাতার আর শরীরে নয়
মনের ভিতর
দাঁত নখ খুলি উপড়ে
খুবলে নেওয়ার জন্য লালা ফেলছে,
ভুঁই আমলা, আকন্দ, বাসকঝাড় খোঁজা
কবরেজ মশাই আর হেকিম সাহেব
গোরস্থান আর শ্মশানে উবু হয়ে বসে
নাতিপুতিদের মুখামি দেখছেন,
ফালতু মরে যাওয়ার আগেই ইন্তেকাল হল বলে
হাঁফ ছেড়ে বাঁচছেন খুব

ছ

আশ্চর্য এই,
তোমার সঙ্গে এবারে দেখা হচ্ছে জঙ্গের ময়দানে,
তুমি ভাপা পিঠে
জেমস-এর গান
রুনা লায়লা আর বেদের মেয়ে জোসনা
আমি কলেজ স্ট্রিট,
তিতাস একটি নদীর নাম,
আর সেলিম চিশতির দরগা
অথচ আজ আমাদের দেখা হচ্ছে
পলাশীর কুটিল ময়দানে
সিরাজকে ছেড়ে
মিরজাফর চলে যাচ্ছে ক্লাইভের পেটে,
পোহালে শর্বরী
তাকেই বেচে দেবে বণিকের হাটে,
এসব জেনেবুঝে
সীমান্ত বরাবর মহড়া চলছে
বাড়ছে ঢাক দুন্দুভি মশক সঙ্গীতও!
যে গাথা ছিল যমুনার
যা ছিল রমনার
বিসর্জন ঘটছে আজ
জঙ্গ-এর সাঁজোয়া ময়দানে

দেবাঙ্গনে দেবার্চনা

লাউ সেনের স্মৃতির লোকেশ্বর মন্দির

পূর্বা সেনগুপ্ত

আজ আমরা চলেছি মেদিনীপুর জেলার ময়নাগড়ে। যাকে কেল্লা ময়নাচৌরাও বলা হয়। পূর্ব মেদিনীপুরের ময়না অতি সমৃদ্ধ প্রাচীন এক জনপদ। সেই স্থানের আনাচকানাচেতে জড়িয়ে রয়েছে এক সুপ্রাচীন ঐতিহ্য।

গল্পকাহিনীতে সেই সব রাজবাড়ি আমাদের মনকে শিহরিত করেছে, যে রাজমহলের চারদিকে পরিখা, সেই পরিখায় বাস করে বিরাট বিরাট কুমির। না, আজকে আমরা যে পরিখার কথা বলব, সেখানে হিংস্র জন্তুর বাস ছিল কি না জানা নেই। তবে এটি রাজমহলের থেকেও গড় রূপে বেশি চিহ্নিত। আর এই গড়কে বেষ্টন করে রয়েছে একটি নয়, পরপর দুটি পরিখা।

কালীদহ আর মাকড়দহ। এখনও দ্বীপের মধ্যে দ্বীপ। এই অঞ্চলটিতে এসে কেল্লায় ঢুকতে গেলে জলযান নৌকা ছাড়া গতি নেই। ঘাটের কাছে বাঁধা নৌকা আপনাকে পৌঁছে দেবে মূল গড় এলাকায়। গড়ের কাছাকাছি এসে বুঝতেই পারা যাবে কত পরিকল্পনা নিয়ে তৈরি এই দুর্গ। চারিদিক বাঁশ গাছ এমনভাবে লাগানো হয়েছে, সেই ঝুপসি বাঁশের ঝাড় ভেদ করে শত্রুর একটা তিরও প্রবেশ করতে পারবে না। শোনা যায় মারাঠা বর্গিদের আক্রমণে যখন বঙ্গের সমস্ত রাজন্যবর্গ ভীত ও সন্ত্রস্ত, তখন নির্ভয়ে ময়নাগড়ের রাজা বাস করতেন নিজের গড়ে। অনেক রাজবাড়ি ক্ষতিগ্রস্ত হলেও এই ময়নাগড় এতটুকু ক্ষতিগ্রস্ত হয়নি।

এই ঐতিহ্যপূর্ণ গড়ের ইতিহাসের সঙ্গে দেবভাবনা বা দেবতার অস্তিত্বের কী সম্বন্ধ? সমাজ ও সামাজিকতা বাইরের আবরণ, যা পরিচালিত হয় ধর্মভাবনার মধ্য দিয়ে। সমাজের বিগ্রহ রচিত হয় ধর্মের চালচিত্রকে কখনও পিছনে রেখে, কখনও বা অনুসরণ করে। সমাজবিজ্ঞানের এ তত্ত্ব যে কতখানি সত্য তা আমরা ময়নাগড়ের ধর্মীয় ইতিহাসকে অন্বেষণ করলে জানতে পারব। এই রাজগড়ে একজন নয়, তিনটি রাজবংশ রাজত্ব করেছেন। দেবতাও প্রতিষ্ঠিত হয়েছে একাধিক। এর মধ্যে দুটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বিগ্রহ।

আমরা আজ প্রথম বিগ্রহটির আলোচনা করব। কেন আমরা ময়নাগড়ের দেববিগ্রহের আলোচনাকে দু'ভাগে বিভক্ত করলাম, তা আমরা এই গড়ের ধর্মেতিহাসের মধ্য দিয়ে অতিক্রম করলেই বুঝতে পারব।

এক-একটি ধর্মভাবনা গড়ে ওঠে, মিশ্রিত হয়, প্রচারিত হয়। আবার ক্ষীণ স্রোতে প্রবাহিত হয় বিভিন্ন পর্যায়ে। এই প্রত্যেকটি পর্যায়ই সমাজের বুকে চিরস্থায়ীভাবে দাগ রেখে যায়। ময়নাগড়ের ইতিহাসে এইরকমই দু'তিনটি প্রবাহের চিহ্ন অঙ্কিত রয়েছে। বৌদ্ধধর্মের ক্ষয়িষ্ণু ধারা তখন ধর্মপুজোয় পর্যবসিত হয়ে ধর্মঠাকুরের রূপ নিয়েছে। সেই ধর্মঠাকুরের মধ্যে স্পষ্টভাবে মূর্ত রয়েছে বৌদ্ধধর্মের বৈশিষ্ট্যগুলি। এই ধর্মঠাকুরের সমাজে প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে শৈবধারার বিরোধ, শাক্তধারার উন্নাসিকতা, ব্রাহ্মণ্যধর্মের বিরোধিতা সবই যেন স্পষ্ট।

সর্বোপরি এই ময়নাগড়ের প্রথম রাজা, আজও কেল্লার ভিতর যাঁর ভগ্ন রাজমহলের দেখা মেলে, তিনি হলেন লাউ সেন। বাংলার ধর্মমঙ্গলকাব্যের প্রধান চরিত্র হলেন লাউ সেন। মঙ্গলকাব্যের মধ্যে একমাত্র ধর্মমঙ্গলকাব্যের মধ্যেই ইতিহাসের সঙ্গে সামঞ্জস্য মেলে। সেই ইতিহাস আর মঙ্গলকাব্যের মধ্য দিয়ে আমরা আলোচনার তরী বেয়ে এগিয়ে যাব লাউ সেন প্রতিষ্ঠিত বিগ্রহের দিকে।

ব্রাহ্মণ্য হিন্দুধর্মের মাধ্যমে বৌদ্ধধর্ম যখন নির্যাতিত হচ্ছে, তখন তারা সমাজের অন্তজ ডোম শ্রেণির ধর্মঠাকুরের মধ্যে নিজেদের অস্তিত্ব মিশিয়ে আশ্রয়লাভ করে। লাউ সেন ধর্মদেবতার বরপুত্র। ময়নাগড়ের মধ্যে রয়েছে লাউ সেনের প্রতিষ্ঠিত রঙ্কিণী দেবী বা বৌদ্ধ তারা মূর্তি। তার সঙ্গে পাতালবাসী নৌকেশ্বর বা লোকেশ্বর শিব। এই লোকেশ্বর শিবও বৌদ্ধ ভাবনার অত্যন্ত ঘনিষ্ঠ প্রভাব নিয়ে গড়ে উঠেছে।

পরবর্তীকালে এই গড় শাসন করেন হুই বংশের শাসকরা। তাঁরা ছিলেন জলদস্যু, এমন ইতিহাসে পাওয়া যায়। তাঁদের প্রতিষ্ঠিত কোনও দেবতা বা দেবীর খোঁজ এই গড়ের মধ্যে পাওয়া যায় না। কিন্তু পরবর্তীকালে বালিসীতা অঞ্চল বা আধুনিক সবং অঞ্চলের ভূস্বামী বাহুবলীন্দ্র বংশ এই গড় অধিকার করে রাজা হয়ে শাসন করতে থাকেন। তাঁদের প্রতিষ্ঠিত শ্যামসুন্দর বিগ্রহ স্থানীয় অঞ্চলে অত্যন্ত মান্যতা লাভ করেছে বহুকাল ধরে। ময়নাগড়ের ভিতরে রয়েছে লাউ সেনের ভাঙা কেল্লা, তার সঙ্গেই আছে বাহুবলীন্দ্রদের পরবর্তীকালের গড়ে তোলা বিরাট রাজবাড়ি।

এই দুই রাজবংশ সম্বন্ধে বলা হয়েছে, 'দুই বংশের স্ট্যাটাস অদ্ভুতভাবে বিপরীতমুখী– স্বাধীন রাজা থেকে লাউ সেনের পিতা কর্ণ সেন পর্যবসিত হন গৌড়েশ্বর–এর অধীনস্থ সামন্ত রাজায় আর উৎকলরাজের অধীনস্থ সামন্ত রাজা থেকে বাহুবলীন্দ্ররা উত্তীর্ণ হন স্বাধীন রাজায়।'

আমরা ধর্মমঙ্গলের লাউ সেনের কাহিনী দিয়ে আলোচনা শুরু করব। কারণ, এই দেবাঙ্গনে দেবার্চনার আলোচনায় আমরা বহুবার লাউ সেন, ইছাই ঘোষ ইত্যাদির নাম পেয়েছি। এর ফলে বাংলার প্রাচীন ইতিহাস সম্বন্ধে আমরা জানতে পারব এবং গৃহদেবতার সঙ্গে এই ইতিহাসের কী সম্পর্ক, তা নিরূপণ করতে সক্ষম হব।

ধর্মমঙ্গলের মূল হচ্ছে ধর্মের পুজো। রামাই পণ্ডিত ছিলেন ধর্মপুজোর প্রথম পুরোহিত, পণ্ডিত বা রাঢ় বাংলার ভাষায় 'পড়িত'। রামাই পণ্ডিত ও রাজা হরিশ্চন্দ্রের কথাকে সরিয়ে রেখে আমরা গৌড়ে চলে যাব। সেখানে তখন রাজত্ব করছেন রাজা ধর্মপাল। তিনি ছিলেন হিন্দু ব্রাহ্মণ্যধর্মের প্রতিভূ। কিন্তু তাঁর শ্যালক মহামদ পাত্র ছিলেন শৈব এবং অত্যন্ত অত্যাচারী। তিনি সোম ঘোষ নামে এক ব্যক্তিকে প্রচণ্ড অত্যাচার করে কারারুদ্ধ করেছিলেন। রাজা ধর্মপাল একথা জানতে পেরে সোম ঘোষকে মুক্ত করে ত্রিষষ্ঠীগড়ের রাজা কর্ণ সেনের কাছে পাঠিয়ে দিলেন। পাঠালেন তাঁর তত্ত্বাবধায়কের কাজে।

সোম ঘোষের পুত্রের নাম ইছাই ঘোষ। এই ইছাই ঘোষ ছিলেন দেবীভক্ত। পরম শাক্ত, তিনি দেবী শ্যামরূপার আরাধনা করেছিলেন। গড়জঙ্গলে এই দেবী শ্যামরূপার কথা আমরা রাজা কল্যাণেশ্বরের আলোচনায় উল্লেখ করেছিলাম। এই ইছাই ঘোষ শুধু মাতৃভক্ত ছিলেন না, তিনি মায়ের অনুকম্পা লাভ করেছিলেন। ইছাই ঘোষ দেবী কৃপায় বলবান হয়ে সামন্তরাজ কর্ণ সেনের সঙ্গে যুদ্ধে লিপ্ত হলেন। তাঁকে পরাজিত করে তাড়িয়ে দিয়ে সামন্ত হলেন।

গৌড়ের রাজা ধর্ম পালকে কর প্রদানেও অস্বীকার করলেন। গৌড়ের রাজা ধর্ম পাল এই কারণে ইছাই ঘোষের উদ্দেশ্যে যুদ্ধ ঘোষণা করলেন। এবার তাঁর সঙ্গে যুক্ত হলেন কর্ণ সেন। ইছাই ঘোষের কাছে দুর্ব্যবহার লাভ করে তাঁর উপর ক্রুদ্ধ হয়ে ছিলেন কর্ণ সেন। এই যুদ্ধে কর্ণ সেন ও ধর্ম পাল শুধু পরাজিত হলেন না, উপরন্তু কর্ণ সেন প্রচণ্ড ক্ষতির সম্মুখীন হলেন। কারণ যুদ্ধে তাঁর ছয়টি পুত্রের মৃত্যু হল। পুত্রবধূরা তাঁদের স্বামীর সঙ্গে সহমৃতা হলেন। কর্ণ সেনের রাজ্ঞী এই দুঃখ সহ্য করতে না পেরে আত্মহত্যা করলেন।

সবকিছু হারিয়ে কর্ণ সেন যখন প্রায় উন্মাদপ্রায়, তখন ধর্ম পাল তাঁর শ্যালিকা রঞ্জাবতীর সঙ্গে কর্ণ সেনের বিবাহ দিয়ে দিলেন। এখানে আমরা একটি গ্রন্থের কিছু অংশ তুলে ধরে ঘটনাটি আরও স্পষ্ট করার চেষ্টা করব এবং আমরা দেখব, কর্ণ সেনের সঙ্গে ময়নাগড়ের সম্পর্ক কেমন করে যুক্ত হল। বাহুবলীন্দ্র পরিবারে সদস্য কৌশিক বাহুবলীন্দ্র রচিত 'কিল্লা ময়নাচৌরা' গ্রন্থে লেখক বলছেন, 'গৌড়েশ্বরের মন্ত্রীর নাম ছিল মহামদ পাত্র, যাঁর চক্রান্তে সোম ঘোষ নামে তাঁর এক অনুগত বিশ্বস্ত প্রজা কারাগারে বন্দি হন। এতে গৌড়েশ্বর ক্রুদ্ধ হয়ে মহামদকে প্রচুর ভর্ৎসনা করেন ও সোম ঘোষকে তাঁর হাতির পিঠে চড়ে শিকার অভিযানে সঙ্গী করে নেন। উভয়ের মধ্যে গাঢ় বন্ধুত্ব গড়ে উঠলে রাজপাট, একটি ঘোড়া এ একশো দেহরক্ষী সৈন্য সহ সোম ঘোষ কর্ণ সেনের ওপর তত্ত্বাবধায়ক নিযুক্ত হন। সোম ঘোষের পুত্র ইছাই ঘোষ দেবী শ্যামরূপার বরে শক্তিশালী হয়ে কর্ণ সেনকে যুদ্ধে পরাজিত ও তাঁর ছয় পুত্রকে বিনাশ করেন এবং তার রাজ্য অধিকার করেন। অন্য মতে, দক্ষিণ ভারতের কাঞ্চি প্রদেশের প্রসিদ্ধ পল্লববংশীয় গোপরাজগণের সেনাপতি ইছাই ঘোষ সসৈন্যে দক্ষিণবঙ্গে এসে বসতি বিস্তার করেন। পুত্রশোকাতুর কর্ণসেন-মহিষী বিষপানে আত্মহত্যা করেন। তখন গৌড়েশ্বর কর্ণ সেনকে দক্ষিণবঙ্গের অংশবিশেষ (ময়নামণ্ডল) রাজত্ব দেন। তথায় তিনি আগমন করেন কংসাবতীর শাখানদী কালিন্দীর জলপথে। কর্ণ সেনের নতুন রাজধানী কর্ণগড় যা পরে ময়নাগড় নামে বিখ্যাত হয়। (ভ্রান্তিবিজয় লাউ সেনের কীর্তি, পৃঃ৩৩৮)

কর্ণ সেনের দ্বিতীয় বিবাহ নিয়েই ঘটল এক দুঃখজনক ঘটনা। কারণ কর্ণ সেন যখন রঞ্জাবতীকে বিবাহ করলেন, তখন তিনি বৃদ্ধ। আর এই বিবাহে রঞ্জাবতীর দাদা বা ভ্রাতা মহামদের একেবারেই সম্মতি ছিল না। ধর্মপাল মহামদকে এই সময় অন্যত্র ব্যস্ত রেখে, সরিয়ে রেখেছিলেন। এই অবসরে কর্ণ সেনের বিবাহ হল। কিন্তু সরিয়ে রাখা কতদিন সম্ভব? তিনি গৌড়ে ফিরে এসে যখনই শুনলেন রঞ্জাবতীর বিবাহ হয়েছে কর্ণ সেনের সঙ্গে, তখন ক্ষোভে দুঃখে বললেন, 'রঞ্জাবতীর মুখদর্শন করব না কখনও।'

নৌকেশ্বর শিব। আর ইনসেটে দেবী রঙ্কিণী।

পর্ব - ২৯

কিছুদিন অতিবাহিত হল। রঞ্জাবতীর ইচ্ছা হয় ভাই মহামদের সঙ্গে দেখা করতে। তিনি কর্ণ সেনকে বারবার নিজের ইচ্ছার কথা জানাতে থাকেন। নিরূপায় হয়ে কর্ণ সেন তখন রঞ্জাবতীকে নিয়ে ময়নাগড় থেকে গৌড়ের দিকে যাত্রা করলেন। গৌড়ে গিয়ে কিন্তু রঞ্জাবতী মহামদের কাছে প্রচণ্ড অপমানিত হলেন। মহামদ তীব্র শ্লেষ নিয়ে বলে উঠলেন, 'বৃদ্ধ সামন্তকে সমাদরে বিয়ে করেছ! এখনও সন্তানের জন্মদানে সক্ষম হওনি! অপুত্রক কোথাকার।'

মহামদের কাছে এই কটুকথা শুনে মনে ব্যথা পেলেন রঞ্জাবতী। ধর্মমঙ্গলকাব্য অনুসারে রঞ্জাবতী চিরদিনই ধর্মঠাকুরের ভক্ত ছিলেন। ভ্রাতার কাছে শোনা অপুত্রক শব্দটি তিনি কিছুতেই সহ্য করতে পারলেন না, তিনি ধর্মঠাকুরের 'শালে ভর' দিয়ে তপস্যা করলেন।

এই 'শালে ভর' কথাটির সঠিক প্রক্রিয়া এখন আর স্পষ্ট নয়। কাহিনী বলে, ধর্মঠাকুর তখন কৃপা করে রঞ্জাবতীকে এক পুত্রসন্তান দান করলেন। এই পুত্রই হলেন লাউ সেন।

গ্রন্থের অনুসরণে ঘটনাকে আরও স্পষ্ট করা যাক। সেখানে বলা হচ্ছে, 'কর্ণ সেনের দ্বিতীয় ধর্মপত্নী রঞ্জাবতী রামাই পণ্ডিতের উপদেশ বা পৌরোহিত্যে নিরঞ্জনধর্মের সেবিকা ছিলেন। ধর্মের বরে শালে ভর দিয়ে তপস্যা করে রানি লাউ সেন বা লব সেনকে পুত্ররূপে লাভ করেন। যিনি মঙ্গলকাব্যে লাল্বাদিত্য নামেও খ্যাত।'

মঙ্গলকাব্য অনুসারে, রঞ্জাবতী ছিলেন স্বর্গের নর্তকী জাম্ববতী। তিনি ধর্মের পুজো প্রচলন করবেন বলেই মর্ত্যে নেমে এসেছিলেন। লাউ সেনের পর রঞ্জাবতীর কর্পূর সেন নামেও একটি পুত্রসন্তান জন্মগ্রহণ করে।

ইতিহাস বলে, লাউ সেন অজয় নদীর তীরে ঢেকুর গড়ে ইছাই ঘোষকে নিহত করে পিতৃরাজ্য উদ্ধার করেন। সম্রাট অশোকের কলিঙ্গ বিজয়ের পর গঙ্গারাঢ়ী রাজগণের পতন হয়। তারা অশোকের বশ্যতা স্বীকার করে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রাজ্যের রাজা হয়ে দিন অতিবাহিত করতে থাকেন। এই সময় সিমলাগড়, বর্তমানে হুগলি জেলার হরিপালের রাজা ছিলেন হরি পাল। তাঁর পিতা কুল পাল চন্দননগরের রাজা ছিলেন। হরি পালের কন্যা কানাড়ার সঙ্গে যুদ্ধে পরাজিত হয়ে পূর্বশর্ত অনুযায়ী তাঁকে বিবাহ করেন লাউ সেন। এই কানাড়া ছিলেন অত্যন্ত বীর এবং নিপুণ যোদ্ধা।

গৌড়ের রাজার কুচক্রী মন্ত্রী মহামদ কিন্তু রঞ্জাবতীর দুই পুত্রের খোঁজখবর রাখতেন। লাউ সেন ও তার ভাই কর্পূর সেন গৌড়ে গেলে মহামদ নানাভাবে তাঁদের ক্ষতি করার চেষ্টায় থাকেন। কানাড়ার সঙ্গে বিবাহ হওয়ার পর মহামদ গৌড়ের তৎকালীন রাজা তৃতীয় বিগ্রহপালকে বলেন, আপনার অনুগত লাউ সেনকে দিয়ে সাম্রাজ্যের অমঙ্গল দূরীকরণের জন্য পশ্চিম দিকে সূর্যোদয় ঘটান। লাউ সেন যদি তা পারে তবে সর্বদিকে শুভ।

বিগ্রহ পাল তখন লাউ সেনকে সেই আদেশই দিলেন। লাউ সেন তৎকালের কালনীগঙ্গা বর্তমানের কংসাবতী নদীর জলপথ ধরে রামাই পণ্ডিতের বসস্থান ও সাধন ক্ষেত্র বাঁকুড়া জেলার ময়নাপুরে হাকন্দ নদীর তীরে ধর্মের নামে কঠোর তপস্যা করতে গেলেন। এই অবসরে মাতুল মহামদ ময়নাগড় আক্রমণ করেন। মহামদের নিগূঢ় ইচ্ছাই ছিল ময়নাগড়কে কবজা করা। গ্রন্থে বর্ণনা করা হয়েছে, 'গড় থেকে ৮/৯ মাইল দূরে পিংলা থানার অন্তর্গত এক বিস্তৃত প্রান্তর হল পদিমার বিল যা ঐ সময় স্থলপথে ময়নার একমাত্র প্রবেশদ্বারও বটে। সেই প্রান্তরে মহামদের সঙ্গে ময়না রক্ষীবাহিনীর তুমুল সংগ্রাম হয়। অনুমান, ঐ সময় ময়না বৌদ্ধদের বড় ঘাঁটি হিসেবে গড়ে উঠে। উল্টোদিকে মহামদ ছিলেন গোঁড়া ব্রাহ্মণ। ঘনরামের কাব্য থেকে জান যায়, লাউ সেনের কনিষ্ঠা পত্নী কানাড়া দেবী বীরসাজে সজ্জিত হয়ে অশ্বারোহণে পুররক্ষক সৈন্য পরিচালনা ও অলৌকিক শৌর্য–বীর্য প্রদর্শনপূর্বক যুদ্ধে জয়লাভ করেন।... বীরবর লাউ সেন বীরভূম থেকে তমলুকের নিকটবর্তী ময়না পর্যন্ত বিস্তৃত রাজ্যের অধিপতি ছিলেন। রাজধানী ময়নাগড়ে এখনও লাউ সেনের কীর্তিচিহ্ন রয়েছে। যেমন, রঙ্কিণী নামে কালীমূর্তি ও লোকেশ্বর নামে শিব লাউ সেনের পূজিত ও প্রতিষ্ঠিত।'

লোকেশ্বর শিবের পূর্বমুখী ইটের তৈরি আটচালা ধরনের মন্দির। আটচালাটি একটি দালানের মাধ্যমে বেষ্টিত। সেই দালানটিকে প্রদক্ষিণ করার সময় মন্দির গাত্রে উৎকীর্ণ টেরাকোটার কাজগুলি স্পষ্ট দেখা যায়। এই টেরাকোটাকে অনেক নৌকারোহীর সমাবেশ। এ প্রসঙ্গে বিশেষজ্ঞ কৌশিক গঙ্গোপাধ্যায় বলেছেন, 'লোকেশ্বর শিব মন্দিরের টেরাকোটা শিল্পকর্মে নৌকারোহীরা সবাই বিদেশি, সম্ভবত পর্তুগিজ। একাধিক তলবিশিষ্ট একটি নৌকায় কামান দাগার জন্য গর্ত রয়েছে, যা থেকে প্রমাণ হয়, এই নৌকা সমুদ্রগামী ছোটখাটো জাহাজ। দেশীয় নদনদীতে স্থানীয় জেলেরা যে নৌকা ব্যবহার করেন, তা নয়।

অন্য একটি নৌকায় কতিপয় আরোহীদের মুখে দাড়ি ও পরণে পাজামা। বড় বড় ঢেউ কেটে এগিয়ে যাওয়ার জন্য এগুলোর সম্মুখভাগ উঁচু। নীলকণ্ঠ শিব নৌকেশ্বর নামেও স্বীকৃত। অর্থাৎ যিনি নৌকাসমূহের অধিপতি দেবতা লোকেশ্বর। বা লোকেশ্বর হয়তো নৌকেশ্বর এর অপভ্রংশ। উল্লেখ্য, তাম্রলিপ্ত বন্দরের পতনের কয়েক শতাব্দী পর অর্থাৎ ঔপনিবেশিক আমলের প্রথম দিকে মেদিনীপুর জেলার উপকূল বরাবর পর্তুগিজদের ঘনঘন যাতায়াতের ফলে ওই অঞ্চলগুলিতে ফের ব্যবসা বাণিজ্যের একাধিক কেন্দ্র গড়ে ওঠে।'

প্রাচীন তাম্রলিপ্ত বন্দর ময়নাগড়ের থেকে খুব বেশি দূরে নয়। উপরন্তু এই শহর ছিল বৌদ্ধধর্ম প্রচারে বিশেষ উল্লেখযোগ্য। এই তাম্রলিপ্তই আবার একান্নপীঠের একটি পীঠস্থান। দেবীমাহাত্ম্যে উজ্জ্বল। ময়নাগড়ের এই লোকেশ্বর মাটি থেকে প্রায় পনোরো ফুট নীচে অবস্থিত। সেখান থেকে একটি সুরঙ্গ নদীপথের দিকে চলে গিয়েছে বলেও মনে করা হয়। আজও নদীতে জলোচ্ছ্বাস হলে এই ভূগর্ভস্থ শিবলিঙ্গের গোলাকার গৌরীপট্টের চারদিক জলে ভরে ওঠে।

চারদিকে বন্যা হলে মন্দির জলে মগ্ন হয়। সেই মন্দিরেই শিবের পিছনের দিকে কুলুঙ্গিতে রাখা আছে রঙ্কিণী দেবী। আকৃতি দেখে তাঁকে বৌদ্ধদেবী রূপে চিহ্নিত করা খুব কঠিন নয়। শিবের সঙ্গে দেবীও সমভাবে পূজিতা হন।

(ছবি ও তথ্য প্রদানে সহায়তা স্বপন দলুই)

কালীদহ আর মাকড়দহ। এখনও দ্বীপের মধ্যে দ্বীপ। এই অঞ্চলটিতে এসে কেল্লায় ঢুকতে গেলে জলযান নৌকা ছাড়া গতি নেই। ঘাটের কাছে বাঁধা নৌকা আপনাকে পৌঁছে দেবে মূল গড় এলাকায়। গড়ের কাছাকাছি এসে বুঝতেই পারা যাবে কত পরিকল্পনা নিয়ে তৈরি এই দুর্গ। চারিদিক বাঁশ গাছ এমনভাবে লাগানো হয়েছে, সেই ঝুপসি বাঁশের ঝাড় ভেদ করে শত্রুর একটা তিরও প্রবেশ করতে পারবে না।

মধ্যবিত্তের জন্য সুখবর শোনাতে পারেন নির্মলা

কৌশিক রায়
(বিশিষ্ট ফিন্যান্সিয়াল অ্যাডভাইজার)

মাঝে আর মাত্র কয়েকদিন। আগামী মাসের প্রথম দিনেই সংসদে বাজেট পেশ করবেন কেন্দ্রীয় অর্থমন্ত্রী নির্মলা সীতারামন। বিগত বছরগুলির তুলনায় এবার বাজেট তাঁর কাছে অনেক বেশি চ্যালেঞ্জিং হতে যাচ্ছে। চড়া মূল্যবৃদ্ধির হার, বৃদ্ধির হার কমে যাওয়া, বিশ্বজুড়ে অস্থির অর্থনীতি ইত্যাদি একাধিক বিষয় মোকাবিলায় মঞ্চ তৈরি করতে হবে নির্মলাকে। বহু প্রত্যাশা নিয়েই তাই এবার বাজেটের দিকে তাকিয়ে রয়েছেন আমজনতা থেকে শিল্প মহল।

■ ব্যক্তিগত আয়করে ছাড় বৃদ্ধি

এবারের বাজেটে কর ছাড়ের ঊর্ধ্বসীমা বাড়িয়ে দেশের মধ্যবিত্ত শ্রেণির জন্য বড় সুখবর শোনাতে পারেন কেন্দ্রীয় অর্থমন্ত্রী। বর্তমানে দেশে দুই ধরনের কর কাঠামো চালু রয়েছে। পুরোনো কর কাঠামোয় বার্ষিক আয় ২.৫ লক্ষ এবং নতুন কর কাঠামোয় ৩.০ লক্ষ টাকা পর্যন্ত আয়ে কোনও কর দিতে হয় না। এর ওপর রয়েছে স্ট্যান্ডার্ড ডিডাকশন। পুরোনো কর কাঠামোয় বিমা, স্বল্প সঞ্চয়, স্বাস্থ্যবিমা, সন্তানের পড়াশোনা সহ একাধিক খরচে আয়কর ছাড় পাওয়া যায়। নয়া কর কাঠামোয় অবশ্য এই ধরনের ছাড় নেই।

আয়কর দপ্তরের পরিসংখ্যান অনুযায়ী দেশের করদাতাদের প্রায় ৭০ শতাংশই এখন নয়া কর কাঠামোয় কর দেন। এই সংখ্যা লাগাতার বাড়ছে। এর পাশাপাশি কেন্দ্রীয় সরকারের লক্ষ্য সবাইকে এই কাঠামোয় নিয়ে আসা। অন্যদিকে মূল্যবৃদ্ধির হার এখনও নিয়ন্ত্রণে না আসা এবং বৃদ্ধির হার কমে যাওয়ার মোকাবিলায় আমজনতার ক্রয়ক্ষমতা বাড়ানোও অগ্রাধিকার পাবে। তাই এবার নয়া কর কাঠামোয় কর ছাড়ের ঊর্ধ্বসীমা বাড়ানো হতে পারে।

নয়া কর কাঠামোয় কর ছাড়ের ঊর্ধ্বসীমা ন্যূনতম ১ লক্ষ টাকা আরও বাড়ানো হতে পারে বলে মনে করা হচ্ছে। এতে বার্ষিক ১৫ লক্ষ টাকা পর্যন্ত আয়ের মানুষদের কম কর দিতে হবে। এর পাশাপাশি স্ট্যান্ডার্ড ডিডাকশনও ১ লক্ষ টাকা করা হতে পারে বলে মনে করা হচ্ছে।

■ প্রবীণ নাগরিকদের প্রত্যাশা

আয়করে বাড়তি ছাড় দেওয়ার পাশাপাশি দেশের প্রবীণ নাগরিকদের কেন্দ্রীয় অর্থমন্ত্রীর কাছে প্রত্যাশা হল, তাঁদের জন্য স্ট্যান্ডার্ড ডিডাকশন বাড়িয়ে ২ লক্ষ টাকা করা হোক। এর পাশাপাশি বিভিন্ন সরকারি প্রকল্প এবং ব্যাংকের স্কিমে তাঁদের জন্য বাড়তি সুবিধা দেওয়ার আশা করছেন তাঁরা। আইটি রিটার্ন জমা দেওয়ার পদ্ধতি আরও সরলীকরণ, স্বাস্থ্যবিমায় ছাড় সহ একাধিক দাবি রয়েছে দেশের প্রবীণ আমজনতার।

■ কর্মসংস্থান

দেশে কর্মসংস্থান বাড়াতে কেন্দ্রীয় অর্থমন্ত্রী বাজেটে কী প্রস্তাব দেন সেদিকেও নজর থাকবে সবার। ইতিমধ্যেই কর্মসংস্থান বৃদ্ধির লক্ষ্যে সাত দফা দাবি পেশ করেছে শিল্প মহল। এই দাবিগুলির মধ্যে অন্যতম হল - ক) কর্মসংস্থানের একটিই কেন্দ্রীয় পোর্টাল চালু করা, খ) যেসব প্রতিষ্ঠান বেশি কর্মী নিয়োগ করবে তাদের ভরতুকি দেওয়া, গ) পরিকাঠামো নির্মাণ, বস্ত্র, পর্যটনের মতো শ্রমনির্ভর শিল্পকে বাড়তি সুবিধা দেওয়া, ঘ) বিদেশে চাকরিতে জোর, ঙ)মহিলাদের কর্মসংস্থানে জোর ইত্যাদি। দেশের অর্থনীতিকে ফের বৃদ্ধির ট্র্যাকে ফেরাতে কর্মসংস্থান বৃদ্ধি নিয়ে তাই বড় ঘোষণা থাকতে পারে এবারের বাজেটে।

■ জ্বালানির ওপর শুল্ক হ্রাস

চড়া দাম কমাতে জ্বালানি তেল ও গ্যাসকে জিএসটির আওতায় আনার দাবি দীর্ঘদিনের। এই বিষয়ে এখনও কোনও ইতিবাচক সিদ্ধান্ত নিতে পারেনি জিএসটি কাউন্সিল। এমন আবহে জ্বালানির দাম কমাতে শুল্ক কমানোর পক্ষে সওয়াল করছে বিভিন্ন মহল। আন্তর্জাতিক রাজনীতির টানাপোড়েনে ইতিমধ্যেই ঊর্ধ্বমুখী হতে শুরু করেছে অশোধিত তেলের দাম। তাই জ্বালানির দাম কমানো কেন্দ্রীয় সরকারের কাছেও অগ্রাধিকার পাবে। জ্বালানির দাম কমিয়ে আমজনতাকে সুরাহা দেওয়া হবে, এই প্রত্যাশা তাই ক্রমশ ঊর্ধ্বমুখী হচ্ছে।

■ গ্রামীণ খরচ এবং খাদ্য নিরাপত্তা

গ্রামীণ এলাকার অর্থনীতিতে অন্যতম বড় ভূমিকা রয়েছে এমজিএনআরইজিএস এবং পিএম কিষান প্রকল্পের। প্রথম প্রকল্পে দৈনিক মজুরি ২৬৭ টাকা থেকে বাড়িয়ে ৩৭৫ টাকা করার প্রস্তাব রয়েছে। পিএম কিষান প্রকল্পেও ভাতা ৬০০০ থেকে বাড়িয়ে ৮০০০ টাকা করার প্রস্তাব রয়েছে। এই দুই প্রস্তাব রূপায়িত হলে চাঙ্গা হবে গ্রামীণ অর্থনীতি, যা সার্বিকভাবে দেশের অর্থনীতিতে ইতিবাচক প্রভাব ফেলবে।

■ শিল্প মহলের প্রত্যাশা

দেশের আমজনতার পাশাপাশি এবারের বাজেট ঘিরে শিল্প মহলের প্রত্যাশাও অনেক। তার মধ্যে অন্যতম হল -

■ চিন যেভাবে স্টিমুলাস প্যাকেজ দিয়ে অর্থনীতিকে চাঙ্গা করতে উদ্যোগ নিয়েছে, তার মোকাবিলায় এদেশেও বিভিন্ন ক্ষেত্রকে উৎসাহ দিতে সরকারি সহায়তা বাড়াতে হবে।

■ ছোট ও মাঝারি শিল্পে ঋণ দেওয়ার প্রক্রিয়া সুগম করা।

■ পুনর্ব্যবহারযোগ্য জ্বালানি, আবাসন, বস্ত্র সহ একাধিক ক্ষেত্রকে আর্থিক প্যাকেজ দেওয়া।

■ যেসব প্রকল্প স্থগিত রয়েছে তা দ্রুত চালু করার উদ্যোগ।

■ জিএসটি এবং টিডিএস নিয়ে ইতিবাচক ঘোষণা।

■ আবাসন শিল্পকে সুরাহা দিতে গৃহ ঋণে বাড়তি ছাড়।

তৃতীয় দফার মোদি সরকারের এটি প্রথম পূর্ণাঙ্গ বাজেট হতে চলেছে। প্রথম দুই দফায় একক ক্ষমতায় সরকার গড়লেও এবার কেন্দ্রে জোট সরকার গড়েছে বিজেপি। বিভিন্ন রাজ্যের সাম্প্রতিক বিধানসভা নির্বাচনে বিজেপির জনপ্রিয়তা ক্রমশ কমেছে। অন্যদিকে বিগত তিন বছরের তুলনায় এবার বৃদ্ধির হার এক ধাক্কায় অনেকটাই নীচে নেমে আসার আশঙ্কা তৈরি হয়েছে। তাই আমজনতা থেকে শিল্প মহল সবাইকে খুশি করা এবং অর্থনীতিকে চাঙ্গা করা – একাধিক চ্যালেঞ্জের মুখে কেন্দ্রীয় অর্থমন্ত্রী বাজেটে কী চমক দেখান, সবার নজর এখন সেদিকেই।

বাজেট ২০২৫-২৬

বর্তমান কর কাঠামো

নয়া কর ব্যবস্থা

বার্ষিক আয়	করের হার (%)
৩ লক্ষ	০
৩-৭ লক্ষ	৫
৭-১০ লক্ষ	১০
১০-১২ লক্ষ	১৫
১২-১৫ লক্ষ	২০
১৫ লক্ষের বেশি	৩০

(আয় ৭ লক্ষের কম হলে ২৫ হাজার টাকা ছাড়। স্ট্যান্ডার্ড ডিডাকশন ৭৫ হাজার টাকা)

পুরোনো কর ব্যবস্থা

বার্ষিক আয়	করের হার (%)
২.৫ লক্ষ	০
২.৫-৫ লক্ষ	৫
৫-১০ লক্ষ	২০
১০ লক্ষের বেশি	৩০

(প্রবীণ নাগরিকদের ক্ষেত্রে কর ছাড়ের ঊর্ধ্বসীমা ৩ লক্ষ টাকা। স্ট্যান্ডার্ড ডিডাকশন ৫০ হাজার টাকা।)

কী কিনবেন বেচবেন

সংস্থা : মেট্রোপলিস হেল্থ

● **সেক্টর :** হসপিটাল অ্যান্ড হেল্থকেয়ার ● **বর্তমান মূল্য :** ১৯৫৩ ● **এক বছরের সর্বনিম্ন/সর্বোচ্চ :** ১৪৫০/২৩১৮ ● **মার্কেট ক্যাপ :** ১০০১৫ কোটি ● **ফেস ভ্যালু :** ২ ● **বুক ভ্যালু :** ২৩০.৯৪ ● **ডিভিডেন্ড ইল্ড :** ০.২০ ● **ইপিএস :** ২৮.৮৭ ● **পিই :** ৬৭.৬৭ ● **পিবি :** ৮.৪৬ ● **আরওসিই :** ১৫.৮ শতাংশ ● **আরওই :** ১২.২ শতাংশ ● **সুপারিশ :** কেনা যেতে পারে ● **টার্গেট :** ২৫৬০

একনজরে

■ মেট্রোপলিস দেশের বৃহত্তম ডায়াগনস্টিক কোম্পানি। পশ্চিম এবং দক্ষিণ ভারতের বিচারে বৃহত্তম।

■ ভারত ছাড়াও দক্ষিণ এশিয়া, আফ্রিকা এবং মধ্য প্রাচ্যের বিভিন্ন দেশে ব্যবসা রয়েছে এই সংস্থার।

■ দেশের ৪৮৮টিরও বেশি শহরে উপস্থিতি রয়েছে এই সংস্থার।

■ চলতি অর্থবর্ষে ৯০টি ল্যাবরেটরি এবং ১৮০০টি সার্ভিস সেন্টার যুক্ত করার কাজ শুরু করেছে এই সংস্থা।

■ প্রিমিয়াম ওয়েলনেস বিভাগে দ্রুত নিজেদের ব্যবসা বৃদ্ধি করছে এই সংস্থা।

■ সাম্প্রতিক অতীতে 'হাইটেক ডায়াগনস্টিক সেন্টার' এবং 'সেন্ট্রা ল্যাব হেল্থকেয়ার'-এর অধিগ্রহণ সংস্থার ব্যবসায় ইতিবাচক প্রভাব ফেলেছে।

■ ঋণের পরিমাণ ক্রমশ নিম্নমুখী।

■ নিয়মিত প্রায় ২১.৩ শতাংশ হারে ডিভিডেন্ড দেয় মেট্রোপলিস।

■ নেতিবাচক দিক হল গত পাঁচ বছরে ব্যবসা বৃদ্ধির হার মাত্র ৯.৬৭ শতাংশ।

■ ২০২৪-'২৫ অর্থবর্ষের দ্বিতীয় কোয়ার্টারে মেট্রোপলিস হেল্থ-এর আয় ১৩.৩৮ শতাংশ বেড়ে ৩৪৯.৭৯ কোটি এবং নিট মুনাফা ৩১.২১ শতাংশ বেড়ে ৪৬.৫২ কোটি টাকা হয়েছে।

■ এই সংস্থায় প্রোমোটারের হাতে রয়েছে ৪৯.৪৩ শতাংশ শেয়ার। দেশের এবং বিদেশের আর্থিক সংস্থাগুলির হাতে রয়েছে ২৮.০২ শতাংশ এবং ১৮.৫৬ শতাংশ শেয়ার।

সতর্কীকরণ : শেয়ার বাজারে বিনিয়োগ ঝুঁকিপূর্ণ। বিনিয়োগের আগে অবশ্যই বিশেষজ্ঞদের পরামর্শ নেবেন।

শেয়ার সাজেশান

কিশলয় মণ্ডল

সংশোধনের মাত্রা আরও গভীর হল ভারতীয় শেয়ার বাজারে। সপ্তাহ শেষে সেনসেক্স ৭৭,৩৭৮.৯১ এবং নিফটি ২৩,৪৩১.৫০ পয়েন্টে থিতু হয়েছে। পাঁচদিনের লেনদেনে সেনসেক্স ১৮৪৪.২০ এবং নিফটি ৫৭৩.২৫ পয়েন্ট নেমেছে। তথ্যপ্রযুক্তি বাদে বাকি সব ক্ষেত্রেই বড় পতন হয়েছে, যার জেরে আরও দুর্বল হয়েছে শেয়ার বাজার। আগামী কয়েক সপ্তাহ অস্থিরতা থাকবে শেয়ার বাজারে। এমন পরিস্থিতিতে লগ্নিকারীদের বাড়তি সতর্ক থাকতে হবে। কঠিন এই সময়ে ধৈর্য, সঠিক সিদ্ধান্ত এবং দীর্ঘমেয়াদে লগ্নিকেই প্রাথমিক লক্ষ্য করতে হবে।

শেয়ার বাজারের এই পতনে যে বিষয়গুলি বড় ভূমিকা নিয়েছে তার মধ্যে অন্যতম হল এইচএমপিভি ভাইরাসের সংক্রমণ বৃদ্ধি, চিনে মূল্যবৃদ্ধির হার বৃদ্ধি, মার্কিন ডলারের শক্তি বৃদ্ধি, বিদেশি লগ্নিকারীদের টানা শেয়ার বিক্রি ইত্যাদি। তৃতীয় কোয়ার্টারের ফলপ্রকাশ শুরুর মরশুমে প্রথমেই ব্যাংক অফ বরোদার হতাশাজনক ফল শেয়ার বাজারে নেতিবাচক প্রভাব ফেলেছে। চলতি অর্থবর্ষে জিডিপি বৃদ্ধির হার ৬.৪ শতাংশে নেমে যাওয়ার পূর্বাভাসও শেয়ার বাজারকে ধাক্কা দিয়েছে। এই সপ্তাহে বিদেশি আর্থিক সংস্থাগুলি প্রায় ১৬,৮০০ কোটি টাকা মূল্যের শেয়ার বিক্রি করেছে। পাশাপাশি সূচক উঠলেই শেয়ার বিক্রি করে মুনাফা ঘরে তুলছেন লগ্নিকারীরা, যার প্রভাবও পড়েছে শেয়ার বাজারে।

আগামী সপ্তাহে তৃতীয় কোয়ার্টারের ফলপ্রকাশ শুরু করবে বেশ কয়েকটি প্রথম সারির সংস্থা-ইনফোসিস, এইচসিএল টেক, অ্যাক্সিস ব্যাংক, কোটাক মাহিন্দ্রা ব্যাংক, টেক মাহিন্দ্রা, এলটিআইএম ইত্যাদি। এইসব সংস্থার প্রত্যাশিত ফল শেয়ার বাজারকে ঘুরিয়ে দাঁড় করাতে পারে। অন্যদিকে ফল প্রত্যাশিত না হলে আরও তলিয়ে যেতে পারে শেয়ার বাজার। এর পাশাপাশি মূল্যবৃদ্ধির হার, শিল্প বৃদ্ধির হার ইত্যাদি পরিসংখ্যান, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের কর্মসংস্থান সংক্রান্ত পরিসংখ্যান, অশোধিত তেলের দাম, আমেরিকা সহ আন্তর্জাতিক শেয়ার বাজারগুলির ওঠানামা ইত্যাদি বিষয়গুলিও শেয়ার বাজারে বড় প্রভাব ফেলবে।

আগামী মাসের প্রথম দিনেই সংসদে বাজেট পেশ করবেন কেন্দ্রীয় অর্থমন্ত্রী নির্মলা সীতারামন। প্রতিবারের মতো এবারও বাজেট ঘিরে প্রত্যাশা আকাশচুম্বী। বাজেট প্রত্যাশিত হলে শেয়ার বাজারে ফের দাপট দেখাতে পারে বুলরা। না হলে আরও নড়বড়ে হবে শেয়ার বাজার। বাজেটের আগে শেয়ার বাজারে একটা র‍্যালি দেখা যায়। আগামী সপ্তাহে সেই র‍্যালি শুরু হতে পারে। তৃতীয় কোয়ার্টারে প্রথম সারির সংস্থাগুলির প্রত্যাশিত ফলই সেই র‍্যালি শুরু করে দিতে পারে। আগামী দিনে লগ্নির পরিকল্পনা করার আগে এই বিষয়টি বিবেচনায় রাখতে হবে।

শেয়ার বাজারে অস্থিরতা থাকলেও চলতি সপ্তাহে অনেকটাই স্থিতিশীল থেকেছে সোনা-রুপোর দাম। আগামী সপ্তাহে ফের চাঙ্গা হতে পারে এই দুই মূল্যবান ধাতুর বাজার।

সতর্কীকরণ : উল্লিখিত শেয়ারগুলিতে লেখকের লগ্নি থাকতে পারে। লগ্নি করার আগে বিশেষজ্ঞের মতামত নিতে পারেন। বিনিয়োগ সংক্রান্ত লাভ-ক্ষতিতে প্রকাশকের কোনও দায়ভার নেই।

এ সপ্তাহের শেয়ার

■ **এনটিপিসি :** বর্তমান মূল্য-৩০৮.২৫, এক বছরের সর্বোচ্চ/সর্বনিম্ন-৪৪৮/২৯৭, ফেস ভ্যালু-১০.০০, কেনা যেতে পারে-২৯৫-৩০৫, মার্কেট ক্যাপ (কোটি)-২৯৮৮৯৯, টার্গেট-৩৭৫।

■ **এসজেভিএন :** বর্তমান মূল্য-৯৬.৯২, এক বছরের সর্বোচ্চ/সর্বনিম্ন-১৭০/৯৩, ফেস ভ্যালু-১০.০০, কেনা যেতে পারে-৯০-৯৫, মার্কেট ক্যাপ (কোটি)-৩৮০৮৭, টার্গেট-১৪৭।

■ **এইচএফসিএল :** বর্তমান মূল্য-১০০.৪৭, এক বছরের সর্বোচ্চ/সর্বনিম্ন-১৭১/৮০, ফেস ভ্যালু-১.০০, কেনা যেতে পারে-৯২-১০০, মার্কেট ক্যাপ (কোটি)-১৪৪৯৪, টার্গেট-১৫৮।

■ **স্ট্রাইডস ফার্মা :** বর্তমান মূল্য-৬৪৭.১৫, এক বছরের সর্বোচ্চ/সর্বনিম্ন- ১৬৭৫/৬৩৭, ফেস ভ্যালু-১০.০০, কেনা যেতে পারে-৬০০-৬৩০, মার্কেট ক্যাপ (কোটি)-৫৯৬৪, টার্গেট-৯২০।

■ **ইন্ডিয়ান ব্যাংক :** বর্তমান মূল্য-৪৯২.৪০, এক বছরের সর্বোচ্চ/সর্বনিম্ন-৬৩৩/৪২৫, ফেস ভ্যালু-১০.০০, কেনা যেতে পারে-৪৬০-৪৮০, মার্কেট ক্যাপ (কোটি)-৬৬৩২৪, টার্গেট-৬১৫।

■ **জিও ফিন্যান্স :** বর্তমান মূল্য-২৮০.৫৫, এক বছরের সর্বোচ্চ/সর্বনিম্ন-৩৯৫/২৩৭, ফেস ভ্যালু-১০.০০, কেনা যেতে পারে-২৬২-২৭৫, মার্কেট ক্যাপ (কোটি)-১৭৮২৪১, টার্গেট-৩৯০।

■ **হিন্দ ইউনিলিভার :** বর্তমান মূল্য-২৪৪২.০৫, এক বছরের সর্বোচ্চ/সর্বনিম্ন-৩০৩৫/২১৭২, ফেস ভ্যালু-১.০০, কেনা যেতে পারে-২৩৫০-২৪২০, মার্কেট ক্যাপ (কোটি)-৫৭৩৭৮১, টার্গেট-২৮৫০।

নিরন্তর পতন স্মল এবং মিড ক্যাপ কোম্পানিগুলিতে

বোধিসত্ত্ব খান

অন্তত দুশোটা কোম্পানি তাদের ৫২ সপ্তাহের নিম্নস্তর ছুঁয়ে ফেলে শুক্রবার। এরকম নয় যে কেবল মৌলিকভাবে দুর্বল কোম্পানিগুলিতে পতন এসেছে। অতি উন্নতমানের কোম্পানি যাদের দারুণ মার্কেট শেয়ার রয়েছে, ব্যবসা বৃদ্ধি করে চলেছে নিয়মিত, নিজেদের সেক্টরে অন্যতম সেরা কোম্পানি, এইসবগুলিতেও সংশোধন চলছে নিয়মিত। বিভিন্ন কারণ কাজ করতে পারে বাজারের দুর্বলতার পিছনে। এর মধ্যে রয়েছে এফআইআইদের নিরবচ্ছিন্নভাবে শেয়ার বিক্রি করে চলা। কেবলমাত্র জানুয়ারি মাসেই এফআইআইরা মোট ২১,৩৫৭.৪৬ কোটি টাকার শেয়ার বিক্রি করেছে। অবশ্য অপরদিকে ডিআইআইরা মোট ২৪,২১৫.৮৭ কোটি টাকার শেয়ার কিনলেও সার্বিকভাবে শেয়ার বাজারের পতন রোধ করতে পারেনি।

শুক্রবার বিভিন্ন সেক্টোরাল ইনডাইসেসগুলির মধ্যে নিফটি আইটিকে বাদ দিলে প্রায় সবগুলিতেই ভালো পতন এসেছে। নিফটি ব্যাংক ১.৫৫ শতাংশ, বিএসই স্মল ক্যাপ ২.৪০ শতাংশ, বিএসই মিড ক্যাপ ২.১৩ শতাংশ, বিএসই ক্যাপিটাল গুডস ১.৭২ শতাংশ, বিএসই হেল্থ কেয়ার ২.৩৭ শতাংশ পতন দেখে। বিভিন্ন সেক্টরগুলির মধ্যে সিমেন্ট এবং কনস্ট্রাকশনে ২.৬৬ শতাংশ, কনগ্লোমারেটসে ২.০৯ শতাংশ, ইঞ্জিনিয়ারিং এবং ক্যাপিটাল গুডসে ২.১০ শতাংশ, ম্যানুফ্যাকচারিংয়ে ১.০১ শতাংশ পতন আসে।

দ্বিতীয় যে কারণে বাজারে পতন আসতে পারে তার মধ্যে অন্যতম হচ্ছে টাকার তুলনায় ডলারের শক্তিশালী হয়ে ওঠা। শুক্রবার টাকার মূল্য সর্বকালীন নিম্নস্তর ছুঁয়েছে। প্রতি ডলার এদিন ট্রেড করেছিল ৮৬.২০ টাকায়। মূল্যবৃদ্ধি যে কেবল ক্রুড অয়েলের দাম বাড়লে হয়, এমন নয়। কোনও দেশের মুদ্রা যখন নিয়মিতভাবে ডলারের সাপেক্ষে তার মূল্য হারাতে শুরু করে, তখনও মূল্যবৃদ্ধির সম্ভাবনা বৃদ্ধি পায় বেশি। ভারত যেহেতু কারেন্ট অ্যাকাউন্ট ডেফিসিট দেশ, ফলে আমাদের দেশে আমদানি রপ্তানির তুলনায় বেশি হয়। ফলে ডলারের দাম বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে বিদেশ থেকে আমদানি করা সামগ্রীর দাম বৃদ্ধি পেতে শুরু করে। কোম্পানিগুলি তো এই বর্ধিত দাম নিজেদের ঘাড়ে নেয় না, বরং তা শেষ পর্যন্ত গ্রাহকদের ঘাড়েই চাপিয়ে দেয়। এই কারণে দেশে বিভিন্ন পণ্যের দাম বৃদ্ধি পেতে শুরু করে।

ডলার যখনই মাত্রাতিরিক্তভাবে বৃদ্ধি পেতে শুরু করে, তখন ভারতের কেন্দ্রীয় ব্যাংক আরবিআই ফরেন এক্সচেঞ্জ রিজার্ভ থেকে ডলার বিক্রি করতে বাধ্য হয়। এর ফলে ফরেক্স রিজার্ভ কমতে শুরু করলে ভবিষ্যতে কারেন্সি ভোলাটিলিটি সামলানো খুবই মুশকিল হয়ে পড়ে। একটি দেশের মুদ্রার মূল্য কমতে থাকলে সেই দেশে বিদেশি বিনিয়োগ কমতে পারে। এছাড়া একটি দেশে যে বিদেশি ঋণ থাকে সেটাও লাফিয়ে বৃদ্ধি পেতে থাকে। এইসব কারণেই ভারতীয় অর্থনীতি একটি দুশ্চিন্তার মধ্যে দিয়ে চলেছে।

একদিকে গত কয়েকমাসে যেভাবে আমেরিকাতে বিদেশি বিনিয়োগ গিয়েছে, তার ফলে সেখানকার শেয়ারের দাম দারুণ চড়া হয়ে উঠেছে। উপরন্তু আমেরিকার এই অর্থবর্ষে যে বাজেট ছিল তার ৩০ শতাংশ অতিরিক্ত খরচ করে ফেলেছেন জো বাইডেন। এর ফলে ডোনাল্ড ট্রাম্প প্রেসিডেন্ট হিসেবে শপথ নিলেও এই অর্থবর্ষে কিছু করতে পারবেন বলে তো মনে হয় না। এমনটি হলে আমেরিকার শেয়ার বাজারে হতাশা আসতে পারে যার প্রতিফলন বিশ্বের বিভিন্ন শেয়ার বাজারে পড়তে পারে। আরেকটি ইন্ডিকেটর, ইউএস ইল্ড কার্ভ ইনভার্সন-এ শেষ হয়েছে। এবং যখনই তা শেষ হয় তা সাধারণত আমেরিকায় মন্দার ইঙ্গিত দিয়ে থাকে।

ভারতীয় বাজারের দোদুল্যমানতা বৃদ্ধি পেয়েছে এবং কেন্দ্রীয় বাজেটের আগে অবধি এই ধরনের দোদুল্যমানতা বৃদ্ধি পাওয়া অস্বাভাবিক নয়। শুক্রবার যে শেয়ারগুলির দর সবচেয়ে বেশি বৃদ্ধি পায় তার মধ্যে রয়েছে টিসিএস (৫.৬২ শতাংশ), এলটিআই মাইন্ডট্রি (৪.৮৬ শতাংশ), টেক মাহিন্দ্রা (৩.৮২ শতাংশ), এইচসিএল টেক (৩.১২ শতাংশ), উইপ্রো (২.৮২ শতাংশ), ইনফোসিস (২.৫৯ শতাংশ),পারসিসটেন্ট (২.২৭ শতাংশ), এমফ্যাসিস (১.৫০ শতাংশ), বিড়লা সফট (১.৪৫ শতাংশ), কোফর্জ (১.৩১ শতাংশ) ইত্যাদি। অর্থাৎ অধিকাংশই আইটি শেয়ার।

যে কোম্পানিগুলি তাদের ৫২ সপ্তাহের নিম্নস্তর ছুঁয়েছে তার মধ্যে রয়েছে টাটা এলিক্সি, টাটা স্টিল, ইউনিয়ন ব্যাংক অফ ইন্ডিয়া, ইয়েস ব্যাংক, কোল ইন্ডিয়া, টাটা টেকনলজিস, হিরো মোটোকর্প, স্টার্লিং অ্যান্ড উইলসন, বাজাজ হাউসিং ফিন্যান্স, এলআইসি, আইআরসিটিসি, হিন্দুস্থান কপার, গেল, এনএমডিসি, রাজেশ এক্সপোর্টস, ওলেক্ট্রা গ্রিনটেক, জে কর্প, মাদারসন সুমি ওয়্যারিং, কানসাই নেরোল্যাক প্রভৃতি।

কোথায় যাচ্ছে বাজার?

বিধিবদ্ধ সতর্কীকরণ : লেখাটি লেখকের নিজস্ব। পাঠক তা মানতে বাধ্য নন। শেয়ার ও মিউচুয়াল ফান্ডে বিনিয়োগ ঝুঁকিসাপেক্ষ। বিশেষজ্ঞের পরামর্শ মেনে কাজ করুন। লেখকের সঙ্গে যোগাযোগের ঠিকানা : bodhi.khan@gmail.com

একান্ত সাক্ষাৎকারে মহম্মদ সামি

প্রমাণ করতে চাই, আমি ফুরিয়ে যাইনি

চোটের কারণে ক্রিকেটের বাইরে থাকার সময়ে বেঙ্গালুরুর জাতীয় ক্রিকেট অ্যাকাডেমি আমার ঘরবাড়ি হয়ে উঠেছিল। নিজের গাড়িটাও একসময় বেঙ্গালুরু নিয়ে চলে গিয়েছিলাম।

অরিন্দম বন্দ্যোপাধ্যায়

কলকাতা, ১১ জানুয়ারি : ২০২৩ সালে আহমেদাবাদের নরেন্দ্র মোদি স্টেডিয়ামে একদিনের বিশ্বকাপের ফাইনালে শেষবার আন্তর্জাতিক ম্যাচে দেখা গিয়েছিল তাঁকে। দেশকে ট্রফি যেমন দিতে পারেননি তিনি, তেমনই গোড়ালির চোটের কারণে ক্রিকেট থেকেই ছিটকে গিয়েছিলেন বিশ্বকাপ পরবর্তী সময়ে। ভবিষ্যৎ নিয়ে তৈরি হয়েছিল সংশয়।

মাঝে দীর্ঘসময় পার। এক বছর পর বাংলার হয়ে ঘরোয়া ক্রিকেটে ফিরেছিলেন মহম্মদ সামি। স্বপ্ন ছিল, স্যর ডন ব্র্যাডম্যানের দেশে গিয়ে বর্ডার-গাভাসকার ট্রফিতে টিম ইন্ডিয়ার জয় নিশ্চিত করা। বাস্তবে সেটাও হয়নি।

যা হয়েছিল, তা চলচ্চিত্রের চিত্রনাট্যকেও হার মানাবে। গোড়ালির চোট থেকে ফিট হয়ে হাঁটু নিয়ে সমস্যায় পড়েছিলেন সামি। বাংলার হয়ে রনজি, সৈয়দ মুস্তাক আলি, বিজয় হাজারে- সব প্রতিযোগিতার আসরেই বল হাতে নিয়মিত পারফর্ম করেছেন। কিন্তু হাঁটুর সমস্যার কারণে অস্ট্রেলিয়া সফরের স্বপ্নভঙ্গ হয়েছিল। হাল ছাড়েননি সামি। লড়াই চালিয়ে গিয়েছিলেন। ওজন কমিয়েছিলেন। খাদ্যাভ্যাস পুরো বদলে ফেলেছিলেন। সেই লড়াইয়ের পুরস্কার পেলেন তিনি। আজ সন্ধ্যায় ঘরের মাঠে ইংল্যান্ডের বিরুদ্ধে আসন্ন পাঁচ ম্যাচের টি২০ সিরিজের দলে প্রত্যাবর্তন ঘটালেন তিনি। আর তারপরই দিল্লি থেকে উত্তরবঙ্গ সংবাদ-কে একান্ত সাক্ষাৎকার দিলেন তিনি।

প্রত্যাবর্তনের অভিনন্দন

ধন্যবাদ। শুধু আপনাকে নয়, যাঁরা কঠিন সময়ে আমার পাশে ছিলেন, নিয়মিত যোগাযোগ রেখেছেন- সবার কাছেই আমি কৃতজ্ঞ।

দলের বাইরে থাকার যন্ত্রণা

দেখুন একজন ক্রীড়াবিদ সবসময় মাঠে নামতে চায়। পারফর্ম করতে চায়। আমিও তাই চাই। কিন্তু একদিনের বিশ্বকাপ ফাইনালের পর থেকে আমার জীবনটা বদলে গিয়েছিল। অস্ত্রোপচারের ধাক্কার পর দুশ্চিন্তা ছিল, আমি পারব তো? আজ জাতীয় দলে ফিরতে পেরেছি বলে বলছি, এমন নয়। আমি যে ফুরিয়ে যাইনি, সেটা প্রমাণ করার জন্য মুখিয়ে রয়েছি এখন।

প্রত্যাবর্তনের খবর

জাতীয় নির্বাচক কমিটির বৈঠকের সময়ই ফোন এসেছিল। তখনই বুঝে যাই, আবার টিম ইন্ডিয়ার জার্সি গায়ে নামার সুযোগ আসছে। তার আগে বেঙ্গালুরুর জাতীয় ক্রিকেট অ্যাকাডেমি থেকে ফিট শংসাপত্রও পেয়ে গিয়েছি। কেরিয়ারের অন্যতম স্মরণীয় দিন।

ইডেনেই প্রত্যাবর্তন

হ্যাঁ, এটাও আমার জন্য দারুণ ব্যাপার বলতে পারেন। ক্রিকেটার হিসেবে ইডেন গার্ডেন্স থেকেই তো পথ চলার শুরুটা হয়েছিল। ওই মাঠের সঙ্গে বহু স্মৃতি জড়িয়ে রয়েছে। সেখানেই ২২ জানুয়ারি খেলতে নামব, ভাবলেই গর্ব হচ্ছে। ইডেনের ভরা গ্যালারির সমর্থন আমার জন্য বিরাট প্রাপ্তি হতে চলেছে।

কঠিন সময়ের বন্ধুরা

চোটের কারণে ক্রিকেটের বাইরে থাকার সময়ে বেঙ্গালুরুর জাতীয় ক্রিকেট অ্যাকাডেমি আমার ঘরবাড়ি হয়ে উঠেছিল। নিজের গাড়িটাও একসময় বেঙ্গালুরু নিয়ে চলে গিয়েছিলাম। উদ্যাননগরীর বহু রাস্তাই এখন আমার মুখস্থ। ওখানে অনেক বন্ধু রয়েছে আমার। সবাই আমার জন্য প্রার্থনা করত। আসলে জীবন এরকমই। আল্লার কাছে আমার কৃতজ্ঞতার শেষ নেই।

২০২৩ সালের ওডিআই বিশ্বকাপের ফাইনালে শেষবার টিম ইন্ডিয়ার জার্সিতে দেখা গিয়েছিল মহম্মদ সামিকে। ১৪ মাস পর জাতীয় দলে প্রত্যাবর্তন ঘটতে চলেছে তাঁর।

নেই ঋষভ-রাহুল-শুভমান

সামিকে রেখেই টি২০-র দল ঘোষণা

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ১১ জানুয়ারি : ঘণ্টা দুয়েকের বৈঠক। আর সেই বৈঠকের মাধ্যমে ঘরের মাঠে ইংল্যান্ডের বিরুদ্ধে আসন্ন টি২০ সিরিজের দল ঘোষণা।

সাম্প্রতিককালে ভারতীয় ক্রিকেটের সবচেয়ে আলোচিত দল নির্বাচনি বৈঠক আজ হয়ে গেল মুম্বইয়ে। যেখানে ইংল্যান্ডের বিরুদ্ধে পাঁচ ম্যাচের টি২০ সিরিজের দলে ফিরলেন মহম্মদ সামি। সিদ্ধান্তটা হয়তো প্রত্যাশিত। কিন্তু এক বছর ক্রিকেটের বাইরে থাকার পর ঘরোয়া ক্রিকেটে নিজের ফিটনেসের প্রমাণ দিয়ে সামির প্রত্যাবর্তনের পথটা মোটেও সহজ ছিল না।

তাছাড়া সিডনিতে অস্ট্রেলিয়ার বিরুদ্ধে শেষ টেস্টে পাওয়া পিঠের পেশির চোটের কারণে জসপ্রীত বুমরাহ না থাকায় দলে সামির মতো অভিজ্ঞ জোরে বোলারের প্রয়োজন ছিলই। টিম ইন্ডিয়ার কোচ গৌতম গম্ভীর বারবার সামির ফিটনেস নিয়ে সংশয় প্রকাশ করলেও শেষ পর্যন্ত সামি ফিরলেন টিম ইন্ডিয়ায়। পাশাপাশি আজ ঘরের মাঠে নিউজিল্যান্ড ও অস্ট্রেলিয়া সিরিজে টিম ইন্ডিয়ার অপ্রত্যাশিত ব্যর্থতা নিয়েও দীর্ঘসময় আলোচনা হয়েছে বলে খবর।

সামির প্রত্যাবর্তন অনেকটাই প্রত্যাশিত হলেও ইংল্যান্ডের বিরুদ্ধে পাঁচ ম্যাচের টি২০ সিরিজের জন্য ১৫ সদস্যের যে ভারতীয় দল ঘোষণা করা হয়েছে আজ সন্ধ্যায়, সেখানে রয়েছে চমকও। ঋষভ পন্থ নেই স্কোয়াডে। লোকেশ রাহুলও নেই। রাহুল অস্ট্রেলিয়া সিরিজের পর বিশ্রাম চেয়েছিলেন ভারতীয় ক্রিকেট কন্ট্রোল বোর্ডের কাছে। সাময়িকভাবে তাঁর ছুটি মঞ্জুর করা হয়েছে বলে খবর। কিন্তু ঋষভকে স্কোয়াডে না দেখে অবাক ভারতীয় ক্রিকেটমহল। সূত্রের খবর, ঋষভকে বিশ্রাম দেওয়া হয়েছে। যদিও সেটা মানতে নারাজ ভারতীয় ক্রিকেটমহল। ঠিক যেমন শুভমান গিল স্কোয়াডে না থাকায় তৈরি হয়েছে ধোঁয়াশা। শুভমানকেও বিশ্রাম দেওয়া হয়েছে বলে খবর। যশস্বী জয়সওয়ালকে নিয়েও দীর্ঘক্ষণ আলোচনা হয়েছিল। শেষপর্যন্ত তাঁকে বিশ্রাম দেওয়ার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে।

ইংল্যান্ড সিরিজের দলে উইকেটকিপার-ব্যাটার হিসেবে রয়েছেন সঞ্জু স্যামসন, ধ্রুব জুরেল। ছন্দে না থাকার কারণে জোরে বোলার মহম্মদ সিরাজ বাদ পড়েছেন। অস্ট্রেলিয়া সফরে দুর্দান্ত পারফরমেন্সের পুরস্কার হিসেবে নীতীশ কুমার রেড্ডি সুযোগ পেয়েছেন টি২০-র দলে। কোচ গম্ভীরের পছন্দের হর্ষিত রানা, বরুণ চক্রবর্তী, ওয়াশিংটন সুন্দররাও রয়েছেন টিম ইন্ডিয়ার টি২০ স্কোয়াডে।

১৫ সদস্যের ভারতীয় স্কোয়াড

সূর্যকুমার যাদব (অধিনায়ক), অক্ষর প্যাটেল (সহ অধিনায়ক), সঞ্জু স্যামসন, অভিষেক শর্মা, তিলক ভার্মা, নীতীশ কুমার রেড্ডি, মহম্মদ সামি, অর্শদীপ সিং, হর্ষিত রানা, ধ্রুব জুরেল, রিঙ্কু সিং, হার্দিক পান্ডিয়া, রবি বিষ্ণোই, বরুণ চক্রবর্তী ও ওয়াশিংটন সুন্দর।

রাহুল দ্রাবিড়ের জন্মদিনে তাঁর সঙ্গে এই ছবি পোস্ট করলেন সূর্যকুমার যাদব।

বাহান্ন বছরে পা দ্রাবিড়ের

নয়াদিল্লি, ১১ জানুয়ারি : আরও একটা বসন্ত পার। ৫২-তে পা রাখলেন ভারতীয় ক্রিকেটের 'দ্য ওয়াল' রাহুল দ্রাবিড়। প্রতিভা, একাগ্রতা ও দায়বদ্ধতায় বাইশ গজে যেমন দাপট দেখিয়েছেন, তেমনই শ্রদ্ধা আদায় করে নিয়েছেন। জন্মদিনে প্রত্যাশামাফিক শুভেচ্ছায় ভাসছেন 'বার্থডে বয়'। ভারতীয় ক্রিকেট কন্ট্রোল বোর্ড তুলে ধরে কিংবদন্তির উজ্জ্বল কেরিয়ার, পরিসংখ্যান।

হরভজন সিং শুভেচ্ছাবার্তায় বলেছেন, ক্রিকেটার হিসেবে শৃঙ্খলা ও দায়বদ্ধতায় সবার আদর্শ। যে কোনও পরিস্থিতিতে দলের যখন সবচেয়ে বেশি দরকার পড়েছে, তখন গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছেন। সুখসমৃদ্ধ-সুস্থতা কামনা করি। শিখর ধাওয়ান লিখেছেন, 'অনেক শুভেচ্ছা রাহুলভাই। আসন্ন বছরটা দুর্দান্ত কাটুক।' প্রিয় রাহুল স্যরকে শুভেচ্ছা জানিয়ে, প্রাক্তন হেডকোচের সঙ্গে নিজের ছবি পোস্ট করেছেন সূর্যকুমার যাদব।

ওয়াইডের নিয়মে বদলের ভাবনা

লন্ডন, ১১ জানুয়ারি : বোলারদের কথা মাথায় রেখে ওয়াইড বলের নিয়ম পরিবর্তনের পথে আইসিসি। বোলারদের এমনই সুখবর দিয়েছেন আইসিসি কমিটির সদস্য শন পোলক। দক্ষিণ আফ্রিকার প্রাক্তন পেসারের মতে, বল ডেলিভারির আগেই ব্যাটাররা তাদের স্টান্স বদলে নিচ্ছে। শট খেলার জন্য ক্রিজের বাইরে চলে যায়। এই বৈষম্য দূর হওয়া উচিত। সেই ভাবনাকে গুরুত্ব দিয়ে কাজ করছে আইসিসি। পোলক বলেছেন, 'আইসিসির ক্রিকেট কমিটির সদস্য হিসেবে আমরা ওয়াইড নিয়ে বোলারদের কিছুটা সুবিধা দেওয়ার কথা ভাবছি। এই নিয়ে কাজ করছি। আমি মনে করি বর্তমানে ওয়াইডের যে নিয়ম রয়েছে, তা বোলারদের জন্য অত্যন্ত কড়া। শেষমুহূর্তে ব্যাটাররা তাদের স্টান্স বদলে নেয়। এর ফলে ওয়াইডের ক্ষেত্রে সমস্যায় পড়ে বোলাররা, যা সঠিক নয়।'

অর্শদীপকেও পছন্দ মিলসের

'বুমরাহকে দলে পাওয়া ভাগ্যের'

লন্ডন, ১১ জানুয়ারি : জসপ্রীত বুমরাহর গুণমুগ্ধের তালিকা ক্রমশ লম্বা হচ্ছে। প্রাক্তনরাই শুধু নয়, প্রতিপক্ষ দলের প্লেয়াররাও তাঁর ভক্ত! প্যাট কামিন্স, স্টিভেন স্মিথদের মুখে বারবার বুমরাহ-বন্দনা শোনা গিয়েছে। একই সুর ইংরেজ পেসার টাইমল মিলসের কথাতেও। মিলসের মতে, বুমরাহকে পাওয়া যে কোনও দলের কাছে ভাগ্যের।

২০১৬ সালের জানুয়ারিতে আন্তর্জাতিক ক্রিকেটে অভিষেক। ফেলে আসা আট বছরে ৪৫টি টেস্ট, ৮৯টি ওডিআই এবং ৭০টি টি২০ ম্যাচে নিয়েছেন যথাক্রমে ২০৫, ১৪৯ ও ৮৯টি উইকেট। সব মিলিয়ে ২০৪টি আন্তর্জাতিক ম্যাচে ৪৪৩ উইকেট। পরিসংখ্যান ছাপিয়ে প্রতিপক্ষ ব্যাটারদের মধ্যে বুমরাহ-আতঙ্ক। ২০২২ সালে মুম্বই ইন্ডিয়ান্সে বুমরাহর সতীর্থ টাইমল মিলস বলেছেন, 'নিঃসন্দেহে এই মুহূর্তে তিন ফর্ম্যাটে বিশ্বের সেরা বোলারের নাম জসপ্রীত বুমরাহ। টেস্ট হোক বা ওডিআই, টি২০, স্পেশাল প্লেয়ার।'

আইপিএলের প্রাক্তন সতীর্থকে নিয়ে ইংল্যান্ডের তারকা পেসার আরও বলেছেন, 'দুর্দান্ত মানুষও। মুম্বই ইন্ডিয়ান্সে ওর সঙ্গে খেলা উপভোগ করেছি। বুমরাহর সঙ্গে সময় কাটানো, মাঠে এবং মাঠের বাইরে প্রচুর কথা বলার সুযোগ হয়েছে।

> বুমরাহ দুর্দান্ত মানুষও। মুম্বই ইন্ডিয়ান্সে ওর সঙ্গে খেলা উপভোগ করেছি।
>
> **টাইমল মিলস**

বিশ্বের যে কোনও দলের জন্য ওকে পাওয়া ভাগ্যের। ম্যাচের যে কোনও পরিবেশেই দুর্দান্ত ও অত্যন্ত কার্যকর বোলার।'

মিলসের কথায় বুমরাহর মতো বোলার দলের সম্পদ। ওয়ার্কলোড নিয়ে তাই সতর্ক থাকা উচিত। বাড়তি ধকল কমাতে পর্যাপ্ত বিশ্রামের প্রয়োজন হলে সেই পদক্ষেপ জরুরি। মিলস নিশ্চিত, ভারতীয় টিম ম্যানেজমেন্টও এ ব্যাপারে ওয়াকিবহাল। বুমরাহর মতো বোলার সহজে পাওয়া যায় না। দুর্দান্ত বোলার, যাকে সামলে রাখা গুরুত্বপূর্ণ।

অর্শদীপ সিংকে নিয়েও উচ্ছ্বসিত মিলস বলেছেন, 'বাঁহাতি পেসার অর্শদীপকেও ভালো লাগে। ওর দুর্দান্ত বোলিং স্কিল রয়েছে। দুইদিকে বল সুইং করাতে পারে। সম্প্রতি ভারতীয় ক্রিকেটে এক ঝাঁক নতুন ফাস্ট বোলার উঠে এসেছে। আইপিএলের মঞ্চকে কাজে লাগিয়ে যারা ক্রমশ উন্নতিও করছে।'

জসপ্রীত বুমরাহর ফিটনেসের দিকে কড়া নজর রাখছে টিম ম্যানেজমেন্ট।

সৌজন্যে জসপ্রীতের ফিটনেস

পিছোল চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফির দল নির্বাচন

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ১১ জানুয়ারি : আলোচনা হল। কিন্তু সিদ্ধান্ত চূড়ান্ত হল না। সরকারিভাবে দল ঘোষণাও হল না চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফির।

স্যর ডন ব্র্যাডম্যানের দেশে বর্ডার-গাভাসকার ট্রফি হাতছাড়া হয়েছে টিম ইন্ডিয়ার। আর সেই সিরিজেই প্রমাণ হয়ে গিয়েছে, জসপ্রীত বুমরাহ ছাড়া ভারতীয় বোলিং আক্রমণ বিনা অক্সিজেনে এভারেস্টে ওঠার মতোই। সোজাকথায়, বুমরাহকে চাই।

কিন্তু চাই বললেই কি আর পাওয়া যায়?

সিডনি টেস্টের তিন নম্বর দিনে পিঠের পেশির চোটের কারণে সাজঘরে বসে থাকতে হয়েছিল বুমরাহকে। মাঠে বল হাতে তাঁকে দেখা যায়নি। অস্ট্রেলিয়াও অনায়াসে সিডনি টেস্ট ও সিরিজ জিতে নিয়েছিল। এমন অবস্থায় চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফির দলে বুমরাহকে রাখতে মরিয়া জাতীয় নির্বাচক কমিটি ও ভারতীয় ক্রিকেট কন্ট্রোল বোর্ড। তাই আজ চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফির দল নির্বাচন হওয়ার কথা থাকলেও আপাতত তা পিছিয়ে গেল। বিসিসিআইয়ের তরফে আইসিসি-র চেয়ারম্যান জয় শা-র কাছে দল ঘোষণার জন্য আরও সময় চাওয়া হয়েছে বলে খবর। জানা গিয়েছে, চলতি মাসের তৃতীয় সপ্তাহ পর্যন্ত বুমরাহর জন্য অপেক্ষা করতে চাইছে বিসিসিআই। তার মধ্যে বুমরাহর চোটের গুরুত্ব ও আগামীর সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়ে যাবে বলে মনে করা হচ্ছে।

> দল প্রায় তৈরি। শুধু বুমরাহর ফিটনেসের জটিলতার কারণেই আটকে রয়েছে সবকিছু।
>
> **বিসিসিআই কর্তা**

আইসিসির তরফেও ১৯ ফেব্রুয়ারি থেকে শুরু হতে চলা চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফির জন্য দল ঘোষণার ডেটলাইন পিছিয়ে দেওয়া হয়েছে বলে জানা গিয়েছে। সেই কারণেই আজ চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফির দল নির্বাচন হয়নি। জানুয়ারির ১৮-২০ তারিখের মধ্যে চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফির দল ঘোষণার সম্ভাবনা। যদিও জাতীয় নির্বাচক কমিটির এক প্রতিনিধি নাম না লেখার শর্তে উত্তরবঙ্গ সংবাদ-কে জানিয়েছেন, 'দল প্রায় তৈরি। শুধু বুমরাহর ফিটনেসের জটিলতার কারণেই আটকে রয়েছে সবকিছু।'

সূত্রের খবর, আজ ইংল্যান্ডের বিরুদ্ধে ঘরের মাঠে আসন্ন পাঁচ ম্যাচের টি২০ সিরিজের দল ঘোষণার মাঝেই চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফির স্কোয়াড নিয়েও অনেকটা সময় আলোচনা হয়েছে। যদিও দল ঘোষণা হয়নি।

আজ অস্ট্রেলিয়ান ওপেন শুরু সাবালেঙ্কার

মেলবোর্ন, ১১ জানুয়ারি : টানা তৃতীয়বার অস্ট্রেলিয়ান ওপেন জয়ের লক্ষ্যে নামছেন আরিনা সাবালেঙ্কা। রবিবার মেলবোর্ন পার্কে তাঁর প্রতিপক্ষ স্লোয়ানে স্টিফেন্স। আমেরিকার স্লোয়ানে এই মুহূর্তে র‍্যাংকিংয়ে একেবারে তলানিতে থাকলেও ২০১৩ অস্ট্রেলিয়ান ওপেনের সেমিফাইনালিস্ট। সেই কারণেই সতর্ক শীর্ষে থাকা সাবালেঙ্কা। বলেছেন, 'ওর হারানোর কিছু নেই।' স্টিফেন্সের অভিজ্ঞতাকেও গুরুত্ব দিচ্ছেন তিনি।

সবমিলিয়ে চারবারের সাক্ষাতের প্রতিবারই স্লোয়ানেকে হারিয়েছেন সাবালেঙ্কা। আর এইমুহূর্তে তিনি যে ছন্দে রয়েছেন তাতে গত কয়েকবারের ধারা বজায় থাকবে বলেই আশা করা হচ্ছে। এদিকে এবার খেতাব জিততে পারলে মার্টিনা হিঙ্গিসের টানা তিনবার অস্ট্রেলিয়ান ওপেন জেতার নজিরে ভাগ বসাবেন সাবালেঙ্কা। যদিও এখনই তা নিয়ে ভাবছেন না বেলারুশের বছর ২৬ বছরের টেনিস তারকা। তিনি বলছেন, 'এই নিয়ে ভাবছি না। এখন নিজের খেলায় ফোকাস করার সময়। প্রতিনিয়ত নিজেকে আরও উন্নত করার চেষ্টা করছি।'

রবিবার অস্ট্রেলিয়ান ওপেনে অভিযান শুরু করছেন টুর্নামেন্টে ভারতের একমাত্র প্রতিনিধি সুমিত নাগাল। এটিপি ক্রমতালিকায় ৯৬ নম্বরে থাকা ভারতীয় টেনিস খেলোয়াড়ের প্রথম রাউন্ডে প্রতিপক্ষ ২৬ নম্বরে থাকা চেক প্রজাতন্ত্রের টমাস মাচাক। গতবার দ্বিতীয় রাউন্ডে হারতে হয়েছিল সুমিতকে। এবার আরও ভালো ফল করাই তাঁর লক্ষ্য।

> টানা তিনবার অস্ট্রেলিয়ান ওপেন জেতা নিয়ে ভাবছি না। এখন নিজের খেলায় ফোকাস করার সময়। প্রতিনিয়ত নিজেকে আরও উন্নত করার চেষ্টা করছি।
>
> **আরিয়ানা সাবালেঙ্কা**

বিশালাকৃতির পাইথন হাতে নিয়ে আরিয়ানা সাবালেঙ্কা। শনিবার মেলবোর্নে।

হিঙ্গিসের নজির স্পর্শ করার সুযোগ

গ্রেগ-গম্ভীর এক নয় : উথাপ্পা

ক্রিকেটার-পুজো বন্ধের দাবি মঞ্জরেকারের

নয়াদিল্লি, ১১ জানুয়ারি : পালাবদলের পর্বে অতীতে বারবার নয়া ভাবনায় পথের কাঁটা হয়ে দাঁড়িয়েছেন কেরিয়ারের শেষপর্বে পৌঁছে যাওয়া তারকারা। একটানা ব্যর্থতা সত্ত্বেও কেরিয়ার অযথা লম্বা করার কারণে দল ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে। ভারতীয় ক্রিকেট সংস্কৃতিতে আষ্টেপৃষ্ঠে জড়িয়ে থাকা তারকা-পুজোকেই এজন্য দুষছেন সঞ্জয় মঞ্জরেকার। দাবি, দলের প্রয়োজন, পরিস্থিতির দাবি ঢাকা পড়ে যায় তারকাদের নিয়ে মাতামাতিতে। দেশের স্বার্থকে অগ্রাধিকার দিয়ে ক্রিকেটার-পুজো বন্ধ হওয়া দরকার।

অতীতের উদাহরণ টেনে প্রাক্তন ব্যাটার বলেছেন, 'প্রতি ১১-১২ বছর অন্তর ভারতীয় টেস্ট দলের পারফরমেন্স পড়তে দেখা যায়। ২০১১-'১২ মরশুমে ইংল্যান্ড, অস্ট্রেলিয়ার কাছে ০-৪ হেরেছিলাম আমরা। ১২ বছর পর ঘরের মাঠে নিউজিল্যান্ডের কাছে ০-৩ হার। অস্ট্রেলিয়ায় ১-৩ হার। ব্রিসবেনে বৃষ্টি না হলে স্কোরলাইন ১-৪ হত। পালাবদলের পর্বে প্রতিটি দলেরই সমস্যা হয়। কিন্তু ভারতে এর প্রভাব সবচেয়ে বেশি। প্রবল সমালোচনার মুখে পড়ার ভয়ে ব্যর্থতা সত্ত্বেও তারকাদের নিয়ে কড়া পদক্ষেপ নিতে ইতস্তত করে নির্বাচকরাও।'

এদিকে, ২০০৭ টি২০ বিশ্বকাপজয়ী রবিন উথাপ্পা হেডকোচ গৌতম গম্ভীরের পাশে দাঁড়ালেন। গম্ভীর দায়িত্ব নেওয়ার পর সাজঘরে ঝামেলার গন্ধ পাচ্ছেন অনেকে। কেউ কেউ গ্রেগ চ্যাপেল জমানার উদাহরণও টানছেন। ভারতীয় দল ও আইপিএলের প্রাক্তন সতীর্থ গম্ভীরকে নিয়ে সেই দাবি খারিজ করে উথাপ্পার দাবি, 'গ্রেগের মতো কোচিং স্টাইল গম্ভীরের? আমি মানতে পারছি না। গোতি সোজাসাপটা কথা বলতে পছন্দ করে। যা বলার মুখের ওপরই বলবে, পিছনে নয়।'

> গ্রেগের মতো কোচিং স্টাইল গম্ভীরের? আমি মানতে পারছি না। গোতি সোজাসাপটা কথা বলতে পছন্দ করে। যা বলার মুখের ওপরই বলবে, পিছনে নয়।
>
> **রবিন উথাপ্পা**

গম্ভীর জমানায় চলতি ব্যর্থতার পিছনে অন্য কারণ দেখছেন কেকেআরের প্রাক্তন তারকা। উথাপ্পার কথায়, ভারত টি২০ বিশ্বকাপ জেতার পর দলের দায়িত্ব পেয়েছে ও। তিনটি আলাদা টিম, আলাদা অধিনায়ক, আলাদা স্টাইল। মানিয়ে নিতে কিছুটা অসুবিধা হচ্ছে। তাছাড়া সূর্যকুমার যাদবের নেতৃত্বাধীন টি২০ দলের ওপর পূর্ণ নিয়ন্ত্রণ থাকলেও, বাকি ক্ষেত্রে তা ঘটছে না। যার প্রভাব পড়ছে।

ক্রিকেটকে 'গুডবাই' অ্যারনের

নয়াদিল্লি, ১১ জানুয়ারি : ৩৫ বছর বয়সেই সব ধরনের ক্রিকেট থেকে অবসর নিলেন বরুণ অ্যারন। গতির জন্য পরিচিত ছিলেন ঝাড়খণ্ডের এই ফাস্ট বোলার। ২০১০-'১১ মরশুমে বিজয় হাজারে ট্রফিতে ১৫৩ কিলোমিটার গতিতে বল করে চমকে দেন সবাইকে।

ওই বছরই ওয়েস্ট ইন্ডিজের বিরুদ্ধে টেস্ট অভিষেক। যদিও কেরিয়ার প্রত্যাশামতো এগোয়নি। টিম ইন্ডিয়ার হয়ে শেষ ম্যাচ ২০১৫ সালে। ৯টি টেস্ট ও ৯টি ওডিআই ম্যাচে নিয়েছেন মোট ২৯টি উইকেট। ৫টি দলের হয়ে খেললেও আইপিএল কেরিয়ারেও সাফল্য আসেনি। চেষ্টা চালিয়েও গত ৯ বছরে বন্ধ জাতীয় দলের দরজা খুলতে পারেননি। ফলস্বরূপ সব ধরনের ক্রিকেটকে বিদায়ের সিদ্ধান্ত।

বরুণ বলেছেন, 'গত ২০ বছর ক্রিকেট, ফাস্ট বোলিংই ছিল আমার জগৎ, সবকিছু। ঈশ্বরের আশীর্বাদ, পরিবার, বন্ধু-বান্ধব, সতীর্থদের সমর্থন ব্যতীত এই সফর সম্ভব হত না। কোচ, সাপোর্ট স্টাফ, সমর্থকদেরও পাশে পেয়েছি। ভালোবাসার ক্রিকেট থেকে এবার সরে দাঁড়াচ্ছি।'

বরুণের সাফল্যের পথে চোটআঘাত বারবার অন্তরায় হয়েছে। তারপরও বারবার ঘুরে দাঁড়িয়েছেন। মহেন্দ্র সিং ধোনির রাজ্য দলের সতীর্থের মতে, চোট কাটিয়ে প্রত্যাবর্তন সম্ভব হয়েছে ফিজিও, ট্রেনার, কোচদের জন্য। বিদায়বেলায় প্রত্যেকের কাছে তিনি কৃতজ্ঞ। ইতিমধ্যে কাজ করেছেন এমআরএফ পেস ফাউন্ডেশনে গ্লেন ম্যাকগ্রাথের সহযোগী হিসেবে। সামলেছেন ধারাভাষ্যকার, ক্রিকেট বিশেষজ্ঞের ভূমিকাও।

দুই বছর আগে পোর্ট এলিজাবেথে টি২০ ম্যাচের সময় রিঙ্কু সিংয়ের ছক্কায় ভেঙেছিল প্রেস বক্সের কাচ। সেই ভাঙা কাচেই এবার পোর্ট এলিজাবেথের ক্রিকেট কর্তারা রিঙ্কুর অটোগ্রাফ চাইলেন।

অচেনা ফাঁকা গ্যালারির সামনে চেনা ডার্বি

সুস্মিতা গঙ্গোপাধ্যায়

গুয়াহাটি, ১১ জানুয়ারি : চেনা দৃশ্য, চেনা মুখ...চেনা চেনা হাসিমুখ....।

সেই চেনা দৃশ্যগুলোই উধাও। ডার্বি মানেই বাইপাস ধরে সমর্থকদের টেম্পো, গাড়ির সারি। এই দৃশ্য চিরকালীন। সঙ্গে একে অপরকে লক্ষ্য করে টিকা-টিপ্পনী, নানা মজার মজার ছড়া-গান, আবার কখনও গালিগালাজও। ডার্বি মানেই অনলাইনে নিমেষে টিকিট উধাও। অফলাইনের টিকিটের লম্বা লাইন। কর্তাদের কাছে গিয়ে আবেদন-নিবেদন। নানা রাগ-অভিমান! ম্যাচের দিন দুপুর, এমনকি ম্যাচ শুরু হওয়ার আগে পর্যন্ত 'একটা টিকিট পাওয়া যাবে'-র হাহাকার। ডার্বি মানেই এসব সামাল দিতে গিয়ে বিধাননগর কমিশনারেট সহ সারা বাংলার পুলিশের রক্তচক্ষুর সঙ্গে নিজেরাও নানাভাবে বিব্রত হওয়া।

এই চেনা দৃশ্যের অবতারণা হল কোথায়? মাত্র দিন তিনেক আগে ভেনু ঘোষণা। আর গুয়াহাটির সঙ্গে কলকাতার যোগাযোগ ব্যবস্থা একেবারেই ভুবনেশ্বর বা জামশেদপুরের মতো সুগম নয়। ট্রেনে আসতে গেলে হাতে সময় দরকার। তাও সরাসরি আসার ট্রেন যথেষ্ট কম থাকায় টিকিট অমিল। এর সঙ্গে বিশ্বাসঘাতকতা এয়ারলাইন্স কোম্পানিগুলির। ম্যাচের দিন জানানোর সঙ্গে সঙ্গেই লাফিয়ে লাফিয়ে বেড়ে ওঠা টিকিটের দামের সঙ্গে এঁটে ওঠা মুশকিল ছিল ফুটবল সমর্থকদের পক্ষে। তাই ম্যাচের দিন বিকেলে ইন্দিরা গান্ধি অ্যাথলেটিক্স স্টেডিয়ামে নির্বিঘ্নে হল বিচ ভলিবল ও বিচ বাস্কেটবলের সমাপ্তি অনুষ্ঠান। যেখানে অসমের প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী সর্বানন্দ সনওয়ালের জন্য স্টেডিয়ামের ভিতরের রাস্তায় নিশ্চিন্তে বিহু প্রস্তুত করতে দেখা গেল কয়েকজন স্থানীয় মহিলাকে।

গুয়াহাটিতে ডার্বি দেখতে এসে দমদমের ছেলে রাজ বর্মন শুক্রবার নর্থইস্ট ইউনাইটেড এফসি-পাঞ্জাব এফসি ম্যাচের টিকিট কিনতে আসা সমর্থকদের প্রিয় দলের রংয়ে গাল রাঙিয়ে দিয়েছিলেন। রাজ মোহনবাগান সমর্থক। ছবি : প্রতিবেদক

তবু উত্তরবঙ্গ থেকে আসা কিছু সমর্থক এবং অসম্ভব ফুটবল-পাগল কিছু মানুষ এত সমস্যার মধ্যেও এলেন। মোহনবাগানের অন্তত দশটা ফ্যান ক্লাব এদিন দলের মিডিয়া ম্যানেজারের কাছ থেকে সকালে টিকিট সংগ্রহ করে। যদিও বিক্রির হার অত্যন্ত খারাপ। মোহনবাগান সুপার জায়েন্টের দিকে হাজারখানেক এবং ইস্টবেঙ্গলের দিকে মাত্র ৭১টা টিকিট বিক্রি হওয়ার কথা ম্যানেজমেন্টের তরফে জানানো হয়। তবে প্রচুর কমপ্লিমেন্টারি টিকিট সরকারি দপ্তরের মাধ্যমে দর্শকদের কাছে পৌঁছেছে। এদিন মহমেডান স্পোর্টিং ক্লাব প্রথম ম্যাচে জিতে যাওয়ায় ম্যাচ শুরুর আগেই বাড়তি উৎসাহ দেখা গিয়েছে ব্যানার-ফেস্টুন নিয়ে আসা মোহনবাগান সমর্থকদের মধ্যে। তবু ফাঁকা গ্যালারির জন্যই সবমিলিয়ে মরশুমে আইএসএলের শেষ ডার্বি যেন মাঠের বাইরে দশ গোল খেল গঙ্গাসাগরের মেলার কাছে।

গুয়াহাটির গ্যালারিতে নিজেদের 'ডন' বলে জাহির মোহনবাগান সমর্থকদের। মাঠে পিভি বিষ্ণুর পা থেকে বল কেড়ে নিয়ে মস্তানি মোহনবাগান সুপার জায়েন্টের আশিস রাইয়ের। মোহনবাগান জিততেই কলকাতায় জায়ান্ট স্ক্রিনের সামনে উল্লাস সবুজ-মেরুন সমর্থকদের।

দাবানলের গ্রাসে অলিম্পিকের দশটি পদক

লস অ্যাঞ্জেলেস, ১১ জানুয়ারি : জ্বলছে একের পর এক জমি, বাড়ি। আগুনের গ্রাসে বিপন্ন জনজীবন। লস অ্যাঞ্জেলেসের দাবানল রীতিমতো ভয়ংকর রূপ নিয়েছে। আগুনের লেলিহান শিখায় ভস্মীভূত আমেরিকার অলিম্পিয়ান সাঁতারু গ্যারি হল জুনিয়ারের দশ-দশটি পদক।

১৯৯৬, ২০০০ ও ২০০৪ তিনটি অলিম্পিকের সাঁতারে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের হয়ে প্রতিনিধিত্ব করেছিলেন গ্যারি। ঝুলিতে পুরেছেন পাঁচটি সোনা, তিনটি রুপো ও দুটি ব্রোঞ্জ। এদিকে অবসরের পর লস অ্যাঞ্জেলেসে বাড়ি ভাড়া নিয়ে থাকতেন আমেরিকার অলিম্পিয়ান সাঁতারু। পদকগুলিও সেখানেই ছিল। আগুনের করাল গ্রাস থেকে রক্ষা পায়নি তাঁর বাড়ি। গ্যারি রক্ষা করতে পারেননি তাঁর স্বপ্নের পদকগুলিও। তিনি বলেছেন, 'অনেকেই জানতে চেয়েছেন আমার পদকগুলি কী অবস্থায় আছে। কিন্তু সবচেয়ে দুঃখের বিষয়টা হল পদকগুলি সবই পুড়ে গিয়েছে। ওগুলোই আমার জীবনের সেরা অর্জন। আমাদের আবার সবকিছু নতুন করে শুরু করতে হবে।'

বার্সেলোনায় ফিরছেন মেসি!

সন্তানদের সঙ্গে লিওনেল মেসি।

বার্সেলোনা, ১১ জানুয়ারি : লিওনেল মেসি কি আবার ফিরবেন বার্সেলোনায়? সম্ভাবনা পুরোপুরি উড়িয়ে দেওয়া যাচ্ছে না। অন্তত স্প্যানিশ সংবাদমাধ্যমের দাবি তেমনটাই।

২০২৫ সালের ডিসেম্বরে ইন্টার মায়ামির সঙ্গে মেসির চুক্তি শেষ হচ্ছে। সবকিছু ঠিকঠাক থাকলে আর্জেন্টাইন মহাতারকার সঙ্গে হয়তো চুক্তির মেয়াদ বাড়াবে মেজর লিগ সকারের ক্লাবটি। তবুও পুনরায় ইউরোপের যে কোনও ক্লাবে খেলার সুযোগ থাকছে মেসির সামনে। আসলে যুক্তরাষ্ট্রের ফুটবল মরশুম শেষ হয়ে যায় ডিসেম্বরে। নতুন মরশুম শুরু হয় ফেব্রুয়ারিতে। আর নতুন চুক্তির শর্ত অনুযায়ী মাঝের এই সময়টায় লোনে অন্য ক্লাবে খেলতে পারেন ফুটবলাররা। সেই নিয়মও রয়েছে। সেক্ষেত্রে ২০২৬ বিশ্বকাপের আগে নিজেকে ফিট রাখতে ইউরোপের কোনও ক্লাবে খেলার সিদ্ধান্ত নিতে পারেন লিও। যদিও ইন্টার মায়ামি ছাড়পত্র দিলে তবেই তা সম্ভব হবে। স্প্যানিশ এক সংবাদমাধ্যমের দাবি, এই নিয়ে দুইপক্ষের আলোচনাও চলছে। সেক্ষেত্রে আগামী মরশুমে অল্প সময়ের জন্য হলেও আরও একবার বার্সা জার্সিতে দেখা যেতে পারে মেসিকে।

১২ ম্যাচ পর জয় মহমেডানের

মহমেডান স্পোর্টিং ক্লাব- ১ (কাশিমভ)
বেঙ্গালুরু এফসি-০

সায়ন ঘোষ

কলকাতা, ১১ জানুয়ারি : রেফারি ক্রিস্টাল জন শেষ বাঁশি বাজাতেই উচ্ছ্বাসে ফেটে পড়লেন মহমেডান স্পোর্টিং ক্লাবের ফুটবলাররা। উলটোদিকে ডাগআউটে বসা সুনীল ছেত্রীর মুখে হতাশার ছাপ স্পষ্ট। বেঙ্গালুরু এফসি ভাবতেই পারছে না লিগ টেবিলের লাস্টবয়দের কাছে ঘরের মাঠে হারতে হবে।

সুনীলদের হারে সুবিধা বাগানের

টানা ১২ ম্যাচ পর জয়ের মুখ দেখেছে সাদা-কালো শিবির। তাও লিগ তালিকায় দ্বিতীয় স্থানে থাকা বেঙ্গালুরুকে তাদের মাঠে হারিয়ে। আসলে নতুন বছরে আমূল পরিবর্তন হয়েছে মহমেডানের। যে দলটার হারতে হারতে দেওয়ালে পিঠ ঠেকে গিয়েছিল, তারাই এখন প্রতিপক্ষের চোখে চোখ রেখে লড়াই করছে। তবে সব কিছু ঠিকঠাক করলেও গোলটাই আসছিল না সাদা-কালো শিবিরের।

শনিবার ম্যাচে সেই কাঙ্ক্ষিত গোলটা এল ৮৮ মিনিটে। বক্সের বাইরে কার্লোস ফ্রাঙ্কাকে ফাউল করলে ফ্রি-কিক পায় মহমেডান।

ফ্রি কিক থেকে গোলের পর ফোন-কল সেলিব্রেশনে মিরজালোল কাশিমভ।

উজবেক মিডিও মিরজালোল কাশিমভের নেওয়া ফ্রি-কিক ডাইভ দিয়েও বাঁচাতে পারেননি বেঙ্গালুরু গোলরক্ষক গুরপ্রীত সিং সান্ধু। কাশিমভের গোলটা একঝলক স্বস্তির বাতাস নিয়ে আসে সাদা-কালো শিবিরে।

ম্যাচের শুরু থেকে আলবার্তো নগুয়েরা-সুনীল সমন্বিত আক্রমণভাগের বিরুদ্ধে লড়াই করতে থাকেন মহমেডান ডিফেন্ডাররা। বিশেষ করে ফরাসি ডিফেন্ডার ফ্লোরেন্ট ওগিয়ের গত ম্যাচের মতো এইদিনও সামনে থেকে নেতৃত্ব দিলেন। ৪২ মিনিটে নগুয়েরা প্রায় গোল করে ফেলেছিলেন। গোললাইন থেকে ফিরিয়ে দেন ওগিয়ের।

মহমেডানের প্রথম গোলমুখী আক্রমণ ১৬ মিনিটে। রেমসাঙ্গার ক্রস থেকে বলে পা ছোঁয়াতে পারেননি বিকাশ সিং। পরের মিনিটে ফের জুইডিকার ক্রস থেকে হেড দিতে ব্যর্থ তিনি। ২৪ মিনিটে রেমসাঙ্গার থ্রু ধরে বক্সে গুরপ্রীতকে হার মানাতে ব্যর্থ ব্রাজিলিয়ান তারকা ফ্রাঙ্কা।

দ্বিতীয়ার্ধের শুরুতেই সহজ গোলের সুযোগ পেয়েছিল মহমেডান। গুরপ্রীতের মিস কিক মাঝপথে ধরে ফেলেছিলেন অ্যালেক্সিস গোমেজ। তবে বল গোলে রাখতে পারেননি তিনি। ৬২ মিনিটে কুঁচকির চোটের কারণে অ্যালেক্সিসকে তুলে নেন মহমেডান কোচ আন্দ্রেই চেরনিশভ। পরিবর্তে নবাগত মনবীর সিংকে মাঠে নামান তিনি। শেষদিকে ফ্রাঙ্কাকে তুলে গৌরব বোরাকে নামিয়ে গোলের মুখ বন্ধ করে দেন আন্দ্রেই চেরনিশভ। এই ম্যাচে জয়ের সুবাদে ১৫ ম্যাচে ১০ পয়েন্ট নিয়ে হায়দরাবাদকে টপকে দ্বাদশ স্থানে উঠে এল মহমেডান। অন্যদিকে বেঙ্গালুরুর পরাজয়ে আরও সুবিধা হয়ে গেল শীর্ষে থাকা মোহনবাগান সুপার জায়েন্টের।

মহমেডান স্পোর্টিং : পদম, আদিঙ্গা, জোহেরলিয়ানা, ফ্লোরেন্ট, জুইডিকা, ইরশাদ, কাশিমভ, অ্যালেক্সিস (মনবীর), রেমসাঙ্গা (অ্যাডিসন), বিকাশ ও ফ্রাঙ্কা (গৌরব বোরা)।

ম্যাচ জিতে উচ্ছ্বাস জেরেমি ফ্রিংপং ও প্যাট্রিক শিকের।

রুদ্ধশ্বাস ম্যাচে ডর্টমুন্ডকে হারাল লেভারকুসেন

ডর্টমুন্ড, ১১ জানুয়ারি : জার্মান বুন্দেশলিগায় পাঁচ গোলের রুদ্ধশ্বাস ম্যাচ। বরুসিয়া ডর্টমুন্ডকে ৩-২ গোলে হারাল বেয়ার লেভারকুসেন। ম্যাচে পাঁচটির মধ্যে প্রথম কুড়ি মিনিটেই হয় চারটি গোল। প্রথমার্ধের শেষে লেভারকুসেনের পক্ষে স্কোরলাইন ছিল ৩-১। শেষদিকে ডর্টমুন্ড ব্যবধান কমিয়ে প্রতিপক্ষের ওপর চাপ বাড়ালেও পুরো পয়েন্ট নিয়েই মাঠ ছেড়েছে গতবারের চ্যাম্পিয়নরা।

তারকা ফুটবলার ফ্লোরিয়ান উইর্ৎজকে ছাড়াই শুক্রবার রাতে দল সাজান লেভারকুসেন কোচ জাভি অলন্সো। তবুও প্রতিপক্ষের মাঠে ম্যাচের শুরু থেকেই আক্রমণে ঝড় তোলে তাঁর দল। ডর্টমুন্ডের অনভিজ্ঞ রক্ষণকে থিতু হওয়ার সুযোগটুকুও দেয়নি লেভারকুসেন। ২৫ সেকেন্ডে প্রথম গোলটি করেন নাথান টেলা। অষ্টম মিনিটে দ্বিতীয় গোলটি প্যাট্রিক শিকের। ডর্টমুন্ড অবশ্য তাতে দমে যায়নি। পালটা আক্রমণ থেকে ১২ মিনিটে ব্যবধান কমান জেমি গিটেন্স। পক্ষান্তরে ১৯ মিনিটে আরও একটি গোল চাপিয়ে খানিক স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলেছিল লেভারকুসেন।

দ্বিতীয়ার্ধে নিজেদের খানিকটা গুটিয়েই রাখে অলন্সোর দল। ম্যাচের ৭৯ মিনিটে পেনাল্টি থেকে আরও একটি গোল শোধ করে মরা ম্যাচে প্রাণ ফেরায় বরুসিয়া। লক্ষ্যভেদ সেরহোউ গুইরেসির। স্বাভাবিকভাবেই সমতা ফেরাতে শেষদিকে মরিয়া হয়ে ওঠে তারা। তবে লেভারকুসেন রক্ষণের সামনে বিশেষ সুবিধা করতে পারেনি ডর্টমুন্ড।

সান্ত্বনার জয় শ্রীলঙ্কার

অকল্যান্ড, ১১ জানুয়ারি : তিন ম্যাচের ওডিআই সিরিজ আগেই জিতে নিয়েছিল নিউজিল্যান্ড। শেষ ম্যাচে ১৪০ রানে কিউয়িদের হারিয়ে শ্রীলঙ্কা সান্ত্বনার জয় কুড়িয়ে নিল। টসে জিতে শ্রীলঙ্কা ৮ উইকেটে ২৯০ রান করে। ওপেনার পাথুম নিসাঙ্কা ৪২ বলে করেন ৬৬ রান। এছাড়াও ভালো রান পেয়েছেন কুশল মেন্ডিস (৫৪), জানিথ লিয়ানাগে (৫৩) ও কামিন্দু মেন্ডিস (৪৬)। ম্যাট হেনরি ৫৫ রানে ৪ উইকেট নিয়েছেন। জবাবে নিউজিল্যান্ড ২৯.৪ ওভারে ১৫০ রানে অল আউট হয়। তিনটি করে উইকেট নিয়েছেন অসিথা ফার্নান্ডো, এসহান মালিঙ্গা ও মহেশ থিকশানা। ত্রয়ীর সাঁড়াশি আক্রমণের মাঝে মার্ক চ্যাপম্যান (৮১) লড়াই করতে পেরেছেন।

ছোটদের ডার্বিও মোহনবাগানের

কলকাতা, ১১ জানুয়ারি : এআইএফএফ অনূর্ধ্ব-১৫ লিগের ডার্বিতে ইস্টবেঙ্গলকে ২-১ গোলে হারাল মোহনবাগান। প্রথমার্ধের শেষে অবশ্য দেবাশিস বড়াইয়ের গোলে ইস্টবেঙ্গল ১-০ ফলে এগিয়ে ছিল। তবে দ্বিতীয়ার্ধে রাজদীপ পাল জোড়া গোল করে মোহনবাগানকে জয় এনে দেন।

যুব লিগে জয় দুই প্রধানের

কলকাতা, ১১ জানুয়ারি : অনূর্ধ্ব-১৭ লিগে জয় পেল কলকাতার দুই প্রধান। ইস্টবেঙ্গল ২-০ গোলে হারাল বিধাননগর মিউনিসিপ্যালিটি স্পোর্টস অ্যাকাডেমিকে। লাল-হলুদের হয়ে জোড়া গোল শেখর সর্দারের। পাশাপাশি জয়ন্ত পালের গোলে মোহনবাগান ১-০ ফলে হারিয়েছে অ্যাডামাস ইউনাইটেডকে। তবে বেঙ্গল ফুটবল অ্যাকাডেমির কাছে ৩-০ গোলে হেরেছে মহমেডান স্পোর্টিং ক্লাব।

কোয়ার্টারে বারবিশা

বারবিশা, ১১ জানুয়ারি : জোড়াই প্রিমিয়ার লিগ ক্রিকেটের কোয়ার্টার ফাইনালে উঠল বারবিশা একাদশ। শনিবার ষষ্ঠ প্রি-কোয়ার্টার ফাইনালে তারা ৪ উইকেটে কামাখ্যাগুড়ি ডিএমসিকে হারিয়েছে। প্রথমে কামাখ্যাগুড়ি ২০ ওভারে ৭ উইকেটে ১৬৪ রান করে। রাজুর অবদান ৩৫ রান। আমব্রুশ ১১ রানে নেন ২ উইকেট। জবাবে বারবিশা ১৭.৩ ওভারে ৬ উইকেটে ১৭০ রান তুলে নেয়। ম্যাচের সেরা শুভজিৎ সরকার ৬১ বলে ১১৮ রান করেন। সায়ন ৩৩ রানে ২ উইকেট পেয়েছেন। সোমবার সপ্তম প্রি-কোয়ার্টার ফাইনাল খেলবে রামপুর একাদশ কোচবিহার এবং বীরপাড়া একাদশ দলগাঁও।

জিতল বার অ্যাসোসিয়েশন

তুফানগঞ্জ, ১১ জানুয়ারি : তুফানগঞ্জ আদালতের প্রীতি ক্রিকেটে বার অ্যাসোসিয়েশন ৪০ রানে বেঞ্চকে হারিয়েছে। শনিবার বিবেকানন্দ হাইস্কুলের মাঠে বার ১৪ ওভারে ৩ উইকেটে ১৬৭ রান তোলে। ৭২ রান করেন সায়ন রক্ষিত। জবাবে বেঞ্চ ১৪ ওভারে ১২৭ রানে গুটিয়ে যায়। সৌরভ সাহা ৪৫ রান করেন। ৩ উইকেট নেন ম্যাচের সেরা সায়ন।

ফাইনাল আজ

ঘোকসাডাঙ্গা, ১১ জানুয়ারি : মাথাভাঙ্গা কাপ ক্রিকেটের ফাইনাল রবিবার অনুষ্ঠিত হবে। জেলা যুব তৃণমূল কংগ্রেসের ১০ দলীয় প্রতিযোগিতায় ঘোকসাডাঙ্গা প্রামাণিক উচ্চ বিদ্যালয়ের মাঠে ফাইনালে নামবে প্রেমেরডাঙ্গা জিপি একাদশ ও বড় শৌলমারি জিপি একাদশ।

জিতল নাককাটি

দিনহাটা, ১১ জানুয়ারি : দিনহাটা ২ নম্বর চক্রের শিক্ষক-শিক্ষিকাদের তৃতীয় বর্ষ টিচার্স কাপের এলিমেনেটর রাউন্ডে নাককাটি পুষণাডাঙ্গা উচ্চ বিদ্যালয় ৪ রানে হারিয়েছে মাথাভাঙ্গা-২ নম্বর সার্কেলকে। পেটলা নবীবকস স্টেডিয়ামে নাককাটি প্রথমে ১৬৭ রান তোলে। জবাবে মাথাভাঙ্গা ১৬৩ রান করে।

মান্তুর অ্যাকাডেমির উদ্বোধনে মুছে গেল রাজনীতির ব্যবধান

নিজস্ব প্রতিনিধি, শিলিগুড়ি, ১১ জানুয়ারি : বিজেপি-র বিধায়ক শংকর ঘোষ, তৃণমূল কংগ্রেসের টিকিটে মেয়র হয়েছেন গৌতম দেব, বামফ্রন্ট আমলে দীর্ঘদিন মন্ত্রী ছিলেন অশোক ভট্টাচার্য। একইমঞ্চে হাজির ছিলেন রঞ্জন সরকার, নান্টু পাল, কুন্তল গোস্বামীরাও। যাঁদের পৃথক রাজনৈতিক পরিচয় রয়েছে। শনিবার বিকেলে তাঁরা রাজনীতির ব্যবধান মুছে এক মঞ্চে হাজির হয়েছিলেন শিলিগুড়ির প্রথম অর্জুন মান্তু ঘোষের অ্যাকাডেমি ট্যালেন্ট স্কাউট টেবিল টেনিস হাবের আনুষ্ঠানিক উদ্বোধনে।

ট্যালেন্ট হাবে প্র্যাকটিসের আবদার অঙ্কিতার

শুধু উপস্থিত থাকাই নয়, শিলিগুড়ির টেবিল টেনিসের পুনরুত্থানের স্বার্থে বেশকিছু পদক্ষেপ গ্রহণের কথাও তাঁরা জানিয়েছেন। গৌতমবাবু বলেছেন, 'এপ্রিল মাস থেকেই ইন্ডোর স্টেডিয়ামে টেবিল টেনিস প্র্যাকটিস করা যাবে। এই স্টেডিয়াম টেবিল টেনিস, ব্যাডমিন্টনের জন্যই রাখার সিদ্ধান্ত হয়েছে।' ইন্ডোর স্টেডিয়ামে অনুশীলনের দীর্ঘদিনের দাবি পূরণ হওয়ার আশ্বাস পেয়ে ট্যালেন্ট স্কাউটের চিফ কোচ সুব্রত রায় শিলিগুড়ির রাজনৈতিক ব্যক্তিত্বদের কাছে টেবিল টেনিসের স্বার্থে আরও বেশি এগিয়ে আসার আবেদন রেখেছেন।

যাতে সাড়া দিয়ে শংকরবাবুর মন্তব্য, 'আমি আগেও কেন্দ্রীয় ক্রীড়ামন্ত্রী অনুরাগ ঠাকুরের কাছে শিলিগুড়িতে খেলো ইন্ডিয়ার সেন্টার দেওয়ার আবেদন রেখেছিলাম। প্রকল্প বাস্তবায়নে রাজ্যের সহযোগিতা প্রয়োজন। তাই রাজ্যের ক্রীড়ামন্ত্রী অরূপ বিশ্বাসের সঙ্গেও কথা বলেছি।' সত্যিই খেলো ইন্ডিয়ার প্রকল্পে শিলিগুড়ি অন্তর্ভুক্ত হলে এখানকার জাতীয় র‍্যাংকিং থাকা খেলোয়াড়রা জোনাল ও জাতীয় প্রতিযোগিতায় খেলতে যাওয়ার জন্য ভাতা পাবে। একইসঙ্গে বিশেষজ্ঞ কোচের থেকে মাসে একবার অন্তত পরামর্শ নিতেও পারবে। শিলিগুড়ির বিধায়কের আরও আশা, পুল্লেলা গোপীচাঁদের হাত ধরে হায়দরাবাদ দেশের ব্যাডমিন্টনের কারখানা হয়ে উঠেছে। মান্তুর ট্যালেন্ট স্কাউট হাবও একদিন শিলিগুড়ির টেবিল টেনিসে সেই জায়গাটা নেবে।

ট্যালেন্ট স্কাউট হাবের আনুষ্ঠানিক উদ্বোধনে শংকর ঘোষ, রঞ্জন সরকার, অশোক ভট্টাচার্য, গৌতম দেব প্রমুখ।

মান্তুকে অ্যাকাডেমি সাফল্যের জন্য অশোকবাবু আশীর্বাদ করা ছাড়াও বলেছেন, 'ওর পাশে আমি আগেও ছিলাম থাকব। ভবিষ্যতেও থাকব।'

অ্যাকাডেমি ঘুরে দেখে উচ্ছ্বসিত অলিম্পিয়ান ও মান্তু-সুব্রতর ছাত্রী অঙ্কিতা দাসও। বলেছেন, খুব ভালো একটা উদ্যোগ নিয়েছে ওঁরা। আমি এদিনই মান্তুদি-সুব্রতদার কাছে আবদার রেখে এসেছি বাড়ি ফিরলে ওরা যেন এই অ্যাকাডেমিতে আমাকে অনুশীলনের সুযোগ দেয়। তামিলনাড়ু-নয়াদিল্লির অ্যাকাডেমির থেকে আমি পিছিয়ে রাখব না মান্তুদি-সুব্রতদার উদ্যোগকে।

ওয়াইএমএ-তে সুব্রত-মান্তুর কাছে অনুশীলন করা ৬০ জনকে নিয়ে এই অ্যাকাডেমি পথচলা শুরু করল। আপাতত আর ২০টি সিট ফাঁকা রাখা হয়েছে। মান্তু-সুব্রতর কাছে প্রশিক্ষণ নিয়ে যারা বিভিন্ন বয়সসীমার জাতীয় দলে খেলেছেন তাঁদের সংবর্ধনা দেওয়া হয়। এদিন অঙ্কিতা ছাড়াও অভীক দাস, রাজীব সরকার, আকাশ নাথ সংবর্ধিত হয়েছেন।

৪ উইকেট পার্থর

ম্যাচের সেরা পার্থ আর্য।

কোচবিহার, ১১ জানুয়ারি : জেলা ক্রীড়া সংস্থার আন্তঃক্লাব সুপার ডিভিশন ক্রিকেট লিগে শনিবার সংহতি ক্লাব ৯৮ রানে কল্যাণ স্পোর্টিং ক্লাবকে হারিয়েছে। কোচবিহার স্টেডিয়ামে টসে হেরে প্রথমে সংহতি ৩৯.৫ ওভারে ১৮২ রানে অল আউট হয়। স্বপ্ননীল দেব ৭০ রান করেন। গৌরব বিশ্বাস ৪৪ রানে পেয়েছেন ৩ উইকেট।

জবাবে কল্যাণ ২৩.১ ওভারে ৮৪ রানে গুটিয়ে যায়। মানিক দাস ১৩ রান করেন। ম্যাচের সেরা পার্থ আর্য ৭ রানে পেয়েছেন ৪ উইকেট।

শিলিগুড়িতে একটি স্কুলের অনুষ্ঠানে ঋদ্ধিমান সাহা। শনিবার।

ম্যাক উইলিয়ামের শোভাযাত্রা

আলিপুরদুয়ার, ১১ জানুয়ারি : গতকাল শিলিগুড়িতে সুরেন্দ্র আগরওয়াল ট্রফি ক্রিকেটে চ্যাম্পিয়ন হয়েছে আলিপুরদুয়ারের ম্যাক উইলিয়াম হাইস্কুল। সেই জয়কে সামনে রেখে শনিবার স্কুলের তরফে শহর পরিক্রমা করা হয়। স্কুল থেকে বেরিয়ে কলেজ হল্ট হয়ে বেলতলা মোড় ঘুরে মাধব মোড় থেকে শোভাযাত্রা স্কুলে ফিরে আসে। শোভাযাত্রার সামনে ছিল ব্যান্ড পার্টি। তারপর ট্রফি হাতে বিদ্যালয়ের শিক্ষক সহ ছাত্ররা। পাশাপাশি স্কুলের অনেক পড়ুয়া শোভাযাত্রায় পা মেলায়।

চেয়ারম্যান কাপ শুরু

গঙ্গারামপুর, ১১ জানুয়ারি : চৈতালি ক্লাবের দুইদিনের চেয়ারম্যান কাপ ফুটবল শনিবার শুরু হল। গঙ্গারামপুর হাইস্কুল মাঠে উদ্বোধনী ম্যাচে মর্নিং হেলথ ক্লাব ৩-২ গোলে বুনিয়াদপুর ফুটবল ক্লাবকে হারায়। অন্য ম্যাচে টুডু একাদশ পাকুয়া ২-১ গোলে গঙ্গারামপুর ফুটবল ক্লাবের বিরুদ্ধে জয় পায়। গঙ্গারামপুর থানা ২-১ গোলে গঙ্গারামপুর কলেজ মোড়কে হারিয়েছে।

অচেনা ফাঁকা গ্যালারির সামনে চেনা ডার্বি
-খবর উনিশের পাতায়

চ্যাম্পিয়ন ২০১৮ ব্যাচ

নিশিগঞ্জ, ১১ জানুয়ারি : নিশিগঞ্জের খেজুরতলা নিশিময়ী হাইস্কুলের রিইউনিয়ন ক্রিকেটে চ্যাম্পিয়ন হল ২০১৮ ব্যাচ। ফাইনালে তারা ৪৬ রানে ২০২২ ব্যাচকে হারিয়েছে। প্রথমে ব্যাট করতে নেমে ২০১৮ ব্যাচ ৭ উইকেটে ১৬৬ রান তোলে।

জবাবে ২০২২ ব্যাচ ৫ উইকেট হারিয়ে ১২০ রানে থেমে যায়। ফাইনাল ও প্রতিযোগিতার সেরা ক্রিকেটার হয়েছেন ২০১৮ ব্যাচের শুভঙ্কর বর্মন।

ট্রফি নিয়ে নিশিগঞ্জের খেজুরতলা নিশিময়ী হাইস্কুলের ২০১৮ ব্যাচ।

শুভেচ্ছা

জন্মদিন

☺ জিন্টু সোনা'র (Sohan Darjee) আজ নয় বছর পূর্ণ হল। খুশি আনন্দের এই দিনটি বারবার ফিরে আসুক - মঙ্গলময় ঈশ্বরের কাছে এই প্রার্থনা জানাই। জিন্টুকে জানাই প্রাণভরা ভালোবাসা ও স্নেহাশীর্বাদ। - বাবাম-মাম্মা, হুজুর মা-হুজুর বাবা, দাদান-দিম্মা এবং পরিবারবর্গ। পশ্চিম কর্ণজোড়া, রায়গঞ্জ, উত্তর দিনাজপুর।

উত্তরের খেলা

সেমিফাইনালে প্লেয়ার্স একাদশ

আলিপুরদুয়ার, ১১ জানুয়ারি : আলিপুরদুয়ার জেলা ক্রীড়া সংস্থার প্রথম ডিভিশন ক্রিকেট লিগে সেমিফাইনালে উঠল প্লেয়ার্স একাদশ ক্লাব। শনিবার প্রথম কোয়ার্টারে ফাইনালে তারা ১৪৯ রানে হাসিমারা স্পোর্টিং ক্লাবকে হারিয়েছে। অরবিন্দনগর মাঠে প্রথমে প্লেয়ার্স ৩৫ ওভারে ৮ উইকেটে ২১৬ রান তোলে। কৌস্তভ ঘোষ ৭৩ রান করেন। রাম ছেত্রী ৩০ রানে নেন ২ উইকেট। জবাবে হাসিমারা ১৬.২ ওভারে ৬৭ রানে গুটিয়ে যায়। পারভেজ আলম ১৪ রান করেন। অনিকেত সিং ১৭ রানে পেয়েছেন ৪ উইকেট।